অষ্টম বর্ষ

৯ম ও ১০ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

সম্পাদক

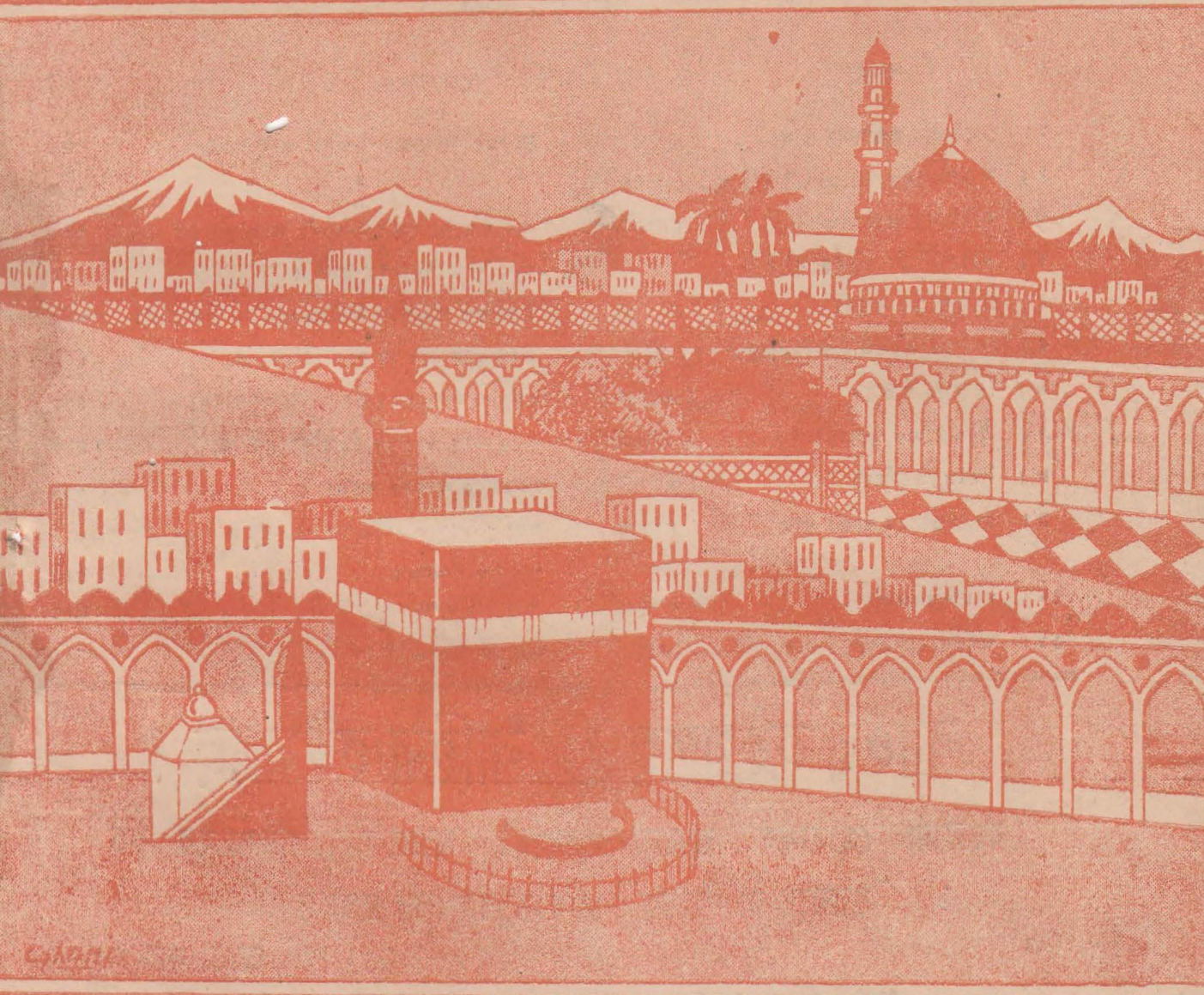

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ১৲

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

অষ্টম বর্ষ—৯ম ও ১০ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ় ১৩৬৬ বাং   মে—জুন ১৯৫৯ ইং

বিষয় সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কোরআন মজীদের ভাষ্য	(তফ্সীর)	মুহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আল্‌কুরায়শী	৩৮১
২।	আদর্শবাদের যুগান্তকারী মহিমা	(প্রবন্ধ)	" " "	৩৯৩
৩।	হাদীসের প্রামাণিকতা	(প্রবন্ধ)	মুহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী	৩৯৭
৪।	ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী প্রতিপক্ষের যবানী		মূলঃ স্যার উইলিয়ম হান্টার অনুবাদ : মওলানা আহমদ আলী—মেছাঘোণা	৪০৫
৫।	স্পেনের একজন বিপ্লবী চিন্তানায়ক	(জীবনী)	আফ্তাব আহমদ রহমানী এম, এ,	৪০৯
৬।	জিজ্ঞাসা ও উত্তর	(ফৎওয়া)	মুহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আল্‌কুরায়শী	৪১২
৭।	ঐতিহাসিক তাবারী	(জীবনী)	আফ্তাব আহমদ রহমানী এম, এ,	৪২৬
৮।	ইমাম তিরমিযী	(জীবনী)	মুন্তাছির আহমদ রহমানী	৪৩১
৯।	মানবজীবনে ধর্মের স্থান	(প্রবন্ধ)	মূলঃ জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান অনুবাদ সম্পাদক	৪৩৮
১০।	সাময়িকপ্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়)	তর্জুমান-সম্পাদক	৪৪১
১১।	জময়ীয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	(স্বীকৃতী)	এম, এ, রহমানী	৪৪৫

বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী সাহেব কৃত

১। "গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র এবং বায়তুলমালের জমা ও বণ্টন ব্যবস্থা" মূল্য চারি আনা মাত্র।

২। "তিনতালাক প্রসঙ্গ" মূল্য এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল সতন্ত্র।

পুস্তকাকারে নূতন সজ্জায় বাহির হইয়াছে, এখনই অর্ডার দিন !

আল্‌-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

ইংরাজী, বাঙলা, আরাবী ও উর্দ্দু

সবরকম ছাপার কাজ সুন্দর ও সুলভে সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা—২।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুলহাদীস

(মাসিক)

কোরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

অষ্টম বর্ষ	মে ও জুন ১৯৫৯ খৃস্টাব্দ, যুলহিজ্জা ১৩৭৮ হিঃ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৬৬ বংগাব্দ	৯ম ও দশম যুগ্ম সংখ্যা

প্রকাশ অঞ্চল:—৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা।

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত-আল্-ফাতিহার তফ্সীর

فصل الخطاب في تفسير ام الكتاب

(৫৭)

স্থরত-আলহজ্বে মগ যুব বা ক্রোধভাজন জাতি-সমূহের তালিকা ঐতিহাসিক প্রণালিতে পরম্পরাক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্থরত-ক্বাফে প্রদত্ত তালিকায় নামের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইলেও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার নিয়ম প্রতিপালিত হয়নাই। আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন দেখ, মক্কাবাসীদের পূর্বে নূহের গোষ্ঠি আর কূপের জ্ঞাতি আর ছমূদ ও আ'দ আর ফির্‌আওন আর লুতের জ্ঞাতি এবং জঙ্গলের অধিবাসী আর তুব্বার গোষ্ঠি সকলেই রসূলগণের বাণীকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া ছিয়াছিল আর তজ্জন্য তাহারা দণ্ডের যোগ্য হইয়াছিল,—১৪ আয়ত। এস্থলে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উভয় স্থরাতেই ক্রোধভাজনদের তালিকায় নূহের গোষ্ঠির নাম সকলের পুরোভাগে

كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود' وعاد وفرعون واخوان لوط' واصحاب الايكة وقوم تبع' كل كذب الرسل فحق وعيد -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্থানলাভ করিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, উল্লিখিত গোষ্ঠিগুলি সকলেই হযরত নূহেরই বংশাবতংশ। তাঁহার গোষ্ঠি শির্কের মহাপাপ আর আল্লাহর রসূলকে অস্বীকার করার অপরাধে লিপ্ত হওয়ার ফলে কিভাবে আল্লাহর ক্রোধে পতিত হইয়া শেষপর্যন্ত আটলান্টিক মহাসাগরের মহাপ্লাবনে ডুবিয়া ধ্বংস হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিপূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। পরবর্তী-যুগে যে মানবগোষ্ঠি পৃথিবীতে সম্প্রসারণ লাভ করিয়াছিল, ভাষাও জীববিজ্ঞার বিশেষজ্ঞরা তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা এরিয়ান, তুরানিয়ান বা মঙ্গোলিয়ান আর সেমেটিক। গাত্রবর্ণ অনুসারে মানুষকে তিন জাতিতে ভাগ করা হইয়াছে : সেমেটিক ও ইউরোপীয়দিগকে শ্বেতকায় জাতি, আফ্রিকার অধিবাসীদিগকে কৃষ্ণকায় আর চীন, জাপান আর তুরানী শাখার অন্যান্য মানবসমাজকে পীতকায় জাতির অন্তরভুক্ত করা-হইয়াছে। বাইবেলের বর্ণনাসূত্রে সেমেটিকগণ (Semetic) হযরত নূহের অন্যতম পুত্র সাম (Shem) এর বংশাবতংশ। আরব (Arabs), এরামাইক (Aramaic) হিব্রু (Hebrew), সিরীক (Syriac), কলেদীয় (Chaldee), ফিনিশীয় (Paoenician) প্রভৃতিকে সেমেটিক বলা হইয়া থাকে।

আদের গোষ্ঠি

হযরত নূহের গোষ্ঠির পর ঐতিহাসিক পর্যায়ে "আদে উলা"—প্রথম আদগণই আল্লাহর কোপে পতিত হইয়াছিল। ইহাদের উদ্দেশেই হযরত হূদ নবীর অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। ইহাদের সম্বন্ধেই কুরআনপাকের স্থরত-আন্‌নজ্‌মে কথিত হই-য়াছে, তিনি সেই আল্লাহ, যিনি প্রথম আদকে ধ্বংস করিয়াছিলেন আর দ্বিতীয় আদ ছমূদ-কেও। তাহাদের কিছুই অবশিষ্ট রাখেননাই আর ইতিপূর্বে নূহের গোষ্ঠিকেও তিনি ধ্বংস করিয়াছিলেন—৫০...৫২ আয়ত।

وانـه اهلک عادن الاولی
وثـمـودا فـما ابـقـی‘
وقوم نـوح من قبل !

উল্লিখিত আয়ত দ্বারা তিনটি বিষয় প্রতিপন্ন হয়। প্রথমতঃ আদের পূর্বে নূহের গোষ্ঠি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ আদগণ হযরত নূহের পরবর্তী জাতি, যাহারা আল্লাহর ক্রোধে পতিত হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ ছমূদরা আদের পরবর্তী ক্রোধভাজন গোষ্ঠি। প্রথম আদের জন্য যে হূদ নবী উত্থিত হইয়াছিলেন, তিনি নূহের অন্যতম পুত্র সাম (Shem) এর পুত্র আরফাখসদ (Arfaxad) এর পৌত্র ছিলেন[১]। হযরত হূদ বাইবেলে এবর (Eber) নামে কথিত হইয়াছেন[২]। হূদের পিতামহগণ বাইবেলের বর্ণনাসূত্রে পঞ্চভ্রাতা ছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে আরফাখসদের ভ্রাতা আরাম (Aram) সমধিক প্রসিদ্ধ। কুরআনে "আদে উলা"কে "আদে এরাম" বলা হইয়াছে। স্থরত-আলফজ্‌রে কথিত হই-য়াছে, হে রসূল, আপনি কি লক্ষ্য করেননাই, আপনার রব্ব "আদে এরাম'কে কেমন প্রতিফল দিয়াছিলেন? ইহারা উচ্চ স্তম্ভমালা শোভিত প্রাসাদের অধিকারী ছিল। এরূপ স্থাপত্যশিল্পের নগর আর কখনও নির্মিত হয়নাই—৬...৮ আয়ত।

الم ترکیف فعل ربک
بعاد ارم ذات العماد التی
لم یخلق مثلها فی البلاد !

স্থাপত্যশিল্পের প্রতি তাহাদের অহেতুক অনুরাগের জন্য হযরত হূদ তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, দেখ, তোমরা প্রত্যেক উচ্চভূমিতে অনর্থক স্মৃতি-স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া বেড়াও আর স্থাপত্যশিল্পের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কর। তোমরা বোধহয় এই দুনিয়ায় চিরকাল বাস করিবে?—আশ্‌শুআরা, ১২৮ ও ১২৯ আয়ত।

اتبنون بـکل ریـع آیـة
تعبثون وتـتخذون مصانـع
لعلکم تخلدون

হূদ নবী আরফখসদের পৌত্র এবং আরাম বা এরামের ভ্রাতুষ্পৌত্র ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম ছিল সলহ। এই হূদ নবী যিনি বাইবেলে এবর নামে কথিত হইয়াছেন, বনি-কুহ্‌তান, বনি-ইব্‌রাহীম, বনি-ইসমাঈল ও বনি-ইস্‌রাঈলের পিতা ছিলেন এবং স্বীয় জ্ঞাতিভ্রাতা আদেউলা বা আদে এরামগণের হিদায়তকল্পে উত্থিত হইয়াছিলেন। কুরআনে আদগণ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, স্থরত হূদ হইতে তাহার একাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল : এবং আদের নিকট তাহাদের জ্ঞাতিভ্রাতা হূদ উত্থিত

والی عاد اخاهم هودا‘ قال
یا قوم اعبدوالله‘ مالکم

১) ফখরুদ্দীন রাযী, মফাতীহুলগয়েব [৪] ৩৬৫ পৃঃ।

২) Genesis 10 : 24

www.ahlehadeethbd.org

Contents

من اله غيره ان انتم الا مفترون - ياقوم لا اسئلكم عليه اجرا - ان اجرى الا على الذى فطرنى افلا تعقلون ! ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين - قالوا ياهود ماجئتنا ببينة وما نحن بتاركى الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين' ان نقول الا اعتراك بعض الهتنابسوء' قال انى اشهد الله واشهدوا انى برئ مما تشركون من دونه فكيدونى جميعا ثم لاتنظرون !

হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের বলিলেন, দেখ ভাইসব, আল্লাহর দাসত্ব কর! দেখ, তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কেহ উপাস্য নাই, তোমরা অনর্থক মিথ্যা দাবী করিতেছ মাত্র! দেখ ভাইরা, আমার উপদেশের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনরূপ প্রতিদান চাহিতেছিনা, আমার শ্রমের পুরস্কার, যিনি আমার স্রষ্টা, তিনি আমাকে দান করিবেন। তোমরা কি কিছুই বুঝিতে পারনা? দেখ, ভাইরা, তোমাদের রব্বের নিকট তোমরা ক্ষমা ভিক্ষা কর, আর তাঁহার দিকে ফিরিয়া আইস। তিনি তোমাদিগকে মুষলধারের বৃষ্টি দান করিবেন এবং তোমাদের শক্তিকে আরও শক্তিমান করিয়া তুলিবেন, দেখ, তোমরা পাপাচারী রূপে ফিরিয়া যাইওনা! আদগন বলিল, ও হে হূদ, তোমার দা'বীর কোনই প্রমাণ তুমি আমাদের কাছে উপস্থিত করিতে পারিতেছনা আর আমরা তোমার মুখের কথায় আমাদের উপাস্য দেবতাদের পরিত্যাগ করার পাত্র নই। যাও, তোমার কথা আমরা বিশ্বাস করিনা। আমরা শুধু এই কথাই মনেকরি যে, তুমি আমাদের কোন দেবতার অভিশাপে পতিত হইয়াছ! হূদ বলিলেন, দেখ, আমি আল্লাহকে সাক্ষী করিতেছি আর তোমরাও সাক্ষী থাকিও, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যে শির্‌ক করিতেছ, এ মহাপাপের সহিত আমার কোনই সম্পর্ক নাই। যাও, তোমরা সকলে একত্রিত ভাবে আমার যেক্ষতি সাধন করিতে পার, কর, দেখ, আমাকে একটুকুও যেন অবসর দিওনা—৫০—৫৫ আয়ত।

উপরিউক্ত আয়ত দ্বারা সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত হূদ আদগণের জ্ঞাতি ছিলেন এবং তাহাদের হিদায়তকল্পেই তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। আরও প্রমাণিত হয় যে, তাহারা প্রতিমাপূজক ছিল। তওহীদের আহ্বানে সাড়া দেওয়া দূরে থাক, তাহারা হূদের আহ্বান এবং রিসালতকেই মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। বহুঈশ্বরবাদের পরিবর্তে একেশ্বরবাদকে আর পূর্বপুরুষদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে হযরত হূদের উত্থানকে তাহারা তাঁহার নির্বুদ্ধিতার নিদর্শন বলিয়া উপহাস করিয়াছিল। আদগণ যে নূহের গোষ্ঠিরই স্থলাভিষিক্ত ছিল, সূরত আল্‌আ'রাফে হূদের মুখে তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। হযরত হূদ তাহাদের বলিয়াছিলেন,

واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم فى الخلق بصطة -

দেখ, তোমাদিগকে আল্লাহ যে নূহের গোষ্ঠির পর তাহাদের স্থলাভিষিক্ত আর তোমাদের বহুবিস্তৃত শক্তিশালী গোষ্ঠিতে পরিণত করিয়াছেন, তোমরা আল্লাহর সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর—৬৯ আয়ত।

এই "আদেউলা" বা প্রথম আদদিগকে ইব্‌নে-কুতায়বা ও কলকশন্দী এরাম বা আরামের (Aram) বংশধর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন[১]। সূরত-আল্‌ফজরে ইহাদিগকে "যাতুল ইমাদ" বলা হইয়াছে। ইহার দ্বিবিধ অর্থই হইতে পারে, অর্থাৎ তাহাদের নির্মিত নগরের প্রাসাদগুলি সুউচ্চ স্তম্ভমালায় পরিশোভিত ছিল অথবা আদগণের দেহাকৃতি বলিষ্ঠ সুদীর্ঘ ছিল। পরবর্তী অর্থ Dr. Willam Lane তাঁহার লেক্সিকনে উল্লেখ করিয়াছেন[২]। ফলকথা, কুরআনে উল্লিখিত "আদে-এরাম" দ্বারা ত্রিবিধ অর্থ সাব্যস্ত করা যাইতে পারে: প্রথমতঃ আদগণ এরামের বংশধর ছিল, দ্বিতীয়তঃ তাহাদের নির্মিত নগরের নাম এরাম ছিল আর তৃতীয় তাহারা বিরাটকায় ও দীর্ঘাকৃতি ছিল। সূরত-আল্‌আ'রাফে তাহাদিগকে বহুবিস্তৃত গোষ্ঠির অধিকারী বলা হইয়াছে। ইহাও বর্ণে বর্ণে সত্য। আধুনিক অনুসন্ধানের ফলে বাবিলোনিয়া, আসিরিয়া, শাম, কানান,

১) ইব্‌নে কুতায়বা মাআরিফ ১০ পৃঃ, কলকশন্দী, সাবায়েকুয্‌যহব ১৩ ও ১৪ পৃঃ।

২) Book I, part ; P. P, 2152.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফিনিশিয়া আর উত্তর আরবে যেসকল শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, সমস্তই আরামী (Aramaic) ভাষায় লিখিত[১]। স্থান ও ভাষাগত ভাবে "এরাম" শব্দের প্রয়োগের প্রসারতা লক্ষ্য করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাইবেলে ইরাককে এরাম নাহরাইম, শামদেশকে এরাম আর উত্তর আরবকেও "এরাম" বলা হইয়াছে। জর্জিযয়দান লিখিয়াছেন, আরবের প্রাচীনতম নগরী মক্কার নামও "আরামী"[২]। ঐতিহাসিক ইবনেখল্দুন লিখিয়াছেন, প্রথমে "আদে এরাম" বলা হইত, তাহাদের ধ্বংসের পর সমূদগণ "সমূদে এরাম" রূপে কথিত হইল, তাহাদের ধ্বংসের পর নমরূদরা "নমরূদে এরাম" বলিয়া আখ্যাত হইল[৩]।

প্রথম আদের আবাসভূমি, আদে-উলার যে গোষ্ঠিতে হযরত হূদের অভ্যুদয় হইয়াছিল, কুরআনপাকে তাহাদের আবাসভূমি "আহকাফ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই নামের সংশ্রবে কুরআনের একটি সূরাও "আল্আহকাফ" বলিয়া কথিত আছে। উক্ত সূরতে বলা হইয়াছে, হে রসূল, আপনি আদগণের জ্ঞাতিভ্রাতার কথা স্মরণ করুন, অর্থাৎ হযরত হূদ—যখন তিনি তাঁহার গোষ্ঠিকে আহকাফের ভূমিতে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। অথচ হূদের পূর্বে আর পরেও অনেক সতর্ককারীরই অভ্যুদয় হইয়াছিল। হূদ বলিয়াছিলেন, দেখ, আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও ইবাদত করিওনা, আমি তোমাদিগকে বিরাট শাস্তি সম্বন্ধে ভয় প্রদর্শন করিতেছি,—২১ আয়ত।

واذكر اخاعاد' اذ انذر قومه بالاحقاف' وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله' انى اخاف عليكم عذاب يوم عظيم –

"হিক্ফে"র বহুবচন "আহকাফ", সর্পিল তৎগীর দীর্ঘায়তন বালুকাভূমিকে আভিধানিকভাবে আহকাফ বলা হয়।

جمع الحقف اى الرمل المائل

ভৌগলিকরা ওমান হইতে হাযারেমওত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তরকে "আহকাফ" বলিয়াছেন। ইহা হাযারেমওতের উত্তরভাগে এমনভাবে অবস্থিত যে, পূর্বে ওমান আর উত্তরে রবউল-খালীর সীমানা উহার সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। একদল ঐতিহাসিক বলেন, আদগণের রাজত্ব হাযারেমওত আর ইয়ামানে পারস্যোপসাগরের উপকূল ধরিয়া ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল আর তাহাদের রাজধানী ছিল ইয়ামানে। কুরআনের উল্লিখিত আল্আহকাফে বর্তমানে বিরাট বালুকাস্তূপের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নাই।

আদগণের ধর্ম, কুরআনের সাক্ষ্য অনুসারে ইহারাও হযরত নূহের গোষ্ঠির মতই প্রতিমাপূজক ছিল। একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, হযরত নূহের গোষ্ঠির মত তাহারাও ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নস্‌র নামক বিগ্রহগুলি পূজা করিত। হযরত ইবনেআব্বাসের বাচনিক আদগোষ্ঠির একটি প্রতিমার নাম সমূদ আর অন্যটির নাম হাতার বর্ণিত আছে। সদা তাহাদের এক বিখ্যাত বিগ্রহের নাম ছিল। জর্জ সেল আদগণের চারটি দেবতার নাম তাঁহার **Preliminary Discourse** এ উল্লেখ করিয়াছেন, যথা সাকিয়া, হাফীযা, রাযিকা ও সলীমা। কুরআনের সূরত আল্মুমিনুনের সাক্ষ্য দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, আদগণ পারলৌকিক জীবনকে বিশ্বাস করিতনা। তাহারা বলিত, পার্থিবজীবন বৈ আর কোন জীবন নাই, আমরা মরি আর বাঁচি শুধু এই পৃথিবীতেই। আমাদের আর পুনরুত্থান হইবেনা—২৭ আয়ত।

ان هى الا حياتنا الدنيا' نموت ونحى' وما نحن بمبعوثين

মোটের উপর আদগণ গোঁড়া প্রতিমাপূজক ছিল। যে শাদ্দাদের বেহেশ্‌তের কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সে এই আদদেরই জনৈক সম্রাট ছিল বলিয়া কথিত হয়। ইহারা সৃষ্টিকর্তার একত্বে আস্থাশীল ছিলনা আর বহু-ঈশ্বরের পূজা পরিত্যাগ করিয়া শুধু এক বিশ্বপ্রভুর উপাসনায় নিমগ্ন থাকাকে নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক মনে করিত। তাহারা তাহাদের বলবীর্য, ধনসম্পদ, সংখ্যাবাহুল্য ও বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের দর্পে কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত হইয়া পড়িয়া ভূপৃষ্ঠে অত্যাচার ও দম্ভের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। কুরআনের সূরত হা-মীম আস্‌সিজ্‌দায় তাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, দেখ, সেই যে আদের গোষ্ঠি

فاما عاد فاستكبروا فى الارض بغير الحق وقالوا

১) Encyclopaedia Britannica, 11th Editon: Semetic-language P. P. 619.

২) العرب قبل الاسلام ২৪০ পৃঃ

৩) ইব্‌নেখল্‌দুন [২] ৭১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যাহারা ভূপৃষ্ঠে অন্যায়- من اشد منا قوة ؟ ভাবে দম্ভ প্রকাশ করিতে লাগিয়া গিয়াছিল, তাহারা বলিত, আমাদের চাইতে বলবান দুনিয়ার বুকে আর কে আছে ?—১৫ আয়ত।

আদগণের পরাক্রম আর ভূপৃষ্ঠে তাহাদের অত্যাচার ও অশান্তিবিস্তারের কাহিনী অতিশয় চমকপ্রদ! জার্মান পণ্ডিত হিরণ Heeren লিখিয়াছেন, ইহাদের জনৈক নরপতি মিসরের ষোল সত্তেরটি গোষ্ঠির সাম্রাজ্য যবরদখল করিয়া লইয়াছিল। যোসেফস (Josephus) আলেকজান্দ্রিয়ার জনৈক ঐতিহাসিকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, আদ গোষ্ঠির হাইকসুস আমাদের দেশে রাজা তিমাউসের শাসনকালে যোর করিয়া প্রবেশ করে আর এক চরম যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আমাদের সর্দারদের কয়েদ করিয়া ফেলে, আমাদের নগরগুলি জ্বালাইয়া দেয়, আমাদের দেবতাগণের মন্দিরগুলি ধ্বংস করে। মিসরের উচ্চ ও নিম্নভূমি হইতে তাহারা রাজস্ব আদায় করে[৩]। আর সর্বশেষে এই আদের গোষ্ঠি তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহকে অবজ্ঞা وتلك عاد جحدوا بايات ও ঠেঁটামির সহিত ربهم وعصوا رسله واتبعوا প্রত্যাখ্যান করে এবং امر كل جبار عنيد - আল্লাহর রসূলগণের অবাধ্যতায় কোমর বাঁধিয়া তাহারা সমুদয় দাম্ভিক ও পরাক্রান্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লয়, —সূরত হূদ, ৫৯ আয়ত।

সমুদয় ক্রোধভাজন (مغضوب) জাতির স্বভাবে একটী বৈশিষ্ট সর্বত্র ও সর্বদা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উহা হইতেছে তাহাদের অহংকার, অত্যাচার, সত্যকে অস্বীকার করার দম্ভ আর উহার প্রতি অবজ্ঞা ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন। কুরআন আর সুন্নাহর ঐতিহাসিক বর্ণনায় কুত্রাপিও এরূপ কোন ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়না যে, শুধু ঐশীবিধান ভঙ্গ করার জন্য বা কোন গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হওয়ার দরুণে কোন জাতি আল্লাহর ক্রোধে পতিত হইয়া অভিশপ্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে যখন তাহারা ঐশীবিধানকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছে, আল্লাহর নবীগণকে বিদ্রূপ আর তাঁহাদের শত্রুতায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহাদের সংশোধন ও সৎপথে প্রত্যাবর্তনের সমুদয় সম্ভাবনা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, কেবল তখনই আল্লাহর ক্রোধ রুদ্র ও ভয়াবহ অভিশাপ রূপে তাহাদের উপর পতিত হইয়া তাহাদের মূলোৎপাটন করিয়া দিয়াছে।

আদদেরও এই দুর্মতি ঘটিয়াছিল। তাহারা তাহাদের নবী হযরত হূদের দা'ওয়াতকে অমান্য করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হয়নাই, তাঁহাকে মিথ্যুক, বেওকুফ (আরাফ, ৬৬) শঠ ও প্রবঞ্চক (মুমিনুন, ৩৮) প্রভৃতি আখ্যাও তাহারা দান করিয়াছিল আর শেষপর্যন্ত আল্লাহর ক্রোধকে অভিনন্দিত করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহারা উদ্ধতস্বরে হযরত হূদকে فائتنا بما تعدنا ان كنت বলিয়াছিল, দেখ, তুমি من الصادقين যদি সত্যবাদী হও, তাহাহইলে তুমি আমাদিগকে যে-শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিতেছ, তাহা আমাদের জন্য লইয়া আইস!

আদগণের প্রতি অবতীর্ণ গযব,

আদদিগকে আল্লাহর কিরূপ ক্রোধের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। পোকাক (Pocock) সে সম্বন্ধে তাঁহার "আরব ইতিহাসে" লিখিয়াছেন যে, চার বৎসর পর্যন্ত আদগণের আবাসভূমিতে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাহাদের সমস্ত গবাদিপশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল[১]। কিন্তু তাহাতেও চৈতন্যোদ্রেক না হওয়ায় কুরআনের সূরত-আলমুমিনুনের বর্ণনা মত অতঃপর সত্যসত্যই ভয়াবহ গর্জন তাহাদিগকে ধৃত করিয়া- فاخذتهم الصيحة بالحق ছিল। আল্লাহ বলেন, فجعلنا هم غثاء - আমরা তাহাদিগকে খড়কুটায় পরিণত করিয়া ফেলিলাম —৪১ আয়ত। ইহাতে মনে হয়, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প এবং তজ্জনিত প্রচণ্ড গর্জনের ফলেই আদগণ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। অপরাপর আয়তের সাহায্যে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, শুধু ভূমিকম্প নয়, প্রথমতঃ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। মেঘমালাকে তাহাদের প্রান্তর অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাহারা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলে, قالوا : هذا عارض ممطرنا এই মেঘ আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। بل هو ما استعجلتم به আল্লাহ বলিলেন, না! ريح فيها عذاب اليم - ইহা বৃষ্টির মেঘ নয়, তোমরা যে শাস্তির জন্য ব্যস্ত হইয়া

৩) Lands of Quran P. P. 149.

১) Prelim. Discourse. P. P. 5.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উঠিয়াছ, ইহাতে তাহাই নিহিত রহিয়াছে, ইহাতে বেদনা-দায়ক শাস্তির ঝড় রহিয়াছে, সমস্ত বস্তুকে আল্লাহর নির্দেশক্রমে উপড়াইয়া ফেলার জন্য। অতঃপর এরূপ ঘটিল যে, তাহাদের বাসভবনগুলি ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট রহিলনা,

تدمر كل شئ بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم -

—আল্‌আহ্‌কাফ, ২৪ ও ২৫ আয়ত।

এ ঝড় কেমন ছিল? হা-মীম-আস্‌সিজ্‌দায় এই ঝড়কে অশুভ কয়েক দিবস-ব্যাপী "রীহে সর্‌সর" বলা হইয়াছে—১৬ আয়ত।

ريحا صرصرا فى ايام نحسات

"রীহে সর্‌সরে"র অর্থ হইতেছে প্রচণ্ড শীতল বাত্যা[2]। স্থরত আয্‌যারিয়াতে এই ঝড়কে "রীহে আকীম" অর্থাৎ শুষ্ক ঝড়, (الريح العقيم) যাহাতে কোনই মঙ্গল ছিলনা, বলা হইয়াছে।

يرجع الى الشد لمافى البرودة من التعقد

আল্লাহ বলেন, আর আদগণের শাস্তির জন্য, যখন আমরা তাহাদের উপর এক অশুভ শুষ্ক বাত্যা প্রবাহিত করিয়াছিলাম, যেকোন বস্তু উক্ত ঝড়ের ঝাপটায় পতিত হইয়াছিল তাহাকে সেই ঝড় বিগলিত অস্থির মত চূর্ণ বিচূর্ণ না করিয়া ছাড়েনাই—৪৩ ও ৪৪ আয়ত।

وفى عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شئ اتت عليه الا جعلته كالرميم -

স্থরত-আল্‌হাক্‌কায় আযাবের বিবরণ বিশদতর ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, আর আদদিগকে সীমাহীন ঠাণ্ডা ঝড় দ্বারা বিধ্বস্ত করা হইয়াছিল। সপ্ত রাত্রি ও অষ্ট দিবস ধরিয়া এই ঝড় তাহাদের মূলোৎপাটন কল্পে তাহাদের সঙ্গে লাগিয়া রহিয়াছিল। মৃগীগ্রস্তের মত গোটা আদগোষ্ঠি এমন ভাবে ভূপতিত হইয়াছিল যেন, তাহারা খেজুরের শুষ্ক ফাঁপা খড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়! তুমি কি তাহাদের একজনকেও অবশিষ্ট দেখিতে পাও? ৬—৮ আয়ত।

واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما، فترى القوم فيها صرعى، كانهم اعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية -

ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে, আহ্‌কাফের এই বিধ্বস্তি হযরত ঈসার জন্মের ন্যূনাধিক দুই হাজার বৎসর পূর্বে সাধিত হইয়াছিল। আদগণের নবী হযরত হুদ সম্বন্ধে কথিত হয় যে, তাঁহার গোষ্ঠি যখন আল্লাহর গযবে পতিত হয়, তখন তিনি হযরেমওতে চলিয়া যান আর সেই স্থানেই দেহত্যাগ করেন। হযরেমওতের পূর্বাংশে বরহুত প্রান্তরের নিকটবর্তী তেরীম নগরী হইতে দুই মন্‌যিল দূরে তাঁহার পবিত্র কবর রহিয়াছে। হযরত আলীর প্রমুখাৎ একটি রেওয়ায়ত আছে যে, হযরত হুদের কবর হাযারেমওতে একটি রক্তবর্ণ টিলায় অবস্থিত আর সেস্থানে একটা ঝাউগাছ তাঁহার কবরের শিয়রে বিদ্যমান আছে। কিন্তু প্যালেস্টাইনেও হযরত হুদের নামে প্রচলিত একটি কবরে বার্ষিক উরসের মেলা বসিয়া থাকে। যতদূর মনেহয়, প্যালেস্টাইনের কবরটি কৃত্রিম। কারণ হযরত হুদ আদগণেরই একটি সর্বজন-মান্য শাখায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আহ্‌কাফে গযবের তুফান উত্থিত হওয়ায় তাঁহার পক্ষে উহার নিকটবর্তী হাযারেমওতেই চলিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং সেই স্থানেই তাঁহার যে মৃত্যু হইয়াছিল, এই কথাই অধিকতর যুক্তিসম্মত। তাঁহার যুগে প্যালেস্টাইনের কোন বৈশিষ্ট্য ছিলনা।

ক্রোধভাজন জাতিবর্গের তালিকায় হযরত "নূহের গোষ্ঠি" আর "আদেউলা"র পর "**সমূদগণে**"র নাম উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম আদের পর **সমূদরাই** যে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিল, কুরআনপাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাহার উল্লেখ আছে। সমূদগণের নবী হযরত সালিহ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, দেখ, তোমরা সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদিগকে আদগণের পর তাহাদের স্থলাভিষিক্ত এবং পৃথিবীর বুকে তোমাদিগকে স্থাপিত করিলেন—আল্‌আ'রাফ, ৭৪ আয়ত।

واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم فى الارض -

আল্লামা মাহমুদ আলূসী ইমাম সঅলবীর প্রমুখাৎ সমূদগোষ্ঠির প্রথম পুরুষের নিম্নলিখিত বংশতালিকা প্রদান করিয়াছেন: সমূদ বিন আদ বিন উব বিন্ম আরাম

২) রাগিব, ২৮০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিন সাম বিন নূহ[১]। কেহ কেহ সমূদকে আমির বিন আরামের পুত্র বলিয়াছেন। কিন্তু সমূদগণকে কুরআনে আদগণের পর স্থান দেওয়া হইয়াছে, আর দ্বিতীয় বংশতালিকায় সমূদকে আদের পূর্বে গণনা করা হইয়াছে। ফলকথা, যতদূর মনে হয়, আলুসীর প্রদত্ত তালিকাই সঠিক। সমূদগণও সেমেটিক গোত্রেরই (Semetic race) একটি শাখা। প্রথম আদগণের বিধ্বস্তির প্রাক্কালে উল্লিখিত সমূদগণ হযরত হূদের সঙ্গে আহকাফ-ভূমি হইতে হিজরত করিয়া হিজাযে অথবা হযরেমওতে চলিয়া যায় এবং ক্রমেক্রমে হযরেমওত হইতে পারস্য উপসাগরের উপকূল ধরিয়া ইরাক পর্যন্ত আর আরবে হিজায হইতে সীনার সীমান্ত পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করে। ইহারাই আরব ইতিহাসে "দ্বিতীয় আদ" নামে খ্যাতি-লাভ করিয়াছে। রডওয়েল (Rodwell) বলেন, সমূদরা মক্কার দক্ষিণাংশে বসবাস করিত। ইহাদিগকেই কুরআনে হিজ্‌রের অধিবাসী বলা হইয়াছে: সূরত-আলহিজ্‌রে আছে: হিজ্‌রের অধিবাসীরাও রসূলগণকে মিথ্যাবাদীবলিয়া ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين — অস্বীকার করিয়াছিল।

এই হিজরেরই অপর নাম ওয়াদীউলকুরা—সিরিয়ার উত্তর সীমা হইতে আরবের দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রান্তর। হিজায হইতে শামের দিকে যে প্রাচীন বাণিজ্য-পথ চলিয়া গিয়াছে, তাহারই পার্শ্বে সমূদদের বসতী ছিল, বর্তমানে ইহা "ফজ্‌জুন্‌নাকা" নামে প্রসিদ্ধ।

সমূদগণের সামাজিক অবস্থা ও ধর্ম হযরত মুআবিয়ার শাসনকালে প্রাচীন সমূদদের দক্ষিণী আরাবী ভাষায় লিখিত এক শিলালিপির পাঠ সাহাবাগণ উদ্ধার করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ সনে এই শিলালিপি আদনের (Aden) নিকটবর্তী 'হিসনে-গোরাবে'র এক বিধ্বস্ত ইমারত হইতে Wellested নামক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জনৈক ইংরাজ কর্মচারী হস্তগত করেন। ইহাতে যাহা লিখা আছে, তাহার সাহায্যে সমূদগণের ধর্মীয় ও তমদ্দুনিক অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়:

১। "আমরা দীর্ঘকাল এই বিশাল প্রাসাদে বাস করিয়াছি। দুর্ভাগ্য আর দুরবস্থা আমাদিগকে কোন-দিন স্পর্শ করেনাই।

২। "আমাদের নহরগুলিতে নদীর জোয়ার খেলিত, সমুদ্রের ক্রুদ্ধ তরঙ্গমালা আমাদের প্রাসাদ-প্রাচীরে আছাড় খাইয়া যাইত।

৩। "উচ্চ খেজুরগাছ আর শুষ্ক খোর্মা আমাদের মালীরা আমাদের উদ্যানে রোপণ করিত আর ধানও"।

৪। "আমরা পিঞ্জর আর জালের সাহায্যে পাহাড়ি-ছাগল, জওয়ান খরগোশ আর মৎস্য শিকার করিতাম।

৫। "আমরা রংবেরঙ্গের রেশমি আর সবুজ, ধুসর বিভিন্ন বর্ণের পোষাক পরিধান করিয়া ধীর ও প্রফুল্ল ভঙ্গীতে চলাফেরা করিতাম।

৬। "যে সম্রাট আমাদের শাসন করিতেন, তিনি নীচ ধ্যানধারণা হইতে দূরে সরিয়া থাকিতেন,

তিনি হূদের শরীআত অনুসারে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করিতেন।

৭। "তাঁর উত্তম মীমাংসাগুলি পুস্তকাকারে রক্ষা করা হইত।

৮। "আমরা রসূলগণের মুজিযা-আর কিয়ামতকে বিশ্বাস করিতাম"[২]।

এই শিলালিপিতে যে সম্রাটের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, কেহ কেহ তাঁহাকে কুরআনে উল্লিখিত হযরত লুকমান বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ লুকমানকে আদের বংশধর আর শাদ্দাদের ভ্রাতারূপে উল্লেখ করিয়াছেন। মোটেরউপর লুকমান সমূদগণের সম্রাট হউন কিনা হউন, প্রাথমিক সমূদগণ যে একেশ্বরবাদী, পারলৌকিক জীবনে আস্থাশীল আর হযরত হূদের শরী-আতের অনুগামী ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সমূদগণের স্থাপত্য কলা, কুরআন-পাকের বিভিন্ন স্থানে স্থাপত্য শিল্পে সমূদদের অসাধারণ প্রতিভা ও ক্ষমতার কথা উল্লিখিত আছে। সূরত-আল্‌-আ'রাফে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে, তোমরা সমতল প্রান্তর- تتخذون من سهولها قصورا ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ وتنحتون الجبال بيوتا

১। রূহুলমাআনী [৯] ১৪২ পৃঃ।

২। মাসালিকুল আবসার; Forster's Geography: Land of Quran p. p. 183.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়া থাক আর পাহাড় কুঁদিয়া আবাসগৃহ প্রস্তুত কর—৭৪ আয়ত। সূরত-আলহিজ্‌রে তাহাদের সম্বন্ধে কথিত আছে, তাহারা নিরাপদ বাসগৃহের জন্য পাহাড় কর্তন করিত—৮২ আয়ত। সূরত আশশুআরায় সমূদদিগকে সম্বোধন করিয়া সালিহ নবী বলিয়াছিলেন, তোমরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এই স্থানে যাহা উপভোগ করিতেছ, তাহা কি পরিহার করিবে? এই বাগান-বাড়ী, স্রোতস্বতী, শস্যক্ষেত্র আর খেজুরের গাছ, যাহার গুচ্ছ থসিয়া পড়ে! আর পাহাড় কর্তন করিয়া তোমরা যে বিলাসভবন নির্মাণ করিয়াছ! —১৪৬—১৪৯ আয়াত। সূরত-আলফজ্‌রে আছে, আর সমূদগণ, যাহারা উপত্যকায় প্রস্তর কর্তন করিত—৯ আয়ত। ফলকথা, ধনসম্পদের প্রাচুর্য ছাড়া সমূদদের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পনৈপুণ্য ছিল যে, পর্বত-গহ্বরে আর উহার উপত্যকাভূমিতে তাহারা পাহাড় কাটিয়া সুন্দর ও মনোরম গৃহ নির্মাণ করিত। স্যর সৈয়েদ আহমদ তাঁহার খুতুবাতে (Twelve Lectures) مراصد الا طلاع গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, হিজ্‌র—ওয়াদিউল কুরায় সমূদগণের বাসস্থান মদীনা ও শামের মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল। তাহাদের গৃহগুলি গুহার আকারে পাহাড় কাটিয়া নির্মিত হইয়াছিল। এই গৃহগুলিকে আছালীব (اثالیب) বলা হয়। প্রত্যেকটি পাহাড় অন্য পাহাড় হইতে বিচ্ছিন্ন, উহার চতুর্দিক পাহাড় খোদাই করিয়া ঘর নির্মিত হইত। ঘরগুলি পরম সুন্দর নানারূপ উৎকৃষ্ট কারুকার্য ও চিত্রে অঙ্কিত, মধ্যভাগে কূপ, উষ্ট্রের যাতায়াতের স্থান[১]।

মিসরের কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক সমূদদের বসতী-সমূহের ধ্বংসাবশেষ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহারা এমন এক বাড়ীতে প্রবেশ করেন, যাহা রাজার দেউড়ি নামে কথিত ছিল। তাহাতে অনেকগুলি কুঠরী ছিল। দেউড়ির সংলগ্ন এক বিরাট হাউয ছিল আর গোটা বাড়ীখানা পাহাড় কর্তন করিয়া নির্মিত হইয়াছিল।

সমূদরা প্রায় দুইশত বৎসর পর্যন্ত উন্নতিশীল ছিল, তারপর হইতে ইহাদের পতন শুরু হয়। হযরত হূদের শরীআত পরিত্যাগ করিয়া তাহারা প্রতিমাপূজায় লিপ্ত হয়। দুনিয়ার বুকে মহাঅশান্তি ও উপদ্রব ঘটাইতে থাকে—আলফজ্‌র। তখন আল্লাহতাআলা তাহাদের হিদায়তকল্পে হযরত সালিহকে উত্থিত করেন।

ইমাম বাগাভী হযরত সালিহ নবীর যে বংশতালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিম্নরূপ:

সালিহ বিন উবায়েদ বিন আসফ বিন মাশহ্ বিন উবায়েদ বিন হাদির বিন সমূদ। স্যর সৈয়েদ আহমদও তাঁহার গ্রন্থে এই তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন কেবল মাশহকে তিনি মাশিজ আর হাদিরকে জাদির লিখিয়াছেন। অক্ষরে যুক্তাবিভ্রাটের ফলেই এই তারতম্য ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মোটেরউপর সালিহ সমূদের অষ্টম পিঁড়িতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাহিনী কুরআনের বিভিন্নস্থানে উল্লিখিত রহিয়াছে। প্রথমে সূরত হূদ হইতে তাহাদের কাহিনীর একাংশ উদ্ধৃত করা হইল:

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۔ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا ۖ أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ

আর দেখ, সমূদদের কাছে তাহাদের জ্ঞাতি সালিহ নবী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, দেখ ভাইসব, আল্লাহর উপাসনা কর! দেখ, তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কেহ উপাস্য নাই! তিনিই তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন আর এই মাটির বুকেই তোমাদিগকে বসতি দান করিয়াছেন। অতএব

১) খুতুবাতে আহমদীয়া ২৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

عصيته ؟ فما تزيدونني غير تخسير - وياقوم هذه ناقة الله لكم آية' فذروها تاكل فى ارض الله ولا تمسوها بسوء' فيا خذكم عذاب قريب - فعقروها ! فقال : تمتعوا فى داركم ثلاثة ايام' ذلك وعد غير مكذوب - فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزى يومئذ' ان ربك هوالقوى العزيز' واخذ الذين ظلموا الصيحة' فاصبحوا فى ديارهم جاثمين' كان لم يغنوا فيها' الا ان ثمودا كفروا ربهم الا بعدا لثمود !

তোমরা তাঁহার কাছে ক্ষমাভিক্ষা কর আর অসৎপথ ছাড়িয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া আইস। বস্তুতঃ আমার প্রভু আমাদের নিকটবর্তী আর তিনি সকলের প্রার্থনা শ্রবণকারী। সমূদরা বলিল, -ওহে সালিহ, তুমি ইতিপূর্বে আমাদের আশা ভরসার স্থল ছিলে, আমাদের বাপদাদারা যেসব বিগ্র-হের পূজা করিত, তুমি কি এখন আমাদিগকে তাহাদের পূজা নিষেধ কর? তুমি যেপথে আমা-দিগকে আহবান করি-তেছ, তাহার সত্যতায় আমরা সন্দেহ পোষণ করি, তোমার এই প্রচারণা আমাদের বোধগম্য হইতেছেনা! সালিহ নবী বলিলেন, দেখ ভাইরা, তোমরাই বিচার কর, আমি যদি আমার প্রতিপালকের প্রদত্ত সুস্পষ্ট প্রমাণ লাভ করিয়া থাকি আর তিনি আমাকে তাঁহার কৃপা দান করিয়া থাকেন, এরূপ অবস্থায় আমি যদি তাঁহার অবাধ্য হই, তাহাহইলে আমাকে রক্ষা করিবে কে? আমাকে বিপন্ন করা ছাড়া সে অবস্থায় তোমরা আমার কোনই কল্যাণ বৃদ্ধি করিবেনা। সালিহ আরও বলিলেন, দেখ ভাইরা আল্লাহর এই উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য চূড়ান্ত নিদর্শন! অত এব উহাকে আল্লাহর ভূমিতে চরিয়া খাইবার জন্য ছাড়িয়া দাও, কোন মন্দ অভিপ্রায়ে উহাকে স্পর্শ করি-ওনা! অন্যথায় তৎক্ষণাৎ আল্লাহর শাস্তি তোমাদিগকে ধৃত করিবে। কিন্তু তাহারা উক্ত উষ্ট্রীকে নিহত করিয়া ফেলিল। তখন সালিহ বলিলেন, তিন দিন পর্যন্ত তোমরা তোমাদের গৃহে আয়েশ করিয়া লও! এই প্রতিশ্রুতি কিছুতেই মিথ্যা হইবেনা। আল্লাহ বলেন, অতঃপর যখন আমাদের নির্ধারিত আদেশ আসিয়া পড়িল, তখন আমরা সালিহকে আর তাহার সঙ্গে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, তাহাদিগকে আমরা আমাদের অপরিসীম অনুকম্পায় রক্ষা আর সেদিনের লাঞ্ছনা হইতে উদ্ধার করিলাম। বস্তুতঃ হে রসূল, আপনার প্রভু বলবান এবং বিজয়ী। অত্যাচারীদলকে ভীষণ গর্জন ধৃত করিয়া ফেলিল, প্রভাতে তাহারা তাহাদের গৃহে উপুড় হইয়া মরিয়া পড়িয়াছিল, যেন কোনদিন সে জনপদে তাহারা বাসই করেনাই! শুন, অবহিত হও, সমূদরা তাহাদের রব্বের সহিত কুফর করিয়াছিল, সমূদদের প্রতি অভি-সম্পাৎ!—৬১—৬৮ আয়ত।

সূরত-আল্‌আ'রাফে ইহার উল্লেখ আছে যে, হযরত

فاذكروا آلاء الله ولاتعثوا فى الارض مفسدين - قال الملاء الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه ؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون ! قال الذين استكبروا انا بالذى آمنتم به كافرون -

সালিহ সমূদদিগকে ইহাও বলিয়াছিলেন, দেখ, তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ স্মরণ কর আর দুনিয়ার বুকে উদ্ধত হইয়া অশান্তি বিস্তার করিওনা। উক্ত সূরতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, সালিহের গোষ্ঠির মধ্যে যাহাদের ঐশ্বর্য ও বাহুবলের অহংকার ছিল, তাহারা তাহা-দের ঈমানদার দলটিকে, যাহাদিগকে তাহাদের অভাব অভিযোগ ও অসহায় অবস্থার জন্য তাহারা দুর্বল আর হেয় মনে করিত, বলিয়াছিল, আচ্ছা তোমরা কি একথা বিশ্বাস কর যে, সালিহ সত্যই তাহার রব্বের প্রেরিত? তাহারা জওয়াবে বলিল, তিনি যে সত্যের বাণী লইয়া আসিয়া-ছেন, আমরা তাহা অবশ্যই বিশ্বাস করি। অহংকারীর দল তখন বলিল, তোমরা যাহা বিশ্বাস কর, আমারা তাহা অবিশ্বাস করি,—৭৪—৭৬ আয়ত। সূরত আননমলে আছে, সমূদদের সহরে এরূপ কতিপয় নেতা ছিল, যাহারা সকল প্রকার দুষ্টামি ও দুরভিসন্ধির অগ্রদূত বিবে-চিত হইত। আল্লাহ বলেন, সমূদদের সহরে নয় জন লোক ছিল, তাহারাই দেশে উপ-দ্রব করিয়া বেড়াইত,

وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الارض ولا يصلحون - قال تقاسموا بالله لنبيتنه واهله' ثم لنقولن لوليه ماشهدنا

Contents

তাহারা সংশোধনের مهلك اهله وانا لصادقون বিরোধী ছিল। একদিন তাহারা একত্রিত হইয়া বলিল, সকলেই আল্লাহর শপথ কর, আমরা রাত্রিযোগে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া সালিহ ও তাহার পরিবারবর্গকে হত্যা করিয়া ফেলিব, তারপর তাহার ওয়ারিসদের বলিব, হত্যাকাণ্ডের সময়ে আমরা উপস্থিত ছিলামনা আর আমরা অবশ্যই সত্যবাদী—৪৮—৪৯ আয়ত।

উল্লিখিত তিনটি সুরতের আয়তগুলি মিলাইয়া পাঠ করিলে সমূদদের পাপ ও অত্যাচার সম্বন্ধে জানিতে পারাযায় যে,

প্রথম, তাহারাও শির্কের মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয়, রিসালতের অস্বীকৃতি আর আল্লাহর রসূলকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা তাহাদের স্বভাবে পরিণত হইয়াছিল। তৃতীয়, ধন-দওলত আর শক্তিসামর্থের অহংকারে তাহারা মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, দেশ বিদেশে নরহত্যা, লুণ্ঠন আর অশান্তি ও উপদ্রব বিস্তার করিতে তাহারা সিদ্ধহস্ত ছিল। ৪র্থ, তাহারা তাহাদের নবীর নিকট প্রথমতঃ মুজিযা দেখিতে চাহিয়া পরে আল্লাহর উক্ত নিদর্শনের অবমাননা করিয়াছিল, নবীর নির্দেশ অমান্য করিয়া নিদর্শনের প্রতীক উষ্ট্রীটিকে তাহারা বধ করিয়াছিল। পঞ্চম, স্বয়ং নিজেদের নবীকেও তাহারা হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটিয়াছিল। কুরআনের সাহায্যে আরও জানাযায় যে, হযরত সালিহের দা'ওয়াতে কতিপয় দীনদরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তি মু'জিযা তলব না করিয়াই সাড়া দিয়াছিল। ঐশীআহ্বানের ফল স্বরূপ সকল ক্ষেত্রেই এই অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর ঐতিহাসিক প্রণালীতে এসম্পর্কে অন্যান্য যেসকল বিষয় জানিতে পারাযায়, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিব।

হাফিয ইমাদুদ্দীন ইব্নেকসীর তাঁহার তফ্সীরে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশ এই যে, সমূদগণ হযরত সালিহের "দা'ওয়াতে-ইস্লাম" শুনিতে শুনিতে উত্যক্ত হইয়া শেষপর্যন্ত তাঁহার নিকট আল্লাহর উলুহীয়ত ও রবুবীয়ত আর তাঁহার রিসালতের প্রমাণস্বরূপ জলন্ত নিদর্শন তলব করে। কিরূপ নিদর্শন তাহারা চায়, হযরত সালিহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলে, সম্মুখের পাহাড় হইতে অথবা বসতীর প্রান্তে যে প্রস্তর স্থাপিত আছে, তাহার মধ্য হইতে পূর্ণমাসা গাভিন উষ্ট্রী বাহির হইয়া আসুক আর তৎক্ষণাৎ আমাদের সম্মুখে বাচ্চা প্রসব করুক। হযরত সালিহ বলিলেন, এই নিদর্শন দেখার পরও যদি তাহারা ঈমান না আনে, তাহাহইলে কি হইবে? তাহারা তখন কঠোর প্রতিজ্ঞা করে যে, উক্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা মাত্র তাহারা নিশ্চয় ঈমান আনিবে, আর কোন উচ্চবাচ্যই করিবেনা। তখন হযরত সালিহ হস্তোত্তোলন করিয়া আল্লাহর কাছে দোআ করেন এবং সমূদদের প্রার্থিত মুজিযা প্রকাশিত হয়, তাহাদের সম্মুখেই পাহাড় বা প্রস্তর হইতে একটি গাভিন উষ্ট্রী বাহির হইয়া আসে আর তাহাদের সম্মুখেই বাচ্চা প্রসব করে। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া সমূদদের অন্যতম নেতা জন্দা' বিন আমর আর তাহার সঙ্গীসাথীরা তৎক্ষণাৎ ইস্লাম গ্রহণ করেন। সমূদদের অন্যান্য নেতারাও ঈমান আনিতে উদ্যত হয় কিন্তু যাউব বিন আমর বিন লবীব আর খাব্বাব ও রবাব বিন সা'মর বিন জলমূস প্রভৃতি পুরোহিত ও মোহন্তরা তাহাদিগকে বাধা দেয়। কথিত আছে যে, জন্দা বিন আমরের শিহাব বিন খলীফা নামক জনৈক বিদ্বান চাচাত ভাই ছিল, সে ইস্লাম গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে পুরোহিতদল প্রবলভাবে বাধা দিয়া নিরস্ত করে।

হযরত সালিহ সমূদগণকে বলেন, এই উষ্ট্রীটি তোমাদের প্রার্থনা ও প্রতিশ্রুতির ফলেই ঐশী নিদর্শন স্বরূপ আসিয়াছে। সুতরাং আল্লাহর নির্দেশক্রমে উষ্ট্রীর জন্য পানির পালা নির্দিষ্ট হইবে, একদিন উষ্ট্রীর জন্য, একদিন তোমাদের জন্য। উষ্ট্রীর পালার দিবসে তোমরা তাহার দুগ্ধে তোমাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া লইবে। কিন্তু সাবধান! তোমরা উষ্ট্রীটির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করিওনা, যদি কর তাহাহইলে তোমাদের সর্বনাশ ঘটিবে।

কিছুদিন এইভাবে চলিতে থাকে। উষ্ট্রীটি পালাক্রমে সমস্তদিন যদৃচ্ছভাবে চরিয়া বেড়াইত আর সমূদদের কূপের পানি আকণ্ঠ পান করিয়া সন্ধায় পর্বতের যে পথ হইতে আসিয়াছিল, সেই পথে অদৃশ্য হইয়া যাইত। সমস্তদিবস ধরিয়া সমূদীরাও তাহার দুগ্ধ দোহন করিয়া লইত। কিন্তু এই উষ্ট্রীটি ছিল মহাকায়া, দেখিতেও ভয়ংকর, তাহার ভয়ে সমূদদের পশুপাল দূরে সরিয়া থাকিত। পানির

www.ahlehadeethbd.org

পালার জন্য সমুদগণও অসুবিধা বোধ করিতে লাগিল। ঈমান না আনিলেও উষ্ট্রীর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার ফলে তাহাদের মনে যে সন্ত্রাস সৃষ্টি হইয়াছিল, তজ্জন্য কিছুদিন তাহারা চুক্তিভঙ্গ করিতে সাহসী হইলনা বটে, কিন্তু কালক্রমে তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহভাব মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। তাহারা প্রথমে উষ্ট্রীটিকে আর তারপর নবী সালিহকে হত্যা করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। কথিত-হয় যে, এই বীভৎস ষড়যন্ত্রের অগ্রনায়ক ছিল দুইজন স্ত্রী-লোক। ইহাদের একজন ছিল যাউব বিন আম্‌রের স্ত্রী, যেপুরোহিত পুঙ্গব অন্যান্য নেতাদিগকে ঈমান আনিতে সর্বাপেক্ষা অধিক বাধা দিয়াছিল। এই স্ত্রীলোকটির নাম ছিল উনায়যা বিন্‌তে গনম বিন মজ্‌লয। হযরত সালি-হের প্রতি তার আক্রোশ ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। এই বৃদ্ধাটি বিশেষ ধনবতী আর কয়েকজন পরমাসুন্দরী কুমা-রীর জননী ছিল। সে কদ্দার নামক জনৈক জারজ ব্যক্তিকে আহ্বান করিল। এই লোকটি নাকি রক্তচক্ষু ও পীতবর্ণ ছিল, তাহাকে কেহ কন্যাদান করিতে প্রস্তুত ছিলনা। উনায়যা বুড়ি তাহার সহিত চুক্তি করিল, সালিহ নবীর উষ্ট্রীটি হত্যা করিতে পারিলে তাহাকে প্রচুর ধন-দওলত দেওয়া হইবে আর তাহার পছন্দমত বুড়ির যেকোন কন্যাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করা হইবে। আর একটি নারী, যে এই ষড়যন্ত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার নাম ছিল সদকা বিনতুল মাহ্‌য়া। তাহার স্বামী সালিহ নবীর প্রতি ঈমান আনায় সে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। এটিও অভিজাত শ্রেণীর ধনবতী ও রূপসী বিদুষীধরী ছিল। তাহার চাচাত ভাই মসদঅ বিন মহ-রজকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার সহিত সে চুক্তি করিয়া বসিল যে, সালিহ নবীর উষ্ট্রী বধ করিতে পারিলে সে মস্-দয়ের কাম পিপাসা পরিতৃপ্ত করিবে। এই দুই বদমায়েশ সমুদদের আরও ৭ জন গুণ্ডাকে তাহাদের শামিল করিয়া লইয়া সমুদগণের মিলিত অভিপ্রায়মত হযরত সালিহের উষ্ট্রীকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া বধ করিয়াছিল। কুরআনে কথিত হই- كذبت ثمود بطغواها ' য়াছে, সমুদরা ঔদ্ধত্যের فانبعث اشقاها ' فقال বশবর্তী হইয়া সত্যকে لهم رسول الله ناقة الله অস্বীকার করিয়াছিল, وسقياها ' فكذبوه ' فعقروها - যখন তাহাদের সর্বাপেক্ষা فدمدم عليهم ربهم بذنبهم বড় দুরাচার উঠিয়া فسواها - দাঁড়াইয়াছিল। আল্লাহর রসুল তাহাদিগকে আল্লাহর উষ্ট্রীর হিফাযত করিতে ও তাহাকে পানি পান করাইতে বলিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা তাঁহার কথা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল আর উষ্ট্রীর পা কর্তন করিয়াছিল। তাহাদের পাপের ফলে তাহাদের রব্ব তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া সটান করিয়া দিয়াছিলেন—আশ্‌শম্‌স, ১১—১৪ আয়ত।

এই গুণ্ডার দলই হযরত সালিহকেও হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। উষ্ট্রীর বাচ্চা তাহার মাকে নিহতা হইতে দেখিয়া পাহাড়ে চড়িয়া যায় আর ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। কেহ কেহ বলেন, তাহারা উটের বাচ্চটিকেও হত্যা করিয়াছিল। হযরত সালিহ উষ্ট্রীকে নিহত দেখিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন আর সমবেত জনতাকে তিন দিনের মুহলৎ দিয়াছিলেন। এই ঘটনা বুধবারে ঘটিয়াছিল। সেই রাত্রেই তাহারা সালিহ নবীকে হত্যা করার পরা-মর্শ আঁটিয়াছিল কিন্তু আল্লাহ বলেন, তাহারা একটি কৌশল অবলম্বন করি- ومكروا مكرا ومكرنا য়াছিল আর আমরাও مكرا وهم لايشعرون একটি কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম কিন্তু তাহা তাহা-দের বোধগম্য হয়নাই—আন্‌নমল। কোন্ কৌশলে হযরত সালিহ রক্ষা পাইয়াছিলেন, কুরআনপাকে তাহার উল্লেখ নাই। হাফেয ইব্‌নেকসীর লিখিয়াছেন, আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষিত হইয়া তাহাদিগকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। মুহলতের প্রথম দিনে অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে সমুদদের মুখ হলুদবর্ণ আর দ্বিতীয় দিবস অর্থাৎ শুক্র-বারে রক্তবর্ণ আর তৃতীয় দিবস শনিবারে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছিল[১]।

হাফিয ইব্‌নেকসীরের প্রদত্ত বিবরণের যে অংশ কুরআনপাকের সহিত সুসমঞ্জস, সেগুলির বিশুদ্ধতা ও সত্যতা অনস্বীকার্য আর যে অংশ সহীহ হাদীস হইতে গৃহীত, সেগুলিও বিশ্বাসযোগ্য আর যেসব কথা গ্রন্থ-ধারীদের নিকট হইতে সংগৃহীত, সেগুলির সত্যতা ও

১) তফসীর ইব্‌নেকসীর [৪] ২১৪ ২১৬ পৃঃ (ফতহুল বয়ান) সহ

www.ahlehadeethbd.org

অসত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলার উপায় নাই।

গযবের বিবরণ, উষ্ট্রী হত্যার চতুর্থ দিবসে সমূদদের প্রতি আল্লাহর যে ক্রোধ অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহাকে সূরত আ'রাফে **রজ্‌ফা**, সূরত-আল্‌হিজ্‌রে **সাইহা** ও আয্‌যারিয়াতে **সায়েকা** বলা হইয়াছে। রজফার (رجفة) অর্থ ভূমিকম্প, সাইহার (صيحة) অর্থ প্রচণ্ড চীৎকার আর সায়েকার (صاعقة) অর্থ আকাশের ভীষণ গর্জন আর বৈদ্যুতিক অগ্নি[২]। ভাষ্যকারগণ লিখিয়াছেন, রবিবারে সূর্যোদয়ের পর হইতে আকাশে বিদ্যুতের ঘণঘণ চমকের সঙ্গে ভয়াভহ চীৎকার ও গর্জন-শুরু হইয়াযায় আর ভূতল প্রচণ্ড বেগে দুলিতে থাকে। অবাধ্য সমূদরা যে যেস্থানে ছিল, সেই স্থানেই তাহাদের সকলের দেহ হইতে প্রাণবায়ু তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া যায়। কুরআনে আছে— فاصبحوا فى ديارهم جاثمين প্রভাতে তাহারা স্বস্ব বসতীতে মাটির উপর অধোমুখী অবস্থায় মরিয়া পড়িয়াছিল।

হযরত সালিহ ও তাঁহার অনুসারীবর্গকে আল্লাহ স্বীয় সীমাহীন করুণায় রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ক্রোধভাজন সমূদগোষ্ঠির শবদেহগুলির মধ্যে দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন আর আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, শুন ভাইরা, আমি ياقوم لقد ابلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لاتحبون الناصحين! আমার প্রভুর পয়গাম তোমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম আর তোমাদের মঙ্গলকামনা করিয়াই তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছিলাম কিন্তু তোমরা তোমাদের হিতকামীদিগকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করনাই!—আল্‌আ'রাফ, ৭৯ আয়ত।

রসূলুল্লাহ (দঃ) নবম হিজরীতে তবুক অভিযানে সমূদদের বিধ্বস্ত আবাসভূমির ভিতর দিয়া গমন করিয়াছিলেন। যখন তিনি হিজ্‌র অতিক্রম করেন, তখন সাহাবীগণ সমূদদের কূপ হইতে পানি উত্তোলিত করিয়া আটা সানিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) ইহা অবগত হইয়া কূপের পানি ফেলিয়া দিবার আর হাঁড়ী উল্টাইয়া ফেলার আর সানা আটা দূরে নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়াছিলেন। এই হাদীসটি ইমাম আহমদ স্বীয় সনদে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমরের প্রমুখাৎ রেওয়ায়েত করিয়াছেন আর ইবনেকসীর ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

সমূদদের বিধ্বস্তির পর হযরত সালিহ আর তাঁহার অনুসারীগণ কোথায় বাস করিয়াছিলেন, সেসম্পর্কে কুর-আনের ভাষ্যকারগণ চতুর্বিধ অভিমত পোষণ করেন:

সাধারণতঃ বলা হয়, তাঁহারা হিজ্‌রেই বসবাস করিতেন। আল্লামা খাযিন বলেন, প্যালেস্টাইন অঞ্চলে রমলার নিকট, কারণ হিজ্‌রের নিকটবর্তী উর্বর ভূখণ্ড প্যালেস্টাইনই বটে। কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা হাযারে-মওতে চলিয়া গিয়াছিলেন কারণ ইহাই তাঁহাদের আদি বাসভূমি ছিল আর এস্থানে একটি কবরও রহিয়াছে যাহা হযরত সালিহের কবর বলিয়া প্রসিদ্ধ। আল্লামা আলূসী বলেন, সালিহ নবী সমূদগণের ধ্বংসের পর মক্কায় প্রস্থান করিয়াছিলেন, তিনি এই স্থানেই বসবাস করেন আর এই স্থানেই তাঁহার ওফাত হয়। কা'বা শরীফের পশ্চিম দিকে হরমের মধ্যেই তাঁহার পবিত্র সমাধি রহিয়াছে।

আলূসী আরও লিখিয়াছেন, সমূদগণের যেসকল ঈমানদার গযব হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১শত কুড়ি জন আর ঐশীক্রোধে পতিত হইয়া ন্যূনাধিক দেড়হাজার পরিবার ধ্বংস হইয়াছিল।

কলেডিয়ার হযরত ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহর জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় আদ রূপে পরিচিত সমূদদের ধ্বংস হয়। টলেমী (**Ptolemy**) প্রভৃতি যীশুখৃষ্টের কয়েকশত বৎসর পূর্বকার যে সমূদদের (**Themudiatai**) কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা হযরত সালিহের সমূদ নয়। ইহারা আরবের ইতিহাসে দ্বিতীয় সমূদ নামে প্রসিদ্ধ। ইহারাও হিজ্‌রে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল। আসূরীয় রাজারা খৃস্টপূর্ব ৭০০ সনে তাহাদের পরাজিত করে আর পরে নিবৃতীগণের (**Nabathaens**) হস্তে তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। কিন্তু সে কাহিনী এস্থলে আমাদের আলোচ্য নয়।

২। মুফ্‌রদাতুল কুরআন।

আদর্শবাদের যুগান্তকারী মহিমা

ঈদে কুরবানের সম্ভাষণ

মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল্কাফী আলকুরায়শী

আল্লাহো আকবর! আল্লাহো আকবর! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ!
আল্লাহো আকবর! আল্লাহো আকবর! ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ!

(১)

একদল লোক বলে থাকে, মানুষ কয়েকটি ভৌতিক-উপাদানের সমষ্টিমাত্র, সুতরাং তারপক্ষে কেবল বস্তুবাদী হওয়াই স্বাভাবিক। দৈহিক কামনার পরিতৃপ্তি-সাধন ব্যতীত মানুষের জীবনের অন্য কোন উচ্চতর ও মহত্তর লক্ষ্য থাকিতে পারেনা। এই মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন করার জন্য ঈদেকুরবানের উৎসব-সমারোহ প্রতিবৎসরের মত এবারেও ফিরে এসেছে।

আজ ১০ম যুলহিজ্জাহ! আরাফাত প্রান্তরে লক্ষ-লক্ষ নরনারী গতকাল তাদের একমাত্র প্রভুর করুণা-ভিক্ষা করার জন্য "জবলে রহমত" ঘিরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সমস্ত-অপরাহ্নটা দাঁড়িয়ে কাটিয়েছিল। মুযদলফায় নিশিপালন করে তারা আজ প্রত্যুষে সব্বাই মীনাপ্রান্তর অভিমুখে ছুটে চলেছে। তাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে কুরবানী উৎসর্গ করতে। মীনার উপত্যকা ছাড়াও ইস্‌লাম জগতের প্রত্যেক জনপদেই আজ রক্তদানের উৎসব চলবে। আজকের দিনে সৃষ্টিকর্তার নামে রক্ত প্রবাহিত করার চাইতে শ্রেষ্ঠ পুণ্য আর কিছুই নেই—তিরমিযী ও ইবনেমাজা।

ماعمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق الدم -

এ কিসের কুরবানী? কেন এ রক্তপাতের হুড়াহুড়ি? এ পিতা ইব্‌রাহীমের সুন্নত!—তিরমিযী। পশুর রক্ত মাটি স্পর্শ করতে না করতেই যেসংকল্প আব নিষ্ঠা এর পটভূমিকায় মু'মিনের অন্তরের মণিকোঠায় লুকিয়ে আছে, আল্লাহর কাছে তা গ্রাহ্য হয়ে যায় অথচ গোশ্‌ত আর রক্ত তাঁর কাছে পৌছোয়না।

سنة ابيكم ابراهيم

لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ।

সূরত আলহজ্জ, ৩৭ আয়ত। নাস্তিক্যবাদী বস্তুতন্ত্রীদের এ'কথা বোধগম্য হওয়া সহজনয়, কারণ গোশ্‌ত আর রক্তের তারা বিশ্লেষণ করে দেখেছে কিন্তু মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় কি বিরাজ করে, আণবিক প্রেক্ষামন্দিরে আজও তা ধরা পড়েনি। কিন্তু টলেমী, গ্যালিলিও আর নিউটনের লেবরিটরিতে অ্যাটম আর হাইড্রোজেনের তথ্যও ধরা যাচ্ছিলনা আর আজও দু'চারটি রাষ্ট্র ছাড়া কেই বা আণবিক রহস্যের দ্বার যথাযথ উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছে? তাইবলে কি চন্দ্রলোক অভিযানের বৈজ্ঞানিক সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে?

কুরবানীর পশ্চাদভূমিতে যে সংকল্প আর নিষ্ঠা বিরাজ করছে তার সম্যক পরিচয় লাভ করতে গেলে কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসের পাতা পাল্‌টাতে হবে।

(২)

অন্যূন চার হাজার বৎসর পূর্বে যুলহিজ্জার নবমী-তিথির প্রভাতে ভুবনবিখ্যাত মক্কা নগরীর সন্নিহিত মীনার উপত্যকায় এক রোমাঞ্চকর অভূতপূর্ব ঘটনা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এক অশীতিপর বৃদ্ধ তাঁর নয়নমণি, হৃদয়ের বল, বার্ধক্যের সহায়, স্বীয় আদর্শের সহচর ও উত্তরাধিকারী, পিতৃবৎসল, সুদর্শন একমাত্র কিশোর-তনয় হাত পা বেঁধে তাকে অধোমুখে ভূপাতিত করে তার গলায় তীক্ষ্ণধার ছুরি পুনঃপুনঃ চালনা করছিলেন, আর পুত্রও বারম্বার তার গলা অধীর আগ্রহে ছুরির তলায় বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

فلما اسلما وتله للجبين

এ'বৃদ্ধের কি মতিচ্ছন্ন ঘটেছিল? না তাঁর দৈহিক কামনার কোন ক্ষুধা তাঁকে এই নিষ্ঠুরতার জন্য প্রেরোচিত করেছিল? দুইয়ের একটাও নয়! আর এই অদ্ভুত পুত্রটি সম্বন্ধেই বা কি বলা যাবে?

www.ahlehadeethbd.org

Contents

একমাত্র পুত্রকে হত্যাকরে জীবনের সায়াহ্নে কর্মক্লান্ত ও পথশ্রান্ত বৃদ্ধ পিতার দেহের কোন কামনাই যে পরিতৃপ্ত হ'তনা, সেকথা না বল্লেও চলে।

আর তিনি বিকৃতমস্তিষ্কও ছিলেননা! নিখিল ধরণীতে যেসব মানুষ সৃষ্টিকর্তার প্রতি, তাঁর একত্ব ও সার্বভৌমত্বের প্রতি আর তাঁর অপরিসীম করুণার প্রতি আস্থাশীল, যারা সৃষ্টিকে উদ্দেশ্যহীন আর নিরর্থক মনে করেনা, যারা মৃত্যুকে সবকিছুর পরিসমাপ্তি বিবেচনা করেনা, ইহলৌকিক জীবনের পরপারে যারা কর্মের প্রতিফল ভোগ করার জন্য তাদের সৃষ্টিকর্তার সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, এই বৃদ্ধভদ্রলোকটি তাদের সকলেরই জনক! এককথায় জাহানে ইস্‌লামের পিতা! হয় আদর্শগত, নয় বংশপরম্পরায়! ইনি বিকৃতমস্তিষ্ক হবেন কি করে? এ অভিযোগ সত্য বলে মান্‌তে গেলে চারহাজার বৎসর ধরে সেমেটিকগোত্রে মূসা, ঈসা, দাউদ, সুলায়মান, ইয়াকুব, ইস্‌হাক, আশঈয়া ও ইয়াহ্‌য়া, আলইয়াসা ও যাকারিয়া প্রভৃতি যেসব সত্যস্বরূপ মহাপুরুষের অভ্যুদয় ঘটেছে, তাঁদের সব্বাইকে মতিচ্ছন্ন বলে স্বীকার করতে হবে। আর শুধু সেমেটিকদের কথাই বা বলি কেন? এরিয়ান আর মঙ্গোলিয়ানদের মধ্যেও যাঁরা নবী ও রসূলগণের পরিগৃহীত পথ ধরে ঐশপ্রেম আর সাধুতার উচ্চতর লক্ষ্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁদেরও পাগল সাজাতে হবে। কারণ এঁরা সকলেই উল্লিখিত বৃদ্ধেরই প্রবর্তিত আদর্শের পতাকাবাহী ও ধারক—মানসসন্তান!

(৩)

এতেক'রে বুঝ্‌তে পারাযায় কি? পঞ্চভৌতিক দেহের কামনার ঊর্ধ্বেও মানুষের আরও কিছু কামনাবাসনা আর বস্তুতান্ত্রিক ক্ষুৎপিপাসা ছাড়াও মানুষের অধ্যাত্ম ক্ষুধা তৃষ্ণা বলেও কিছু রয়েছে, একথা প্রমাণিত হয়না কি? আরও কি প্রমাণিত হয়না যে, মানুষ কেবল জড়পদার্থের যন্ত্রবিশেষ নয়, তার জড়উপাদানের সঙ্গে চিন্ময় চৈতন্যস্বরূপের এমন অচ্ছেদ্য সম্মেলন ঘটান হয়েছে যে, তার এই চেতনাই তাকে স্রষ্টার নিবিড় পরিচয় আর তাঁর সান্নিধ্যলাভের জন্য আকুল করে রেখেছে। ইহাই স্বভাব আর প্রকৃতির বিধান!

(৪)

জড়দেহে পানাহার আর যৌনসম্ভোগের অরুচিকে যেমন একটা উৎকট ব্যাধি মনে করা হয়, স্রষ্টার অস্বীকৃতি আর তাঁর সান্নিধ্যলাভ আর মিলনের অরুচি ও বিতৃষ্ণাও তেমনি মানুষের চৈতন্যস্বরূপের পক্ষে মৃত্যুবাণই বিবেচিত হয়েথাকে। বস্তুবাদী বিশেষজ্ঞদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য উপদেশ বিতরণ করা, কিন্তু তাঁরা একথা ভুলেযান যে, পরিবেশ স্থিতিশীল ও অপরিবর্তনীয় অবস্থার নাম নয়, পরকীয়া স্বভাবের ঔরসেই এর জন্ম হয়ে থাকে। কিন্তু যা সত্য ও চৈতন্যস্বরূপ, তা পরিবর্ত্তনশীল হয়না শাশ্বত সনাতন আর অবিচল হয় সত্যের বুনিয়াদ! তাই আমরা লক্ষ্য করি, ইতিহাসের নাগালের পূর্ববর্তী যুগ হতে আজ পর্যন্ত সত্যবাদীগণের কণ্ঠ থেকে যেবাণী ধ্বনিত হয়েছে, তার সুর স্থান কাল ও পাত্র ভেদে বিভিন্ন হলেও মৌলিক দিক দিয়ে বাণীর আদর্শ কোন স্থানে আর কোন কালেই বিভিন্ন হয়নি। আদর্শের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা পরিবেশের সঙ্গে কখনও আপোষ করতে প্রবৃত্ত হননি বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবেশের মুখে চপেটাঘাত করতেও তাঁরা ইতস্ততঃ করেননি। আদর্শকে বাস্তবায়িত করার পথে রাষ্ট্র, সমাজ, জনক-জননী এমন কি প্রাণাধিক সন্তানদের বর্জন করতেও তাঁদের দ্বিধা হয়নি। এই পথে চল্‌তে গিয়ে সঙ্গীসাথী নাপেলেও তাঁরা শত বাধাবিপদ তুচ্ছ করে একাই এগিয়ে চলেছেন। পরকীয়া মনোবৃত্তির উচ্ছৃংখলতা সত্যধর্মীদের কোন কালেও স্পর্শ করতে পারেনি। একনিষ্ঠ আদর্শবাদী আর সুযোগসন্ধানীদের মধ্যে তফাৎ এইখানে! ইস্‌লামের দার্শনিক কবি ইক্‌বাল যুগীয় গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করার জন্য পুরাতন প্রবাদের সংশোধন কল্পে ইংগিতদান করেছেন, "যামানা বা তু নাসাযাদ—তু বা যামানা সাতেয"! যুগের পরিবেশ যদি তোমার অনুকূল না হয়, তা হলে তুমি স্বয়ং যুগের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যাও!

(৫)

হযরত ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ (দঃ) তওহীদমন্ত্রের সাধনায় পুরোপুরি ভাবেই সিদ্ধিলাভ করতে পেরেছিলেন বলে "হানীফ" হওয়ার গৌরব লাভ করেছিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুস্‌লিমসমাজকেও "হুনাফা" বলা হয়েছে। একথার তাৎপর্যস্বরূপ কুরআনে স্পষ্টভাবেই কথিত হয়েছে যে, "মানবসমাজকে শুধু وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ! একমাত্র আল্লাহর এক-নিষ্ঠ ইবাদতের জন্যই আদেশ আর দ্বীনকে কেবল তাঁর জন্যই অবিমিশ্র করে তুলেধরে "হানীফ" হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"—আলবাইয়েনাহ। সুতরাং একনিষ্ঠ-ভাবে ঐকান্তিকতা সহকারে একমাত্র আল্লাহর অবিমিশ্র দাসত্বের পথে অগ্রসর হতে গেলে মিথ্যার প্রহেলিকা ও ভ্রূকুটি, বিপদের ঝড়ঝঞ্ঝা ও আগুন আর সুখ সুবিধার সুযোগ ও লোভগুলিকেই শুধু উপেক্ষা আর পদদলিত করাই যথেষ্ট হবেনা, তাঁর পবিত্র স্নেহ আর অনাবিল প্রেমের পরশ পেতে হলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্যের যে আকর্ষণগুলি মত্তমাতঙ্গের মত পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে, কঠোর হস্তে সেগুলিকেও নিষ্পেষিত করতে হবে।

ইবরাহীম খলীল ইরাকের রাজধানী উর নগরীর প্রধান পুরোহিতের জ্যৈষ্ঠ পুত্র হ'য়েও রাজত্বের বৃহত্তম মন্দিরের বিগ্রহগুলি চূর্ণ করেছিলেন, পিতা, পুরোহিত-চক্র ও রাষ্ট্রাধিপতির সহিত তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাদের সকলকে পরাজিত করেছিলেন, ঐশপ্রেমের অনুরাগ তাঁকে দেশের গতানুগতিক পরিবেশের সঙ্গে আপোষ করার অনুমতি দেয়নি। এর ফলে তাঁকে ইরাকের সম্রাট নিমরুদের কোপানলে পতিত হ'তে হয়েছিল, রাজদ্রোহ আর ধর্মদ্রোহের অপরাধে তিনি অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু যাঁর প্রেমরস তিনি আকণ্ঠ পান করেছিলেন, তিনি ইবরাহীমকে ধ্বংস করতে চাননি, সুতরাং অগ্নিপরীক্ষাতেও তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এর পর তাঁকে দেশত্যাগী হতে হয়েছিল, বিদেশেও তাঁর সম্ভ্রম হানিকরার রাজকীয় ষড়যন্ত্র জালে তিনি পতিত হয়েছিলেন। এপরীক্ষাতেও তিনি জয়লাভ করেছিলেন।

এরপর আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাঁকে তাঁর প্রথম শিশুপুত্র আর তার জননীকে বনবাস দিতে হয়েছিল। কিন্তু এপর্যন্ত যতগুলি পরীক্ষায় তাঁকে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল, সমস্তই বাধ্যতামূলক ছিল অর্থাৎ তাঁকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল, যার ব্যতিক্রম করা তাঁর সাধ্যায়ত্ত ছিলনা। তাঁর সম্মুখে তখন মাত্র দু'টি পথ মুক্ত ছিল, একটি পরিবেশের সঙ্গে আপোষ আর অন্যায় ও অসত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করা আর দ্বিতীয়টি ছিল ব্যক্তিগত অবস্থা আর কর্মের ফলাফলকে উপেক্ষা করে স্বীয় আদর্শে সুদৃঢ় থেকে কর্তব্য পথে এগিয়ে চলা। অর্থাৎ কবির ভাষায়ঃ

তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি
হয়ত বাতি জ্বলবেনা।
তা'বলে ভাবনা করা চল্‌বেনা।

ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে, ইবরাহীমের প্রাণান্তকর সাধনা আর উচ্ছ্বসিত প্রচারণা সত্ত্বেও তাঁর একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লুত ব্যতীত ক্যানেডিয়ার একজন অধিবাসীও তখন তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি।

সুযোগসন্ধানীরা বল্‌বেন, সত্যের আবার মূল্য কি? মিথ্যা ব'লে যদি একটা পাতলুন মিলে যায়, সে মিথ্যা সত্যের চাইতে কি উত্তম নয়? এ'দৃষ্ট উক্তির আসল কথাটি হচ্ছে প্রাণহীন ও আদর্শহীন দার্শনিকতা, যার কোন গোড়াও নেই, শেষও নেই। যাতে কোন সঞ্জীবনী প্রেরণাও নেই। জীবনের সৃষ্টি আর পরিণতি সম্বন্ধে এই বস্তুবাদী আদর্শহীনদের কোন ধ্যান-ধারণা থাকতে পারেনা, এরা যখন যেমন, তখন তেমন! ঠিক যেন অভিশপ্তা বারবনিতার অভিসার! এদের দার্শনিক সূত্র অনুসারে অধ্যাত্মজীবনের দিকদিশা-রীগণ কেন, গ্যালিলিও আর সক্রেটিসদেরও পাগল বল্‌তে হবে। কারণ যাঁরা অম্লানবদনে স্বহস্তে বিষ পান করে আর অনলকুণ্ডে ভস্মীভূত হয়েও নিজেদের সিদ্ধান্ত পরিহার করতে রাযী হননাই, তাঁদের পাগল ছাড়া এই সুযোগসন্ধা-নীরা আর কি বলবেন?

(৬)

কিন্তু মহিমান্বিত রসূলগণ কেবল সত্যের সাধকই নন, তাঁরা সত্যের প্রত্যক্ষ্য প্রতীকও বটেন! সত্যের সাধনা অত্যন্ত দুঃসাধ্য কাজ হলেও যাঁরা সত্যের প্রতীক অথবা জ্বলন্ত সত্য, তাঁদের আসন অধিকার করা সাধ্য-সাধনারও অতীত! বাধ্যতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সত্যাগ্রহী বা সত্যবাদী হতে পারা যায় বটে, কারণ এসব ধৈর্যের পরীক্ষা! কিন্তু স্বয়ংসত্য হ'তেগেলে বাধ্য-তামূলক পরীক্ষা ব্যতীত পূর্ণ আত্মসমর্পণের পরীক্ষাতেও

www.ahlehadeethbd.org

স্বেচ্ছায় অগ্রসর হতে হয়। এস্থানে তিক্ততা আর অনুরাগের ঐকান্তিকতাই প্রেমসাধনায় প্রেরণা জোগায়। বিশ্বসংসারে কেউ নেই, পিতা, পুত্র, স্বামী, স্ত্রী কিছুই নেই, আছি কেবল আমরা দু'জন, আমি আর তুমি! আর সে আমিত্বেরও স্বতন্ত্র কামনা, বাসনা, ইচ্ছা আর অনিচ্ছা বলে কিছুই নেই! ইচ্ছা কেবল তোমারই, আদেশ কেবল তোমারই! "আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ বলে কিছুই নেই,

ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين !

সবই বিশ্বপতি আল্লাহর। কেউ তাঁর অংশীদার আর সমকক্ষ নয়। আমি কেবল তাঁরই নির্দেশে চলছি আর আমি প্রথম মুসলমান!" আল্‌আন্‌আম, ১৬৪ আয়ত।

প্রথম মুসলমানে"র তাৎপর্য কি? পৃথিবীর সমুদয় মুসলমানের মধ্যে আমি প্রথম, এ অর্থ কিছুতেই গ্রহণীয় হতে পারেনা। কারণ উপরিউক্ত আয়তে রসূলুল্লাহ (দঃ) কে সম্বোধন করা হয়েছে আর তাঁকে বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যে দ্বীনের হিদায়ত লাভ করেছেন, সে দ্বীন অভিনব নয়, অভিন্নমুখী ইব্‌রাহীম যার সন্ধান পেয়েছিলেন, তাঁর প্রভু সেই দ্বীনেরই সন্ধান তাঁকে প্রদান করেছেন। আর একথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, ইব্‌রাহীম খলীল রসূলুল্লাহর (দঃ) পূর্ববর্তী মুস্‌লিম ছিলেন। আর শুধু ইব্‌রাহীম কেন তাঁর পূর্ববর্তী হযরত নূহ ও তাঁর বংশধরদের মধ্যে যাঁদের নবীরূপে উত্থিত করা হয়েছিল, যেমন হূদ ও সালিহ প্রভৃতি, তাঁরাও মুস্‌লিম ছিলেন। অতএব "আউওয়ালুল্ মুস্‌লিমীনে"র অর্থ "সমুদয় মুসলমানের মধ্যে প্রথম" হতে পারেনা। তাহ'লে এ কথার অর্থ কি? এ কথার সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে এই যে, মানুষের নানারূপ পরিচয় ও সম্পর্ক থাকতে পারে, সে হয়ত আরব বা ইংরাজ বা পাকিস্তানী, সে হয়ত বাঙ্গালী বা সিন্ধী বা পাঞ্জাবী, সে হয়ত পাঠান বা মঙ্গোলিয়ান, এরিয়ান বা সেমেটিক, সে হয় ত ধনবান, রূপবান ও উচ্চশিক্ষিত অথবা দরিদ্র, পথের ভিখারী ও অশিক্ষিত। পিতারূপে, সন্তানরূপে, স্বামী স্ত্রীরূপে, রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে, প্রতিবেশীরূপে, শাসনকর্তারূপে প্রজারূপে তার কতকগুলি কর্তব্য রয়েছে। কিন্তু একজন সত্যকারের মুসলিমের কাছে এ'সব সম্পর্ক আর পরিচয়, এ'সব কর্তব্য আর দায়িত্ব সমস্তই গৌণ! তার প্রথম ও প্রত্যক্ষ পরিচয় হচ্ছে সে মুস্‌লিম! মুস্‌লিম হওয়ার পথে যদি উল্লিখিত সম্পর্ক, পরিচয় আর কর্তব্যগুলি অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়, তাহলে সত্যকার হানীফ মুস্‌লিমের পক্ষে এক টানেই সবগুলিকে ছিন্ন করে ফেলতে হবে, কিন্তু কোন কিছুর জন্যই মুস্‌লিম জীবনাদর্শকে, দুর্বল করাও চলবেনা। আমি প্রথম মুসলমান, এ কথার অর্থ ইহাই!

একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীম বিশ্বপতির সৌহার্দ কামনা করেছিলেন, শুধু বন্ধুত্বলাভ করতে চাননি। লৌকিকপ্রেম, আসক্তি, মমতা আর আকর্ষণের সমুদয় স্নেহরসকে নিঙড়িয়ে শুষ্ক ঊষরভূমিতে পরিণত নাকরা পর্যন্ত হৃদয়ভূমিকে ঐশপ্রেমের জলতরঙ্গ প্লাবিত করেনা। তাই ১০ম যুলহিজ্জার প্রভাতে "যখন পিতা পুত্র উভয়েই তাঁদের প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন, আর পিতা তাঁর প্রাণপ্রতীমকে পিছন হ'তে জাপ্টে ধরে উপুড় করে আছাড় দিলেন, তখন আমরা হাঁকদিয়ে বল্লাম, ওহে ইবরাহীম! শুন, ক্ষান্ত হও! তুমি তোমার স্বপ্ন সত্যই বাস্তবে পরিণত করে দেখিয়েছ! দেখ, সদাচারশীলদের আমরা এইভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। দেখ, এটা আমার প্রেম ও প্রীতিলাভ করার একটা জলন্ত পরীক্ষা মাত্র! আমরা মহান কুরবানির বদলা দিয়ে ইসমাঈলকে ছাড়িয়ে নিলাম আর এই কুরবানির নিয়ম পরবর্তীদের মধ্যে প্রবর্তিত করে রাখলাম!

فلما اسلما وتله للجبين ، وناديناه ان يا ابراهيم ، قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ، ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين ، سلام على ابراهيم !

"ইব্‌রাহীমের প্রতি সালাম"!

—আস্‌সাফ্‌ফাত।

আল্লাহো আকবর! আল্লাহো আকবর! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু! আল্লাহো আকবর! আল্লাহো আকবর! ওয়ালিল্লাহিলহাম্‌দ!

www.ahlehadeethbd.org

হাদীসের প্রামাণিকতা

মুহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকুরায়শী

(৬)

হাদীসের প্রামাণিকতা যে অকাট্য, তাহা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া আমরা প্রসঙ্গতঃ সহীহ বুখারী, সহীহ-মুসলিম, সুননে আবিদাউদ, জামি-তিরমিযী, সুননে-নাসায়ী, সুননে-ইবনেমাজা, সহীহ-মুওয়াত্তা, সুননে-দারেমী, মসনদে ইমাম আহমদ, শরহি-মআনীল আসার, মুআজমে-সলাসা-তাবারানী, সুননে-দারকুতনী, মুসতদ্-রকে হাকিম, সুননে-বয়হকী, মুসনদে-তয়ালিসী, কিতা-বুল আসার ইমাম-মোহাম্মদ, মুসন্নফে-আবদুররয্যাক, মুসন্নফে-আবিবক্র ইবনে আবি শয়বা—এই কুড়ি খানা হাদীস গ্রন্থ ও উহাদের সংকলয়িতাগণের পরিচয় প্রদান করিয়াছি। প্রবন্ধকারের পক্ষে পুনরাবৃত্তির সুযোগ ও অবসর না থাকায় সুননে দারকুতনীর আলোচনা একা-ধিকবার প্রবন্ধে স্থানলাভ করিয়াছে। অবশ্য পরবর্তী আলোচনা পূর্ববর্তীর চর্বিতচর্বণ মাত্র নয়, বরং নানা-রূপ নূতন তথ্যসম্ভারে পূর্ণ।

এযাবৎ যেসকল গ্রন্থের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাবারানীর "মু'জমে কবীর" ও "আওসত" ও উভয় মুসন্নফ ব্যতীত সবগুলি লেখকের প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত আর যে দুইখানা গ্রন্থ দর্শন করার তাহার সুযোগ হয়নাই, সেগুলি মুদ্রিত আকারে বিদ্যমানও নাই কিন্তু হাফিয আলী বিন আবিবক্র হায়তমী (৭৩৫—৮০৭) তাঁর "মজ্মাউয্-যওয়ায়েদ" নামক হাদীস গ্রন্থে উপরিউক্ত মু'জম দুই খানার সমুদয় হাদীস উধৃত করিয়াছেন। উল্লিখিত কুড়িখানা হাদীসগ্রন্থ ব্যতীত এই পবিত্র শাস্ত্রে আরও শতাধিক মুদ্রিত গ্রন্থ রহিয়াছে কিন্তু সেগুলির অধিকাংশ হাদীসশাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থ নয়, বরং যেসকল গ্রন্থের নাম আমরা উল্লেখ করিয়াছি, সেইগুলির চয়ন মাত্র। যথা: হাফিয মকদসীর "উমদাতুল আহকাম", হাফিয ইবনে হজরের "বলুগোল মরাম", হাফিয ইবনেআসীরের "জামিউল অসুল", হাফিয হুমায়দীর "আলজমঅ্ বায়-নাস্ সহীহায়েন" হাফিয আবুলহাসান হায়তমীর "মজ্-মাউয্যওয়ায়েদ", হাফিয সুয়ূতীর "জমউল জওয়ামি", মুহাদ্দিস মুত্তকীর 'কনযুল অম্মাল", হাফিয ইবনে তয়-মিয়ার "মুন্তকাল আখবার" প্রভৃতি। আবার কতক-গুলি গ্রন্থ নির্ধারিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিরচিত হইয়াছে এবং এই সকল গ্রন্থে এরূপ বহু হাদীস সন্নিবেশিত হইয়াছে যেগুলির উল্লেখ উপরিউক্ত কুড়িখানা গ্রন্থে নাই। যথা, ইমাম ইবনে খুযায়মার "কিতাবুত্ তওহীদ"। ইহা ১৩৫৪ হিজরীতে মিসরে মুদ্রিত হইয়াছে। ইমামুল-আয়েম্মা শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বিন খুযায়মা (২২৩—৩১১) সম্বন্ধে এই টুকু বলাই যথেষ্ট যে, ইমাম ইসহাক বিনে রাহওয়ের তিনি অন্যতম ছাত্র ছিলেন আর যেসকল প্রথিতযশা বিদ্বান তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানাহরণ করিয়াছিলেন, ইমামুলমুহাদ্-দিসীন বুখারী ও ইমামুল মুসলিমীন মুসলিমের নাম তাঁহাদের পুরোভাগে স্থানলাভ করিয়াছে। ইবনে-খুযায়মারও "সহীহ" নামে আখ্যাত একখানা হাদীস গ্রন্থ রহিয়াছে, বিদ্বানগণ উহার কতক অংশ স্বস্ব গ্রন্থে উধৃত করিয়াছেন। এই পবিত্র গ্রন্থখানার সন্দর্শন লাভ আমার ভাগ্যে সম্ভবপর হয়নাই আর বর্তমান দুনিয়ায় বোধ হয় উহার অস্তিত্বও নাই। কোন কোন বিদ্বান "সহীহ ইবনেখুযায়মা"কে "সহীহ বুখারী" ও "সহীহ মুসলিমে"রও অগ্রগণ্য করিয়াছেন। ইমাম ইবনেখুযায়মার "কিতাবুত্ তওহীদ", ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের "কিতা-বুয্যুহদ" ও "মাসায়েলে আহমদ" এবং ইমাম মুহাম্মদ বিন নসর মরওয়াযীর (২০২—২৯৪) "কিয়ামুল্লাইল" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে লিখিত এবং এই গ্রন্থগুলিও প্রবন্ধের সংকলয়িতার নিকট মওজুদ রহিয়াছে। ফলকথা, রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র উক্তি, বিশুদ্ধ আচরণ আর মৌন সম্মতির এত বিপুল সম্ভার উম্মতে মুসলিমার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হস্তে বিদ্যমান রহিয়াছে যে, উদার দৃষ্টি ও অনুসন্ধিৎসু মন লইয়া বিচার করিলে অধিকাংশ সমস্যার সমাধানের পক্ষে রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র হাদীস বিদ্বানগণের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে। রসূলল্লাহর (দঃ) হাদীসের অনুসরণ অপেক্ষা যাঁহারা বিদ্বানগণের ইজ্‌তিহাদ ও ফতাওয়ার অনুসরণকে সহজসাধ্য ও সুবিধাজনক ধারণা করেন, তাঁহাদের দুইটি কথা ভাবিয়া দেখা উচিত: প্রথমতঃ রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীস ও বিদ্বানগণের ইজ্‌তিহাদ কোন মর্দে-মুমিনের কাছেই তুল্য বিবেচিত হইতে পারেনা। বিদ্বানগণের ইজ্‌তিহাদে সর্বক্ষণ ভ্রান্তি ও প্রমাদের সম্ভাবনা রহিয়াছে আর রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসে, উহা যদি ওয়াহীর পরিবর্তে তাঁহার ইজ্‌তিহাদও হয় তথাপি এরূপ ভ্রান্তির অবকাশ নাই।

ওয়াহী ও ইজ্‌তিহাদ যাহাই হউকনা কেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) জীবদ্দশাতেই সকল বিষয়ের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কাজ আল্লাহর মহান দায়িত্বে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পরিবর্তনসাপেক্ষ একটি বিষয়কেও স্থায়িত্বদান করা হয়নাই। "আয়াতে আহ্‌কামের" সর্বশেষ ওয়াহী নবম হিজরীর ৯ম যুলহিজ্জায় শুক্রবারের অপরাহ্নে আরাফাত প্রান্তরে এই ঐতিহাসিক অবিস্মরণীয় ঘোষণাই বহন করিয়া আনিয়াছিল যে, আজিকার দিবসে হে মুসলিম সমাজ, অবিশ্বাসীর দল তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে হতাশ হইয়া গিয়াছে। তাহারা বুঝিয়া ফেলিয়াছে, কুফ্‌রের সহিত ইসলামের আপোষ রফার কোন আশাই আর নাই! দেখ মুসলিমসমাজ, তোমরা বিধর্মীদের ভয় করিওনা, তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করিয়া চল। দেখ, আজিকার দিবসে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণতাদান করিলাম আর তোমাদের জন্য আমার ন্যামতের ভাণ্ডার নিঃশেষিত করিয়া ফেলিলাম আর তোমাদের জন্য দ্বীনে-ইসলামের অনুসরণে আমি পরিতুষ্ট হইলাম—আলমায়েদা, ৩ আয়ত। বুখারী প্রভৃতি হযরত আবদুল্লাহ বিন উমরের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) মহাপ্রয়াণের

اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، فلا تخشوهم واخشون! اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا!

মাত্র তিন মাস পূর্বে এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং উল্লিখিত আয়তটি সন্দেহাতীত ভাবে প্রতিপন্ন করিতেছে যে, ইস্‌লামের আদেশ, নিষেধ, মতবাদ ও আদর্শ সম্পর্কিত কোন বিষয়কে অর্ধসমাপ্ত, প্রমাদযুক্ত বা সংশোধনসাপেক্ষ রাখিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) পরলোকবাসী হননাই। কারণ যাহা অর্ধসমাপ্ত ভ্রান্তিপূর্ণ ও সংশোধনীয় তাহা পূর্ণ ও সমাপ্ত হইবে কেমন করিয়া? রসূলুল্লাহ (দঃ) ব্যতীত অন্যকোন বিদ্বানের সিদ্ধান্তের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে এরূপ কোন গ্যারান্টি নাই। অতএব প্রামাণিকতার দিক দিয়া হাদীস ও বিদ্বানগণের ফত্‌ওয়াকে তুল্য আসন দান করা ও উভয়কে সমশ্রেণীভুক্ত মনেকরা মূর্খতা ও ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর ফিক্‌হ গ্রন্থে যে পরিমাণ সমস্যার সমাধান রহিয়াছে, হাদীসগ্রন্থে তাহা নাই,—এই ভিত্তিহীন ধারণার অমূলকতা প্রতিপন্ন করিয়া আমরা দেখাইয়াছি যে, ফিক্‌হের গ্রন্থসমূহ অপেক্ষা বহুগুণ অধিক সমাধান হাদীসগ্রন্থসমূহে পাওয়া যাইবে।

অতঃপর একটি কথাই কেবল বিচার সাপেক্ষ রহিয়া যাইতেছে। অর্থাৎ যাবতীয় সমাধানের জন্য যে হাদীসগুলি অনুসরণ করা হইবে, সেগুলির বিশুদ্ধতা প্রমাণিত আছে কি? এই প্রশ্নের নিরপেক্ষ জওয়াবে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে একথাও চিন্তা করা উচিত যে, ফিক্‌হগ্রন্থসমূহের যেসকল সমাধানকে অনুসরণীয় ইমামগণের সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে, সেগুলি যে যথার্থই তাঁহাদের উক্তি ও সিদ্ধান্ত তাহার প্রমাণ আছে কি? অধিকন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে, মুজ্‌তাহিদগণের সঠিক ভাবে প্রমাণিত সিদ্ধান্তগুলিও কোনক্রমে ওয়াহীর আসনলাভ করার যোগ্য হইতে পারেনা। তথাপি রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসের বিশুদ্ধতার প্রশ্ন আমরা অতঃপর নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়াই বিচার করিয়া দেখিব।

والله الهادى، وعليه اعتمادى، باسمه اقول وبه احول وبه اقاتل، لااله الا هو، ولا اله غيره -

** ** **

যেসকল হাদীসগ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে "শরহে মআনীল আসার," "সুনানে-দারকুত্‌নী," "মুসন্নফে আবিশয়বা" "তাবারানীর আওসত ও সগীর"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আর "মুসন্নফে আবদুররয্যাকে"র হাদীসগুলি গণনা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়নাই। শেষোক্ত চারিখানা গ্রন্থের সহিত প্রত্যক্ষ্য পরিচয় লাভ করার উপায় নাই। উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত অবশিষ্ট ১৪ খানা গ্রন্থে দুই লক্ষ সাড়ে তের হাজারেরও অধিক হাদীস রহিয়াছে। যে হাদীসগুলি একাধিকবার উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেগুলির সংখ্যা লক্ষাধিক বলিয়া ধরিয়া লওয়ার পরও রসূলুল্লাহর (দঃ) উক্তি, আচরণ ও মৌনসম্মতির যে বিপুল সম্পদ মুসলমানগণ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে, সেগুলির পরিমাণ অন্ততঃ ১লক্ষ হাদীস হইবেই। বুখারী ও মুস্‌লিম কর্তৃক বর্ণিত ন্যূনাধিক পনের হাজার হাদীসের মধ্যে ১৪ হাজার ৭শত নব্বুইটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে হাজার বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর একজন হাদীসশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতও আপত্তি উপস্থিত করেননাই। "সিহাহ সিত্তা" ও "মুওয়াত্তা ইমাম মালিকে" সর্বশুদ্ধ ৩৫ হাজার ৫ শত নয়টি হাদীস (পুনরুক্ত সহ) রহিয়াছে, তন্মধ্যে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুস্‌লিমের বিশুদ্ধ হাদীসগুলির সংখ্যাই (পুনরুক্তসহ) ১৫ হাজারের কাছাকাছি। মুওয়াত্তার ১৭ শত কুড়িটি হাদীসের মধ্যে 'অসারে'র সংখ্যা যথেষ্ট থাকিলেও প্রায় সবগুলি বিশুদ্ধ। সুনন চতুষ্টয়ের যেসকল হাদীস পরিত্যাজ্য, হাদীসশাস্ত্রবিশারদগণ সেগুলির প্রত্যেকটির সন্ধান দিয়াছেন। এরূপ হাদীসের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হইলেও পরিত্যাজ্য হাদীস অল্পবিস্তর আছে বলিয়াই সুনন-চতুষ্টয় বুখারী ও মুস্‌লিমের গ্রন্থদ্বয়ের সমকক্ষতা লাভ করেনাই। এতদ্ব্যতীত বুখারী ও মুস্‌লিমের গ্রন্থদ্বয় প্রত্যেক যুগে বিদ্বজ্জনমণ্ডলী কর্তৃক এরূপভাবে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত ও বিপুলভাবে সমাদৃত হইয়াছে এবং উহার টীকা, ব্যাখ্যা ও ভাষ্য ইত্যাদি ব্যাপারে বিদ্বানগণ এত অধিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, আল্লাহর গ্রন্থ ব্যতীত আকাশের নিম্নে অন্যকোন গ্রন্থের পক্ষে এরূপ সমাদর লাভ করা সম্ভবপর হয়নাই।

সহীহ বুখারীর বিশুদ্ধতা এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ অপেক্ষা উহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ সম্বন্ধে শায়খুলইস্‌লাম ইমাম ইবনেতায়মিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইমাম বুখারী হাদীসশাস্ত্র সম্বন্ধে আর والبخارى من اعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه . وقد ذكر الترمذى انه لم ير احدا اعلم بالعلل منه - ولهذا كان من عادة البخارى اذا روى حديث اختلف فى اسناده او فى بعض الفاظه يذكر الاختلاف فى ذلك لئلا يغتر بذكره لو بانه انما ذكره مقرونا بالاختلاف فيه -

উহার দোষগুণ ও তাৎপর্য নির্ণয়ে আল্লাহর সৃষ্ট সমুদয় মানবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন। ইমাম তিরমিযী বলিয়াছেন যে, হাদীসের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে বুখারী অপেক্ষা অধিকতর অভিজ্ঞ কোন বিদ্বান তিনি দর্শন করেননাই। আর এই জন্য বুখারীর অভ্যাস যে, কোন হাদীস রেওয়ায়ত করার সময়ে তিনি উক্ত হাদীসের বিভিন্ন সনদগুলি আর অপরাপর রেওয়ায়তের শাব্দিক বৈষম্যগুলিও উল্লেখ করিয়া থাকেন। কোন্ হাদীসের সনদে ও মতনে কতটুকু পার্থক্য আছে, বিদ্বানগণের অবগতির জন্য ইমাম বুখারী এরূপ করিয়া থাকেন[১]।

শায়খুলইস্‌লামের উপরিউক্ত মন্তব্য দ্বারা হাদীসবিদ্যায় ইমাম বুখারীর সার্বভৌম অদ্বিতীয়তা যেরূপ বুঝিতে পারাযায়, তেমনি ইহাও জানাযায় যে, সহীহ-বুখারীর পুনরুক্ত হাদীসগুলি প্রকৃতপ্রস্তাবে পুনরুক্ত নয়। সহীহ বুখারীর প্রত্যেকটি হাদীসই স্বতন্ত্র, হয় সনদের দিক দিয়া, নয় শাব্দিক ভাবে। ভিন্নভিন্ন সনদ ও মতনের দরুণে বুখারীর অধিকাংশ হাদীস আহাদের (احاد) পরিবর্তে পৌনঃপুনিক (متواتر) হাদীসের আসনে উন্নীত হইয়াছে। হয় শাব্দিক নয় আর্থিক দিক দিয়া। সহীহ বুখারীর এ গৌরবে অন্য কোন হাদীস-গ্রন্থের অংশ নাই।

মুতাওয়াতর অর্থাৎ পৌনঃপুনিক হাদীস সম্বন্ধে শায়খুলইস্‌লাম যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, অধিকাংশ বিদ্বান "মুতাওয়াতর" সম্বন্ধে যে অভিমত পোষণ করেন, তাহাই সঠিক। অর্থাৎ মুতাওয়াতরের জন্য বর্ণনাদাতাগণের সংখ্যার পরিমাণ নির্ধারিত নাই, বরং বর্ণনাদাতাদের বর্ণনাদ্বারা যখন নিশ্চয়তা উপলব্ধি হয়, তখনই সে হাদীস মুতাওয়াতর বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। জমহুর বিদ্বানগণ আরও বলেন, বর্ণনা-

১) ইবনেতয়মিয়া, কিতাবুত্‌তাওয়াস্‌সুল, ১৬৩ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور وان كان بدون الا جماع ليس بقطعي، لان الا جماع معصوم - فاهل العلم بالا حكام الشرعية لايجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال، كذلك اهل العلم بالحديث لايجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق - وتارة يكون علم احد هم لقرائن تحتف بالا خبار توجب لهم العلم، ومن علم ماعلموه حصل له من العلم ماحصل لهم -

واما المتواتر فالصواب الذى عليه الجمهور : ان المتواتر ليس له عدد محصور، بل اذا حصل العلم عن اخبار المخبرين، كان الخبر متواترا، وكذلك الذى عليه الجمهور ان العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به، فرب عدد قليل افاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم، واضعافهم لايفيد خبرهم العلم ، ولهذا كان الصحيح ان خبر الواحد قد يفيد العلم اذا احتفت به قرائن تفيد العلم - وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا ان النبى صلى الله عليه وسلم قاله - تارة لتواتره عند هم وتارة لتلقى الامة بالقبول وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من اصحاب ابى حنيفة ومالك والشافعي، وهو قول اكثر اصحاب الا شعري كالا سفر ائيني وابن فورك - فانه وان كان فى نفسه لايفيد الا الظن، لكن لما اقترن به اجماع اهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة اجماع اهل العلم بالفقه على حكم مستندين فى ذلك الى ظاهر اوقياس اوخبر واحد فان

বিশ্বাস করেন কখনও এইজন্য যে, তাঁহারা উক্ত হাদীসগুলি মুতাওয়াতির বলিয়া জানিতে পারেন আর কখনও বা উক্ত হাদীসগুলি উম্মত কর্তৃক সমাদৃত ও গৃহীত হইয়াছে বলিয়া। আর "খবরে ওয়াহেদ" সর্বজনবরেণ্য হইলে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ীর দলভুক্ত অধিকাংশ বিদ্বানগণের নিকট অকাট্য বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। ইহাই ইমাম আশ্‌আরীর অধিকাংশ ছাত্র যথা ইস্‌ফায়িনী ও ইব্‌নেফোরকের অভিমত। একথার তাৎপর্য এই যে, কোন আহাদ হাদীসের সাহায্যে আসলে প্রামাণিকতার কেবল সম্ভাবনা মাত্র (ظن) থাকিলেও উহার সত্যতা সম্পর্কে আহ্‌লেহাদীস বিদ্বানগণের ইজ্‌মা প্রামাণিকতার সম্ভাবনার সহিত মিলিত হওয়ার ফলে হাদীসের প্রামাণিকতা অকাট্য হইয়া যায়। ঠিক ফিক্‌হশাস্ত্রের বিদ্বানগণের ইজ্‌মার মত। অর্থাৎ কোন প্রকাশ্য উক্তি বা কিয়াস বা "খবরে ওয়াহিদের" সহিত ফকীহগণের ইজ্‌মা মিলিত হইলে যেমন কোন নির্দেশ অকাট্য হইয়া যায়, অথচ ইজ্‌মা ব্যতীত উহা অকাট্য হয়না, কারণ ইজ্‌মা অভ্রান্ত! ফকীহগণ যেমন কোন হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম করা সম্বন্ধে ইজ্‌মা করিতে পারেননা, তেমনি আহ্‌লেহাদীস বিদ্বানগণের পক্ষেও কোন অসত্য হাদীসকে সত্য আর কোন সত্য হাদীসকে অসত্য সাব্যস্ত করা সম্বন্ধে ইজ্‌মা করা সম্ভবপর নয়। আবার কখনও একজন রাবীর হাদীস আনুসঙ্গিক প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা আহ্‌লেহাদীস বিদ্বানগণের নিকট অকাট্য প্রমাণ রূপে সাব্যস্ত হয়। আহ্‌লেহাদীস বিদ্বানগণ যাহা জানিতে পারেন,

দাতাদের অবস্থা ভেদে হাদীসের অবস্থাও পরিবর্তিত হইয়া থাকে। কখন কখন অল্পসংখক বর্ণনাদাতাগণের রেওয়ায়তসূত্রে হাদীসের প্রামাণিকতা অকাট্য হইয়া যায়, এরূপ হয় তাঁহাদের সত্যবাদিতার দরুণে। পক্ষান্তরে তাঁহাদের তুলনায় বহুলসংখক রেওয়ায়তকারীদের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণের অকাট্যতা সাব্যস্ত হয়না। সুতরাং সঠিক কথা হইতেছে এই যে, আনুসঙ্গিক প্রমাণ এককভাবে বর্ণিত "আহাদ" হাদীসের সহিত মিলিত হইলে উহার প্রামাণিকতা অকাট্যই হইবে। তাই হাদীসতত্ত্ব বিশারদগণের বিবেচনায় সহীহ বুখারী ও সহীহ মুস্‌লিমের বহু মতন (Text) শাব্দিকভাবে মুতাওয়াতির, কিন্তু অপরাপর ব্যক্তিরা এই সকল হাদীসের মুতাওয়াতির হওয়া বুঝিতে পারেনা। আহ্‌লেহাদীস বিদ্বানগণ অকাট্যভাবেই বিশ্বাস করেন যে, বুখারী ও মুস্‌লিমের অধিকাংশ মতন নিশ্চিতরূপে রসূলুল্লাহরই (দঃ) নির্দেশ। তাঁহারা একথা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যেব্যক্তি তাহা জানিবার সুযোগ পাইবে, সেও তাঁহাদের মতই এরূপ "আহাদ হাদীস"কে নিশ্চিত বলিয়াই বুঝিতে পারিবে[১]।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুস্‌লিমের যেসকল হাদীস 'মুতাওয়াতরে'র আসন অধিকার করেনাই, সেগুলি কেন অকাট্য হইবে, সেসম্পর্কে আল্লামা শম্‌সুদ্দীন সাখাবী (৮৩২—৯০২) তাঁহার অসুলেহাদীসের গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যেসকল হাদীস বুখারী ও মুস্‌লিম মিলিত অথবা পৃথক পৃথক ভাবে সংযুক্ত সনদে তাঁহাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, কতিপয় ব্যতিক্রম, যেগুলি শীঘ্রই উল্লেখ করা হইবে আর সনদহীন "মুআল্লাকাত" ইত্যাদি ব্যতীত সমস্তই অকাট্যভাবে বিশুদ্ধ। কারণ রসূলুল্লাহর (দঃ) উম্মত সমষ্টিগত ভাবে প্রমাদমুক্ত। রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় উম্মতের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, আমার উম্মত গোমরাহীতে কখনই একমত হইবেনা। সুতরাং "উম্মতে-মুস্‌লিমা" যখন বুখারী ও মুস্‌লিমের হাদীস বিশুদ্ধতা আর অনুসরণ উভয় দিক দিয়া সর্বসম্মত ভাবে গ্রহণ করিয়াছে তখন মনসূখ অথবা নির্দিষ্ট প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত উহা অবশ্যই অকাট্য বলিয়া গণ্য হইবে। যে হাদীস মুতাওয়াতর অপেক্ষা ন্যূন, উম্মত কর্তৃক মিলিতভাবে গৃহীত হইলে তাহা নিশ্চিত

ان الذي اورده البخارى ومسلم مجتمعين ومنفردين باسنا ديهما المتصل' دون ماسياتى استثنائه من المنتقد والتعاليق وشبههما مقطوع بصحته لتلقى الامة المعصومة فى اجما عها عن الخطاء كما وصفها صلے الله عليه وسلم بقوله: لا يجتمع امتى على ضلالة' ذلک بالقبول من حيث الصحة وكذا العمل مالم يمنع اسخ او تخصيص او نحوهما' وتلقى الامة للخبر المنحط عن درجة المتواتر بالقبول يوجب العلم النظرى كذا لابن الصلاح حيث صرح باختياره له' والجزم بانه هو الصحيح والا فقد سبقه الى القول بذلك فى الخبر التلقى بالقبول الجمهور من المحدثين والاصوليين وعامة السلف بل وكذا غيرواحد فى الصحيحين -

১) ফতাওয়া ইবনেতয়মিয়া, (১) ৪১০ পৃঃ।

প্রমাণ রূপেই গণ্য হইবে। ইহা হাফিয ইব্‌নুস্‌সালাহের অভিমত এবং তিনি স্বয়ং এই নিয়মেরই অনুসরণ করিয়াছেন আর দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, ইহাই সঠিক। ইব্‌নুস্‌সালাহের পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস ও অসূলীগণের সংখাগুরু দল এবং পূর্ববর্তী বিদ্বানগণও বুখারী ও মুস্‌লিমের হাদীস সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়াছেন।

উস্‌তায আবুইস্‌হাক ইস্‌ফ্রায়িনী (ওফাত ৪১৮ হিঃ) তাঁহার অসূলে লিখিয়াছেন, হাদীসশাস্ত্রবিশারদগণ এবিষয়ে একমত যে, বুখারী ও মুস্‌লিমের আস্‌ন আর মতন উভয়ই অকাট্যভাবে বিশুদ্ধ। এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। যে কথঞ্চিৎ মতভেদ রহিয়াছে, তাহা হাদীসের তরীকা আর রাবীদের লইয়া। অতএব যে ব্যবস্থা বুখারী ও মুস্‌লিমের হাদীসের বিরোধী হইবে, যদি হাদীসের অনুকূলে সেব্যবস্থার কোনরূপ পরোক্ষ ব্যাখ্যা

فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تاويل سائغ للخبر نقضنا حكمه -

করা সম্ভবপর না হয়, তাহাহইলে আমরা উহা বাতিল করিয়া দিব। কারণ বুখারী ও মুস্‌লিমের হাদীসগুলি রসূলুল্লাহর (দঃ) উম্মত কবুল করিয়া লইয়াছেন। আর কেহ কেহ বলেন, উম্মত কর্তৃক গৃহীত হইবার পূর্বে যেহেতু বুখারী ও মুস্‌লিমের "আহাদ" (এককভাবে বর্ণিত) হাদীসগুলির বিশুদ্ধতা শুধু ধারণামূলক ছিল, সুতরাং উম্মত কর্তৃক বরণ করিয়া লওয়ার পরও উক্ত হাদীসগুলির বিশুদ্ধতা ধারণামূলকই থাকিয়া যাইবে, অকাট্য হইবেনা। যে হাদীসে বিশুদ্ধতার শর্ত পাওয়া যাইবে, সমুদয় ইমাম প্রকাশ্য হুকুমদৃষ্টে তাহাকে বিশুদ্ধই বলিয়াছেন। ইমাম নববীর উক্তিমত অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের অভিমত ইহাই। কিন্তু হাফিয সাখাবী বলেন, প্রকৃত কথা এই যে, হাফিয ইব্‌নুস্‌সালাহ একথাও বলিয়াছেন যে, পরবর্তী বিদ্বানগণও তাঁহার অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন। বুখারী ও মুস্‌লিমের হাদীসগুলির বরণীয় হওয়া সম্বন্ধে ইব্‌নুস্‌সালাহ যে ইজ্‌মার দাবী করিয়াছেন, তাহা তাঁহার একক উক্তি নয়, ইমা-

قد وافق اختيار ابن الصلاح جماعة من المتا خرين مع كونه لم ينفرد بنقل الاجماع على

www.ahlehadeethbd.org

মুলহারামায়েনের উক্তি তেও ইহার ইঙ্গিত রহিয়াছে।

التلقى' بل هو فى كلام امام الحرمين ايضا -

ইমামুলহারামায়েন বলেন, বুখারী ও মুস্‌লিমের হাদীস অকাট্য হইবার কারণ এই যে, মুস্‌লিম বিদ্বানগণ উহার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইজ্‌মা করিয়াছেন। হাফিয ইব্‌নেতাহিরও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন।

لاجماع علماء المسلمين على صحتها -

হাফিয সাখাবী বিখ্যাত তাবেয়ী ফকীহ আতা বিন আবি রাবাহের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যে, উম্মত যেবিষয়ে ইজ্‌মা করিয়াছে, তাহা সনদ দ্বারা প্রমাণিত বিষয় অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। হাফিযুলইস্‌লাম ইব্‌নেহজর বলিয়াছেন, যে হাদীসের বিশুদ্ধতায় ইজ্‌মা ঘটিয়াছে, তাহার অকাট্যতা সনদের প্রাচুর্য দ্বারা প্রমাণিত হাদীস অপেক্ষা অধিকতর বলিষ্ঠ। আবার যেসকল আনুসঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা হাদীসের নিশ্চয়তা সাব্যস্ত হইয়া থাকে, সেগুলি অপেক্ষাও ইজ্‌মা ঢের বেশী শক্তিশালী। বুখারী ও মুস্‌লিমের হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে যে ইজ্‌মা ঘটিয়াছে, তাহার সহিত আনুসঙ্গিক প্রমাণগুলিও যদি যুক্ত করা হয়, তাহাহইলে উহাদের অকাট্যতা সম্বন্ধে কোন দ্বিধারইঅবকাশ থাকেনা। আনুসঙ্গিক প্রমাণগুলি নিম্নরূপ: সহীহ বুখারী ও সহীহ মুস্‌লিম গ্রন্থদ্বয়ের গৌরবান্বিত আসন, উভয় গ্রন্থেতার বিদ্যাবত্তার গভীরতা, হাদীসশাস্ত্রের অভিজ্ঞতায় তাঁহাদের অগ্রগণ্য হওয়া, শুদ্ধাশুদ্ধির বিচারে তাঁহাদের সুতীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা এবং আপন যুগে ইজ্‌তিহাদ ও ইমামতের সর্বোন্নত আসনে তাঁহাদের সমাসীন হওয়া।

وهى جلالة قدر مصنفيهما و رسوخ قدمهما فى العلم و تقدمهما فى المعرفة بالصناعة وجودة تمييز الصحيح من غيره وبلوغهما اعلى المراتب فى الاجتهاد والامامة فى وقتهما -

হাফিযুলইসলাম ইব্‌নেহজর শারহে "নুখবাতুল-ফিক্‌র" পুস্তকে লিখিয়াছেন, প্রকৃত সঠিক কথা এইযে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুস্‌লিমের হাদীসগুলির বিশুদ্ধতা অকাট্য অথবা ধারণামূলক হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ শাব্দিক মতভেদমাত্র, প্রকৃত মতভেদ নয়। কারণ যাঁহারা অকাট্য বলিয়াছেন তাঁহারা শর্ত লাগাইয়া দিয়াছেন যে, প্রামাণিকতার সাহায্যে অকাট্য বিশ্বাস অর্জিত হইয়াছে আর যাঁহারা অস্বীকার করিয়াছেন তাঁহারা অকাটাতাকে মুতাওয়াতর হাদীসের জন্য সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। মুতাওয়াতর ছাড়া সমুদয় হাদীসের প্রামাণিকতা তাঁহাদের কাছে ধারণামূলক। কিন্তু তাঁহাদের কেহ একথা অস্বীকার করেননাই যে, যেহাদীসের প্রামাণিকতার আনুসঙ্গিক প্রমাণ রহিয়াছে, তাহা যে হাদীসের আনুসঙ্গিক প্রমাণ নাই, তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক অগ্রগণ্য। অতঃপর ইব্‌নেহজর আনুসঙ্গিক প্রমাণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনিও সাখাবীর মত বলিয়াছেন, কখন কখন এককভাবে বর্ণিত হাদীসও আনুসঙ্গিক প্রমাণের সাহায্যে অকাট্য গণ্য হইয়া থাকে আর ইহাই সঠিক অভিমত। আর যে-"খবরে আহাদ" আনুসঙ্গিক প্রমাণের বলে অকাট্য হাদীসে পরিণত হইয়াছে, তাহার বহুবিধ প্রকরণ রহিয়াছে: প্রথম ও শ্রেষ্ঠতম প্রকরণ হইতেছে যেসকল হাদীস বুখারী ও মুস্‌লিম মিলিত ভাবে তাঁহাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই সকল হাদীসের মধ্যে যেগুলি "মুতাওয়াতর" অর্থাৎ পৌনঃপুনিক নয়, "আহাদ" হওয়া সত্ত্বেও উহাদের অকাট্যতার অনেকগুলি আনুসঙ্গিক প্রমাণ রহিয়াছে। এই ধরণের আনুসঙ্গিক প্রমাণের মধ্যে একটি হইতেছে হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুস্‌লিমের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরবান্বিত স্থান। দ্বিতীয়, হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাই করা সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞানের গভীরতা সমুদয় হাদীস-শাস্ত্রবিশারদ অপেক্ষা অধিক হওয়া। তৃতীয়, উম্মতেমুস্‌লিমার বিদ্বানগণ তাঁহাদের গ্রন্থ দুইখানাকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। তৃতীয় আনুসঙ্গিক প্রমাণ

www.ahlehadeethbd.org

অর্থাৎ উভয় সহীহগ্রন্থকে বিদ্বানগণের বরণ করিয়া অবশ্য ও অনুসরণীয় রূপে স্থিরীকৃত করা সনদের প্রাচুর্য দ্বারা প্রমাণিত হাদীসের তুলনায় প্রত্যক্ষ বিশ্বাস অর্জনের পক্ষে বহুগুণ অধিক শক্তিশালী[১]।

সহীহ গ্রন্থদ্বয়ের এমন দুইটি হাদীস যাহা পরস্পর-বিরোধী, অকাট্য বলিয়া গণ্য হইবেনা। কারণ পরস্পর-বিরোধী হাদীসের মধ্যে একটিকে অগ্রগণ্য করার এক-মাত্র পন্থা হইতেছে যদি একটির বিশুদ্ধতার কোন ত্রুটি আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয়। ইহা সম্ভবপর না হইলে একটিকে অপরের অগ্রগণ্য করার কোন উপায় নাই আর দুইটি পরস্পর বিরোধী হাদীস যুগপৎ ভাবে অকাট্য হইতে পারেনা। দীন প্রবন্ধকার মনে করে, ইহা একটি কাল্পনিক অবস্থা মাত্র! অভিন্ন শ্রেণীর দুইটি বিশুদ্ধ হাদীসের পরস্পর বিরোধী হওয়া আদৌ সম্ভবপর নয়। যাহা বিরোধ বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে অনুমিত হইতেছে, হয় তাহা প্রকৃত বিরোধ নয় আর সত্যই যদি হাদীস দুইটি পরস্পর বিরোধী হয়, তাহাহইলে প্রামাণিকতার দিক দিয়া উভয় হাদীস তুল্য নয়। আমি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ইতিপূর্বে এবিষয়ে সম্যক আলোচনা করিয়াছি।

যাহাহউক, হাফিয ইবনেহজর বলেন যে, এই-ধরণের এবং যেকয়েকটি হাদীস সম্বন্ধে হাদীসশাস্ত্র-বিশারদগণ দোষ অন্বেষণ করিতে চাহিয়াছেন, সেগুলি ব্যতীত বুখারী ও মুস্‌লিমের সমুদয় হাদীসের অকাট্য হওয়া সম্বন্ধে বিদ্বানগণের ইজ্‌মা ঘটিয়াছে। وما عدا ذلك فالا جماع حاصل على تسليم صحته -

ইবনেহজর আরও বলিয়াছেন, যদি কেহ আপত্তি করে যে, বুখারী ও মুস্‌লিমের হাদীসগুলি অনুসরণ করা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে ইজ্‌মা হইয়াছে বটে, কিন্তু সেগুলির বিশুদ্ধতায় বিদ্বানগণের ইজ্‌মা হয়নাই, তাহা-হইলে আমরা একথার প্রতিবাদ করিব। আমরা বলিব যে, বিদ্বানগণ সমুদয় বিশুদ্ধ হাদীসেরই অনুসরণকে ওয়াজিব বলিয়াছেন, বুখারী ও মুস্‌লিমের বহির্ভূত সহীহ হাদীসগুলির অনুসরণও। এক্ষণে তাঁহাদের রেওয়ায়ত-গুলিকে অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের রেওয়ায়তের তুল্যাসন দানকরা হইলে বুখারী ও মুস্‌লিমের রেওয়ায়তের কোন গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বই অবশিষ্ট থাকেনা অথচ বিদ্বানগণ ইজ্‌মা করিয়াছেন যে, কেবল বিশুদ্ধতার দিক দিয়াও তাঁহাদের রেওয়ায়ত অপরাপর মুহাদ্দিসের বিশুদ্ধ রেওয়ায়ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেসকল বিদ্বান একথা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, বুখারী ও মুস্‌লিমের হাদীস দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করা যায়, উস্‌তায আবু-ইস্‌হাক ইস্‌ফ্রায়িনী আর আহলেহাদীস ইমাম আবু আবদুল্লাহ হুমায়দী ও আবুলফয্‌ল ইবনে-তাহের তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত।

والا جماع حاصل ان لهما مزية فيما يرجع الى نفس الصحة' وممن صرح بافادة ماخرجه الشيخان العلم النظرى الاستاذ ابو اسحق الا سفرايينى ومن ائمة الحديث ابو عبد الله الحميدى وابو الفضل بن طاهر وغيرهما - ويحتمل ان يقال المزية المذكورة كون احاديثهما اصح الحديث -

বুখারী ও মুস্‌লিমের হাদীসের শ্রেষ্ঠত্বের এতাৎ-পর্যও গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, অপরাপর মুহাদ্দিসের হাদীস বিশুদ্ধ হইলে তাঁহাদের হাদীসগুলি পরম বিশুদ্ধ[১]।

বুখারী ও মুস্‌লিম কর্তৃক স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হাদীস-গুলি সম্বন্ধে মুহাদ্দিস ইবনুস্‌সালাহ তাঁহার উলুমুলহাদীসে লিখিয়াছেন, যেসকল হাদীস কেবল বুখারী অথবা কেবল মুস্‌লিম রেওয়ায়ত করিয়াছেন, সেগুলিও অকাট্য ভাবে বিশুদ্ধ। কারণ উম্মত উভয় গ্রন্থ বরণ করিয়া লইয়াছে আর একথা আমি ইতি-পূর্বে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি— কয়েকটি মুষ্টিমেয় কথা ছাড়া, সেগুলি হাদীসশাস্ত্র বিশারদগণের একান্ত সুপরিচিত[২]।

وما تفرد به البخارى او مسلم مندرج فى قبيل مايقطع بصحته لتلقى الامة كل واحد من كتا بيهما بالقبول على الوجه الذى فصلناه من حالهما فيما سبق' سوى احرف يسيرة وهى معروفة عند اهل هذا الشان -

আল্লামা মুহাম্মদ মুঈন সিন্ধী হানাফী তাঁর "দিরাসা-তুল্‌বীব" নামক অনুপম গ্রন্থে এবিষয়ে যে বিস্তৃত আলো-চনা করিয়াছেন, আমি তার কিয়দংশের অনুবাদ নিম্নে

১) শরহে নুখ্‌বা, ১২ ও ১৩ পৃঃ (মুজ্‌তাবায়ী, দিল্লী)।

১) শরহে নুখ্‌বাতুলফিক্‌র ১৩ পৃঃ।
২) উলুমুলহাদীস ১২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রদান করেছেন। তিনি লিখিয়াছেন, ইমাম সিরাজুদ্দীন বুলকীনী (৭২৪—৮০৫) বলেন, নববী ও ইব্নে আব্দুস্সালাম আর তাঁহাদের অনুসারীরা বুখারী ও মুস্লিমের হাদীসের অকাট্যতা সম্বন্ধে যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য। কারণ হাফিয ইব্নুস্সালাহের অনুরূপ উক্তি পরবর্তী লেখকগণ শাফেয়ী, হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী চারি মযহবেরই বিদ্বানগণের প্রমুখাৎ উধৃত করিয়াছেন। যথা, শাফেয়ীদের মধ্যে আবুইস্হাক ও আবুহামেদ ইস্ফ্রায়িনী, কাযী আবুত্তৈয়েব তাবারী ও শায়খ আবুইস্হাক সিরাজী। হানাফীগণের মধ্যে ইমাম সরখ্সী, মালেকীগণের মধ্যে কাযী আবদুল ওয়াহহাব আর হাম্বলী ইমামগণের মধ্যে হাফেয আবুইয়োলা, আবুলখাত্তাব ও ইব্নুয্যাগোনী। এতদ্ব্যতীত আশ্আরীগণের মধ্যে ইব্নেফোরক ও অধিকাংশ আহলেকালাম আর আহলেহাদীস ইমামগণের ছোটবড় সকলেই বুখারী ও মুস্লিমের হাদীসের অকাট্য হওয়া সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কি ইব্নেতাহির মক্দসী (ওফাত ৫৭ হিঃ) এমন কথাও বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, বুখারী ও মুস্লিম যেসকল হাদীস তাঁহাদের গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেননাই, অথচ তাঁহাদের শর্ত অনুসারে অপরাপর বিদ্বানগণ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, সেগুলিও বুখারী ও মুস্লিমের হাদীসের মতই অকাট্য হইবে।[১]

আমি বলি, বুখারী ও মুস্লিমের হাদীস অকাট্য হওয়া সম্বন্ধে আল্লামা মুঈন যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি শায়খুলইস্লাম ইব্নেতয়মিয়ার প্রদত্ত তালিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই তালিকাটি হাফিয ইব্নেকসীর তাঁহার উস্তায ইব্নেতায়মিয়ার বাচনিক স্বীয় অস্সুলেহাদীসের পুস্তকে উধৃত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ইব্নুস্সালাহ যে সিদ্ধান্তে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, وانا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وارشد اليه -

আমি নিজেও সেই সিদ্ধান্তে তাঁহার অনুগামী[২]। হাফিয সুয়ূতীও এই অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ইহা ব্যতীত আমি وهذا الذى اختاره ولا اعتقد سواه অন্য কিছু মানিনা[৩]।

আল্লামা মুঈন বলেন, হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী উভয়পক্ষের বক্তব্য অর্থাৎ বুখারী ও মুস্লিমের যেসকল হাদীস মুতাওয়াতর নয়, সেগুলির বিশুদ্ধতা ধারণামূলক অথবা অকাট্য, সেসম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন, বিশেষজ্ঞদের অভিমত হাফিয ইব্নুস্সালাহের স্বপক্ষেই। যাঁহারা বিজ্ঞ, তাঁহারা বুঝিয়া লইয়াছেন যে, ইব্নুস্সালাহ আহ্লেহাদীস বিদ্বানগণের ইজ্মার সঙ্গী আর মযহব চতুষ্টয়ের বিদ্বানগণ তাঁহার সহচর আর মুতাকাল্লিমীন আশ্আরীগণও তাঁহার সমর্থক। এই এই আশ্আরীরা যুক্তিবাদের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা সঠিক দৃষ্টিসম্পন্ন, যেমন আহ্লেহাদীসগণ হাদীসশাস্ত্রের নৈপুণ্যে আর পরম্পরাগত বিদ্যায় সকলের শীর্ষস্থানীয়। আবার পরবর্তী যুগের বিদ্বানগণও তাঁহার সমর্থন জানাইয়াছেন, ইঁহাদের দৃষ্টি সুগভীর আর পূর্ববর্তীদের উক্তির বিচার আর পরখ করা সম্পর্কে ইঁহারা বিশেষভাবে সুদক্ষ। সুতরাং ইমাম নববীর সমর্থকগণ যদি সংখ্যাবহুলও হন তথাপি তাঁহাদের উক্তি মুহাক্কিক বিশেষজ্ঞ বিদ্বানদের উক্তির সমকক্ষতা লাভ করার যোগ্য বিবেচিত হইতে পারেনা। সৈয়েদ মুঈন বলেন, আমার বিবেচনায় মতভেদমূলক বিষয়ে সংখ্যার বাহুল্য অপেক্ষা প্রমাণের বলিষ্ঠতাকেই অগ্রগণ্য করা উচিত, অবশ্য যেক্ষেত্রে প্রমাণ অপ্রকাশ্য, সেস্থানের কথা স্বতন্ত্র[৪]।

বিগত শতকের স্বনামধন্য হানাফী ফকীহ ও অস্লী আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (১২৬৪—১৩০৪)ও তাঁহার "যফ্রুলআমানী" নামক অস্ল গ্রন্থে ইব্নুস্সালাহের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তাঁহার পুনরুক্তির উধৃতি অনাবশ্যক[৫]।

(ক্রমশঃ)

১) দিরাসাতুললবীব, ১০ম দিরাসা ৩১০ পৃঃ [নূতন সংস্করণ]

২) আলবাএসুল হসীস ৮ পৃঃ।

৩) তদ্রীবুর্রাবী ৪২ পৃঃ।

৪) দিরাসাত ৩১৩—৩১৪ পৃঃ।

৫) যফ্রুল আমানী ৬৪ পৃঃ [চশমায় করেম]

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একটি গভীর পুরাতন ষড়যন্ত্র

(১৩)

মূল—স্যর-উইলিয়ম হাণ্টার

অনুবাদ—মওলানা আহমদ আলী
মেছাঘোনা, খুলনা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আচ্ছালামু আলায়কুম, তোমাদের প্রতি কল্যাণ বর্ষিত হউক। মোল্লা কাদের এখানে ইমাম সাহেবের একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং উহাকে ইমাম সাহেবের সজীব দেহ বলিয়া প্রচার করিতেছে। দর্শনার্থীদের নিকট হইতে তাঁহার অসি স্পর্শ অথবা বাক্যালাপ না করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে দেওয়া হইতেছে। মোল্লা কাদের আরও বলিতেছে যে, "যদি কোন দর্শনার্থী এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, তাহাহইলে ইমাম সাহেব আরও চৌদ্দ বৎসরের জন্য অদৃশ্য হইবেন"। মোল্লা কাদিরের এই কথার উপর আস্থা বশতঃ দর্শনার্থীগণ দূরে দাঁড়াইয়া ইমাম সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদনপূর্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকে। দীর্ঘদিন এই ভাবে চলার পর অনেকেরই মনে ইমাম সাহেবের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া বাক্যালাপ করার প্রবল ইচ্ছা হওয়ায় মোল্লা কাদির তাহাদিগকে বলে যে, "ইমাম সাহেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে খাদেমদের হস্তস্থিত পিস্তলের গুলিতে জীবন দিতে হইবে"। অতঃপর পত্রলেখক কিরূপ কাকুতিমিনতি জানাইয়া এবং কিরূপ প্রতিজ্ঞা দ্বারা মোল্লা কাদিরকে রাজি করিয়া সেই মূর্ত্তির সন্নিকটে গিয়া প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন সেইসমস্ত বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা কাষ্ঠ ও তৃণনির্মিত এবং ছাগ চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত একটি মনুষ্য মূর্ত্তি এবং উহাকেই দীর্ঘ দিন ধরিয়া ইমাম সাহেব বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হইতেছে। আমি মোল্লা কাদিরের নিকট ইমাম সাহেবের নামে এইরূপ জালিয়াতি চালাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে তিনি বলেন যে, "সবই ঠিক আছে তবে ভক্তবৃন্দের ঈমান পরীক্ষার্থে তিনি তাদের নিকট ঐ প্রকার মূর্ত্তির আকারে প্রকটিত হয়েন।" যাহাহউক, জালিয়াতকারীদিগের চক্রান্ত প্রকাশিত হওয়ার পর মুজাহিদগণের অনেকেই ছাউনী ত্যাগ করিয়া জন্মভূমির দিকে রওয়ানা দিয়াছে এবং আমিও আল্লাহর অনুগ্রহে শয়তানি চক্রান্তের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ঈমান রক্ষা করিতে পারিয়াছি।"

(অনুপম ত্যাগ ও চরিত্র নিষ্ঠার দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই শক্তিশালী আন্দোলনটিকে পণ্ড করিবার মতলবে চালিত হইয়া বৃটিশ কুটনীতি যে ব্যাপক চক্রান্ত জাল বিস্তৃত করিয়াছিল এই বর্ণনাকারীটিকে সেই জালেরই একটি শিকার বলিয়া মনে হইতেছে। অন্যথায় শহীদ সৈয়দ সাহেবের ঘটনাবলী লইয়া যেসমস্ত পুস্তক রচিত হইয়াছে উহার কোন একখানিতেও এই প্রকার কাহিনীর নামগন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। তবে সৈয়দ সাহেবের শাহাদত সম্বন্ধে তাঁহার অনুবর্তীদের মধ্যে যে মতদ্বৈধতা ছিল ইতিহাস হইতে উহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ১২৪৬ হিজরীর ২৪শে জিলকদ (ইং ১৮৩১ সাল জুন) বালাকোটের সমরক্ষেত্রে হযরত সৈয়দ আহমদ মওলানা মোহাম্মদ ইছমাঈল এবং আরও অসংখ্য অনুগামীসহ শাহাদত বরণ করেন। কিন্তু সৈয়দ সাহেবের লাশ না পাওয়ায় অনেকের মনে তাঁহার অন্তর্ধান হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দেয়। তাঁদের মনে এরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া উঠে যে, সৈয়দ সাহেব নিহত হননাই, বরং যুদ্ধক্ষেত্রের ধূলি ঝঞ্ঝার মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া অদৃশ্য স্থানে চলিয়া গিয়াছেন এবং উপযুক্ত সময়ে পুনঃ আবির্ভূত হইয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্ব করিয়া ভারত হইতে ইংরাজ শক্তিকে বিতাড়িত করিয়া খুলাফায়ে রাশেদীনের নীতির ভিত্তিতে ভারতে শরিয়তি-শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কিন্তু যতই দিন অতীত হইতে রহিল ততই এই ধারণাও শিথিল হইয়া চলিল। পরে আন্দোলনের পরবর্তী নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে উহা লইয়া মতদ্বৈধতা দেখা দিল। প্রথমতঃ এই আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল দিল্লী-নগরে এবং হযরত শাহ আবদুলআজিজ দেহলভির দৌহিত্র শাহ মোহাম্মদ ইছহাক ও মোহাম্মদ ইয়াকুব উহার নেতৃত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু সৈয়দ সাহেবের শাহাদৎ সম্বন্ধে তাঁহারা স্থির নিশ্চিত হইয়া হেজাজে হিজরত করেন। অতঃপর পাটনায় মওলানা বেলায়েত আলী ও এনায়েতআলী ভ্রাতৃদ্বয় উহার নেতৃত্বভার গ্রহণপূর্বক দিল্লী হইতে উহার কেন্দ্রস্থল পাটনার বিখ্যাত সাদেকপুরে স্থানান্তরিত করেন। এই ভাবে বালাকোটের ঘটনার পর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল পর্যন্ত সৈয়দ সাহেব শাহাদাত প্রাপ্ত না জীবিত, ইহা লইয়া তাঁহার অনুগামীদের মধ্যে প্রবল মতদ্বৈধতা বিদ্যমান ছিল। হাল যুগের সুভাষচন্দ্র বসুর ঘটনা লইয়া আলোচনা দ্বারাও উহার কিছুটা অনুমান করা যাইতে পারে। সৈয়দ আহমদ সাহেব অলৌকিক ঘটনাবলীর অধিকারী সাধুপুরুষ, আর সুভাষ চন্দ্র বসু একজন অসীম সাহসী বিপ্লবী রাজনীতিক। বিমান দুর্ঘটনায় তাঁহার জীবনাবসানের সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর প্রায় চৌদ্দ বৎসর অতিক্রম করিল তবুও তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার ভক্তদের অনেকের মনে এখনও সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। (অনুবাদক)

যাহাহউক, ইমাম সাহেবের অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে এই প্রকার রহস্য উদ্ঘাটিত হওয়ার পর বিদ্রোহীদের আড্ডা নিশ্চিহ্ন হওয়ার যে নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, পাটনার খলিফা সাহেবের প্রাণপণ চেষ্টায় তাহা আবার নবোদ্যমে শক্তিশালী হইতে আরম্ভ করিল। তিনি বাংলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অসংখ্য প্রচারক প্রেরণপূর্বক মুসলমানজনসাধারণে এরূপ প্রবল ধর্ম্মোন্মাদনা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন, যেমনটি ইতিপূর্বে আর কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। খলিফাদ্বয় (মওলানা বেলায়েত আলী ও ইনায়েত আলী) সশরীরে সমগ্র বঙ্গদেশ ভ্রমণান্তে বোম্বাই প্রদেশে ভ্রমণ শেষ করিয়া হায়দারাবাদের নিজাম রাজ্য ও মধ্যপ্রদেশকে প্রচারের কেন্দ্রস্থল করিয়া লইলেন। ইনায়েতআলী প্রথমভাগে রাজশাহি জেলায় প্রচার সমাপ্ত করিয়া মালদহ জেলায় গমন করেন এবং তথা হইতে মধ্যপ্রদেশে গিয়া প্রচারের ঘাঁটি স্থাপন করেন। ইতিপূর্বে তিনি নাদীয়া ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী জেলা ভ্রমণ করেন। দলের অন্যতম প্রচারক মওলবী কারামত আলী [ইনি বঙ্গ বিখ্যাত জৌনপুর নিবাসী মওলানা কারামত আলী। [অনুবাদক] ফরিদপুর হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ববঙ্গের বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং নোয়াখালি প্রভৃতি জেলায় প্রচার কার্য্য চালাইতে ছিলেন। জয়নুলআবেদীন নামক হায়দারাবাদের এক ব্যক্তিকে বেলায়েত আলী মুরিদ করিয়াছিলেন, পীরের আদেশে তিনি উত্তর ও পূর্ববঙ্গের রংপুর, বগুড়া এবং শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলা সমূহের কৃষকদিগের মধ্যে জেহাদী উত্তেজনা সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের দলে আরও অনেক প্রচারক ছিল। [কলিকাতা রিভিউ সি, আই, সি খণ্ড]

তাঁহারা এরূপ নিপুণতা সহকারে এবং সুপরিকল্পিত ভাবে প্রচারকার্য্য চালাইয়া ছিলেন যে, যেসমস্ত লোক একবার তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহারা জেহাদে যোগদান পূর্বক প্রাণোৎসর্গ করিবার জন্য পাগল পারা হইয়া উঠিয়াছে। এই ভাবে প্রতি জেলার জন্য এক একজন দায়িত্বপূর্ণ প্রচারক নিযুক্ত করিয়া তাহার অধীনে অসংখ্য প্রচারক রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা জনসাধারণের মধ্যে গিয়া আত্মশুদ্ধি, ও ঈমানের সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া কর্ম্মনিষ্ঠার তালিম দিয়া ধর্ম্মোন্মাদনা জাগাইয়া জেহাদে যোগদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিত। এই সমস্ত প্রচারক আপনাপন জীবনের সুখ আরামের কথা বিস্মৃত হইয়া স্বার্থশূন্য অবস্থায় বিরামহীন গতিতে প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। পাটনার কেন্দ্রীয় প্রচার সমিতি হইতে তাহাদিগকে সর্বদা সকলপ্রকার সাহায্য ও উপদেশ যোগানো হইতেছিল। ষড়যন্ত্রকারীগণ বাংলায় কিরূপ বিস্ময়কর শক্তি অর্জন করিয়াছিল সেকথা লইয়া পরে আলোচনা করিব। এই জেহাদী প্রচারকবৃন্দ দক্ষিণ ভারতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জনসাধারণের মধ্যে যে জেহাদী উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার ফলে অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোক গণও জেহাদের ব্যয় নির্বাহার্থ আপনাপন অর্থ হইতে হীরা জওহর মণ্ডিত মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার খুলিয়া দিবার জন্য পরস্পর প্রতিযোগীতায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে তাহারা অসংখ্য রংরূট ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া মুজাহিদ ক্যাম্পে প্রেরণ করিয়াছিল। তাহারা প্রতিটি মুসলমান অধ্যুষিত জনপদে উপস্থিত হইয়া আপামর-জনসাধারণকে জেহাদের নামে উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। যদিও বাঙ্গালী মুসলমানের অফুরন্ত সাহায্য এবং অসীম ত্যাগ এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল, তবুও অন্যান্য প্রদেশবাসী মুসলমানগণও অনেক দিন পর্য্যন্ত একইভাবে আন্দোলনে শক্তি যোগাইয়াছে। পাটনার ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন যে, "এই সমস্ত প্রচারক আমাদের জেলাসমূহের ঘন বসতী সমন্বিত নগর ও গ্রামসমূহে গিয়া সরকারী কর্মচারীদের চোখের উপর নির্ভিক ভাবে বিদ্রোহের বিষ ছড়াইয়া এই প্রকার ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে। [১৮৬৫ সালে পাটনার ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্ট]

আন্দোলনের এই প্রকার বিস্ময়কর উন্নতি এবং ব্যাপক প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণের অনুসন্ধান করিতে চাহিলে উহার প্রবর্তক সৈয়দ আহমদ সাহেবের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। সৈয়দ আহমদ সাহেব স্বীয় জীবনকে পয়গম্বরের পূতজীবনাদর্শের ভিত্তিতে গঠনের জন্য কঠোর আত্মশুদ্ধির সাধনায় লিপ্ত হইয়া যে উন্নতজীবন লাভ করিয়াছিলেন তাহাকে অনন্যসাধারণ বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা। অতঃপর যে দুইটি নীতিকে ভিত্তি করিয়া পয়গম্বর বা সংস্কারকগণ প্রচারজীবন আরম্ভ করিয়াছেন, সৈয়দ আহমদও সেই খোদার একত্ব এবং সামাজিক সাম্য ও পবিত্রতার নীতির ভিত্তির উপরে প্রচার আরম্ভ করেন। তিনি প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষদের ন্যায় দৃঢ় আস্থার সহিত ইস্‌লামের আদর্শের নামে মানুষের অন্তরের নিকট বিচারপ্রার্থী হইয় ছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বদেশবাসী মুসলমানদের ইস্‌লামের মৌলিক আদর্শের প্রতি অনুরাগ প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। কয়েক শতাব্দীকাল পৌত্তলিক হিন্দুর সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকার দরুণ মুসলমানদের ধর্ম্মবিশ্বাস এবং আচার আচরণ ও ক্রিয়াকাণ্ডসমূহে বহুল পরিমাণে শেরেক ও বেদআত প্রবেশ করিয়াছে। ইসলামের আদর্শ এবং শিক্ষা ও সৌন্দর্য যে পৌত্তলিকতার মালিণ্য দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে তাহা তিনি বিশেষরূপে অনুভব করিয়া উহার সংস্কারের জন্য বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। যদিও জীবনের প্রথম ভাগে তিনি একজন লুণ্ঠনকারী দলপতির দলে ভিড়িয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁহার অনুগামীদের অনেকে সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, (স্যর হাণ্টারের এই উক্তি ঠিক নয় —অনুবাদক) তবুও তাঁহার মধ্যবর্তী জীবনে তিনি যেভাবে কঠোর সাধনা দ্বারা নিজের জীবনকে আধ্যাত্মিকরসে রঞ্জিত করিয়া আদর্শস্থানীয় হইয়া স্বীয় স্বদেশবাসী ও ভ্রাতৃবৃন্দকে পার্থিব. নৈতিক, রাষ্ট্রীক, আর্থিক এবং আধ্যাত্মিকে বন্দীত্বদশা হইতে মুক্ত করিবার জন্য বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই সত্য আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার না করিয়া পারিতেছিনা। তিনি সর্বদা খোদার ধ্যানে অন্তরকে ডুবাইয়া রাখিতেন এবং সেই সময় তাঁহার হৃদয়পটে খোদাপ্রেম উদ্বেলিত হইয়া ভাবাবিষ্টের অবস্থা ঘটাইত। বাহ্যিকভাবে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ ও ধৈর্যশীল দেখাইলেও তাঁহার অন্তর সর্বদাই ভাবোদ্বেলিত হইয়া থাকিত এবং সেজন্য অনেক সময় তাঁহার অচৈতন্য অবস্থা ঘটিত। যখন তাঁহার এই প্রকার সমাধিস্থ অবস্থা হইত, তখন তিনি রহস্যজনক আধ্যাত্মিক বাণী শুনিতে পাইতেন। অবশ্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা উহাকে মৃগীরোগ আখ্যা দিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতে পারি বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সৈয়দ আহমদ যে কঠোর আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারা জড়শক্তির উর্দ্ধে অবস্থিত আধ্যাত্মিক শক্তির সহিত পরিচিত হইতে পড়িয়াছিলেন, যুক্তিতর্কের জাল বুনিয়া সেই সত্যকে উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারেনা। বলাবাহুল্য এই রূহানি বা আত্মিক সাধনার পথে ভারতে যে দুইজন মহান আধ্যাত্মিক দীক্ষাগুরু বিদ্যমান ছিলেন। সৈয়দ আহমদ তাঁহাদের একজনের নিকট-হইতে পরম্পরাভাবে আত্মিক সাহায্য পাইয়াছিলেন। (সেই আত্মিক গুরুদ্বয়ের একজন হইতেছেন শাহ আবদুল অজিজ দেহলবী, দ্বিতীয় জন হইতেছেন মির্জা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দ্দিদে আলফেসানী শায়খ আহমদ সরহন্দী। (সৈয়দ আহমদ প্রত্যক্ষভাবে শাহ আবদুলআযীয [রঃ] এর নিকট তাসাওফে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পিতামহ মুজাদ্দিদে-আলফেসানীর নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন, অনুবাদক)

সৈয়দ আহমদ ১৮২০ সালে ৩৪ বৎসর বয়সে প্রচারজীবন আরম্ভ করেন, তিনি সুগঠিত, সুন্দর, সুদর্শন স্বাস্থ্যবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় প্রতিভাদীপ্ত এবং শ্মশ্রু ছিল আবক্ষ লম্বমান। তিনি অনাড়ম্বর ও সরল-জীবন যাপন, মিষ্ট-ভাষিতা এবং বিনয়, মধুর ব্যবহার দ্বারা সকলেরই চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম-শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানসীমাবদ্ধ থাকিলেও অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও বিশুদ্ধতা লইয়া তিনি প্রচার আরম্ভপূর্বক মুসলমানদের ব্যবহারিকজীবনে যেসমস্ত অনৈসলামিক আচার আচরণ প্রবেশ করিয়াছিল উহার সংস্কারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রচার আরম্ভ করেন। এই-জন্য তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষ বলিয়াছে যে, শরিয়ত সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অভাব বশতঃ ইস্‌লামের আদর্শ ও নীতি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি গোলযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যবর্গ এই যুক্তি মানিয়া লন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, তিনি সাধনালব্ধ জ্ঞান ও চরিত্র মাহাত্ম্যের অনুপ্রেরণায় চালিত হইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে দুইজন প্রতিষ্ঠাবান শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। তাঁহারা উভয়ই দিল্লীর জগদ্বিখ্যাত আলেমের নিকট (শাহ আবদুল আজিজ ও শাহ আবদুল কাদির) শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (মওলানা মোহাম্মদ ইছমাঈল ও মওলানা আবদুল হাই) বলাবাহুল্য সৈয়দ আহমদ সাহেবও তাঁহাদেরই (শাহ আবদুল আজিজ ও শাহ আবদুল কাদির) নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই দুইজন আলিম দিল্লীর একটি জগদ্বিখ্যাত আলেমের বংশধর। (শাহ ওলিউল্লাহর চারিপুত্র যথা, শাহ আবদুল আজিজ, শাহ আবদুল কাদির, শাহ রফি-উদ্দীন ও শাহ আবদুলগনি। এই শাহ আবদুলগনির পুত্র মওলানা মোহাম্মদ ইছমাঈল শহিদ, মওলানা আবদুল-হাই ছিলেন শাহ আবদুল আজিজের জামাতা—অনুবাদক] এবং তাঁহারা সুন্দর রূপে ইঁহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

তাঁহারা শরিয়তের মর্মস্থলে প্রবেশ করিতে পারিয়া-ছিলেন বলিয়াই মুসলমান সাধারণের বিশ্বাস ও আচার আচরণে যেসমস্ত অনৈসলামিক ঝঞ্ঝাট প্রবেশ করিয়াছিল উহার সংস্কারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া সংস্কারব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা উভয়েই তাঁহাকে আরবী ভাষায় স্বল্প জ্ঞানী কিন্তু তাসাউফ বা অধ্যাত্মিকবিদ্যায় গভীর তত্ত্বদর্শী বুঝিয়াই সৈয়দ আহমদকে ইমাম বা আধ্যাত্মিক গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন। যদিও সৈয়দ আহমদ সাহেবের আরবী ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান ছিলনা তবুও তাঁহারা যখন বুঝিলেন যে, সংস্কারকের জন্য যেরূপ নিষ্কলুষ চরিত্র এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন, সৈয়দ আহমদ সাহেবের চরিত্রে সেই সকল গুণাবলী পূর্ণ-মাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে তখন তাঁহারা দ্বিধাশূন্য চিত্তে তাঁহাকে গুরু স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহারা আরও প্রচার করিলেন যে, মুসলমানের বর্তমানের এই ধর্মীয় মালিন্য, সামাজিক দুর্নীতি, অর্থনৈতিক দৈন্য এবং রাষ্ট্রীয় অধঃপতন হইতে মুক্তির জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় সৈয়দ আহমদ আবির্ভূত হইয়াছেন।

মুসলমান সাধারণের মধ্যে প্রবাদবাক্যের আকারে ইসলামকে কলংক এবং মুসলমান সমাজকে অধঃপতন হইতে মুক্ত করিবার জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় যুগে যুগে এক-একজন করিয়া মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক আবির্ভূত হওয়ার যে কথা প্রচারিত রহিয়াছে, উক্ত আলেমশ্রেষ্ঠদ্বয় সৈয়দ আহমদ সাহেবকে সেই শ্রেণীর একজন মুজাদ্দিদ সাব্যস্ত করিয়া সেই অনুযায়ী প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ সৈয়দ আহমদ সাহেব ছিলেন শেষ পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদ [দঃ]এর বংশধর। দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারা তিনি যেরূপ আত্মিকসম্পন্ন হইয়াছিলেন, তাহাতে দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়বস্তুসমূহের গুণাগুণ ও স্বরূপ তিনি অতি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে আরও বলা হইত যে, আলী মুর্তজা ও নবী দুহিতা ফাতিমা জোহরা স্বপ্নে তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহেন এবং অনেক গুপ্ত রহস্য তাঁহার সম্মুখে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। সুতরাং পর্যায়ক্রমে যে দ্বাদশ ইমাম আবির্ভূত হইয়া ইসলামকে সংস্কার পূর্বক মনুষ্যজাতিকে সত্য ধর্ম ইসলামে দীক্ষিত করিবেন বলিয়া যে কথা প্রচলিত রহিয়াছে সৈয়দ

www.ahlehadeethbd.org

স্পেনের একজন বিপ্লবী চিন্তানায়ক

আফ্‌তাব আহমদ রহমানী এম, এ,

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

স্বীয় মিলাল ওয়ান্নিহালে জমহুর ইমামগণের সর্ববাদি-সম্মত মতবাদের বিরুদ্ধাচারণ করে যেমন ইবনেহাযম লিখিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকদের নবী হওয়া সম্ভব এবং যাদুর কোন অস্তিত্ব নেই ইহা একটী নজরবন্দী মাত্র, অনুরূপ-ভাবে মহল্লার নানাস্থানে তিনি জমহুর ইমামগণের মতের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। আমরা মহল্লার প্রথম খণ্ড হইতে মাত্র দু' চারটী উদাহরণ পেশ করে বর্তমান নিবন্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাব।

(১) নফ্‌ছ আর রূহ দু'টো একই বস্তু।

(২) কবরের মধ্যে দেহ পুনরুজ্জীবন লাভ করে-না। আযাবের জন্য মৃতব্যক্তির রূহকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়না। একটী মাত্র হাদিসে রূহকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তার বর্ণনা-কারী মিনহাল বিন আমর দুর্বল। অতএব রূহকে পুনরায় দেহের সঙ্গে যুক্ত করার প্রমাণ কোন সহিহ-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি।

(৩) আল্লাহতালার হাত, মুখ, চোখ ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবই আছে। এ সবের রূপক অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়। §

(৪) সমগ্র জাহানে ইস্‌লামে একই সময় একাধিক ইমাম হওয়া অবৈধ। তাঁর হাতে দুনয়ার প্রত্যেক

§ আল্লাহ পাকের হস্তপদাদি আর চোখ মুখ থাকার আভমত অভি-নব নয়। কুরআনে আল্লাহর যেসকল গুণের উল্লেখ রহিয়াছে, কেবল মু'তাযেলারাই সেগুলির রূপক অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে আল্লাহর চোখ মুখ বা হাতপা থাকিলেও সেগুলি কোন সৃষ্টজীবেরই অনুরূপ নয়। স্বয়ং ইবনেহযম স্বীকার করিয়াছেন,

وانه تعالى ليس كمثله شئ ولا يتمثل فى صورة شئ مما خلق -

কোন বস্তুই আল্লাহর অনুরূপ নয়। সৃষ্ট কোন বস্তুর আকৃতির সহিত তিনি তুলনীয় নন—মুহাল্লা [১] ৭ পৃঃ। পুনশ্চ ইবনেহযম লিখিয়াছেন,

ولا يشبهه عزوجل شئ من خلقه فى شئ من الا شياء -

সৃষ্টির সহিত কোন বিষয়েই মহিমান্বিত আল্লাহর সৌনাদৃশ্য নাই—ঐ [১] ২৯ পৃঃ। সুতরাং ইবনেহযমের কাছে আল্লাহর হস্তপদাদি থাকার অর্থ ইহা নয় যে, তাঁহার হস্তপদাদি মানুষের জ্ঞানগোচরের অন্তর্ভুক্ত কোন জীববিশেষের হস্তপদাদির ন্যায়! পক্ষান্তরে তিনি যেরূপ অনুপম, তাঁহার চক্ষু, বদনমণ্ডল ও হস্তপদাদি সমস্তই অতুলনীয় এবং ইহাই সাহাবা ও তাবেয়ী বিদ্বানগণের, আহ্‌লেহাদীসদের আর ইমাম চতুষ্টয়ের অভিমত—তর্জুমান সম্পাদক।

আহমদ যে তাঁহাদেরই একজন তাহা জোরের সহিত প্রচারিত হইল। যেহুইজন বিখ্যাত আলিমের পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, চরিত্রনিষ্ঠা, সেবা ও পরার্থপরতা এবং ত্যাগ-স্পৃহা সম্বন্ধে মুসলমানদের মনে সন্দেহের অবকাশ মাত্র ছিলনা, তাঁহারাই যখন সৈয়দ আহমদ সম্বন্ধে ঐ প্রকার উচ্চ ধারণা পোষণ পূর্বক প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া পাদুকা অপসরণ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার প্রতিটি কার্য্য নির্ব্বাহকরাকে গৌরবজনক বলিয়া মনে করিলেন, তখন মুসলমান সাধারণের অন্তরে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও ইমামত (নেতৃত্ব) সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রহিলনা। সুতরাং সৈয়দ আহমদ দৃঢ় প্রতীতির সহিত সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে মুসলমানের ঈমান (বিশ্বাস) আখলাক (চরিত্র) আমল (কর্ম) এবং আচার আচরণের সংস্কারের প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং উহাতে কিঞ্চিৎ সফলতা অর্জ্জনের পর ভারতে পুনরায় ইস্‌লামী-রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া জেহাদ সংগঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই জেহাদের দ্বারা তিনি যেভূভাগের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন, সেখানে সমাজ-তান্ত্রিক ইসলামি গণতন্ত্রানুযায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করি লেন। পেশোয়ার ও কাশ্মীর অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে আমিরুলমুমিনীন ঘোষণাপূর্ব্বক নিজের নামে সিক্কা জারি করিলেন। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুসলমানের বয়আত হওয়া ফরজ। ইমামের মৃত্যুর পর তিন দিন পর্যন্ত মুসলমানেরা ইমান-হীন হয়ে থাকতে-পারে, বেশী নয়।

(৫) হযরত খিযির (আঃ) নবী ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

৬। হযরত ঈছা (আঃ) বিনা বাপে পয়দা হয়েছিলেন এবং কিয়ামতের পূর্বে অবতীর্ণ হবেন এ সবই সত্য কিন্তু তিনি এখন এন্তেকাল করেছেন। ইব্নে হযম স্বীয় মহল্লা গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :—

وان عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب ولكن توفاه الله تعالى عزوجل ثم رفعه اليه وقال عزوجل (وما قتلوه وما صلبوه) وقال تعالى (انى متوفيك ورافعك الى) وقال الله تعالى عنه انه قال (وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد) وقال تعالى (الله يتوفى الانفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها) فالوفاة قسمان : نوم وموت فقط ولم يرد عيسى عليه السلام بقوله (فلما توفيتنى) وفاة النوم فصح انه انما عنى وفاة الموت - ومن قال انه عليه السلام قتل اوصلب فهو كافر مرتد حلال دمه وماله لتكذيبه القرآن وخلافه الاجماع ج١ ص ٢٣

অর্থাৎ হযরত ঈসা আলায়হেচ্ছালামকে হত্যাও করা হয়নি অথবা ক্রশবিদ্ধও করা হয়নি। অপিচ আল্লাহ তাঁহাকে "ওফাত" দান করেছেন। অতঃপর তাঁহাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন : [তাহারা হযরত ঈসাকে হত্যাও করেনি শূল বিদ্ধও করেনি]। আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি তোমাকে ওফাত দিব এবং তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নিব]। হযরত ঈসার উক্তি উদ্ধৃত করে আল্লাহতায়ালা বলছেন, [প্রভু হে, আমি যতদিন ওদের মাঝে ছিলাম ততদিন পর্যন্ত ওদের কৃতকর্মের সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর তুমি আমাকে "ওফাত" দান করার পর থেকে তুমিই ছিলে তাদের সাক্ষী। বস্তুতঃ তুমি প্রত্যেক জিনিষেরই সাক্ষী]। অন্যত্র আল্লাহতায়ালা বলেছেন : আল্লাহ প্রত্যেক জীবকে তার মৃত্যুর সময় ওফাত দিয়ে থাকেন, আর যেসব জীব মরেনা তাদেরকে ঘুমের সময় অর্থাৎ নিদ্রাকালে ওফাত দেন]। অতএব ওফাত মাত্র দু' প্রকার :—নিদ্রা ও মৃত্যু। এখন হযরত ঈসা [আঃ] তাঁর এ উক্তি—"অতঃপর তুমি আমাকে ওফাত দান করার পর"—দ্বারা কখনও "নিদ্রারূপ ওফাত" বুঝাতে চাননি। তা'হলে বুঝা গেল যে, তিনি "ওফাত" শব্দের দ্বারা মৃত্যুরূপ ওফাতই বুঝাতে চেয়েছেন। † যেব্যক্তি বলবে যে, হযরত ঈসা [আঃ] কে হত্যা করা হয়েছে অথবা তাঁকে ক্রশবিদ্ধ করা-হয়েছে সে কাফের ধর্মদ্রোহী ; তাকে হত্যা করা বিধেয়, তার ধন লুণ্ঠন করা জায়েজ, কারণ সে কোরানকে মিথ্যা বলেছে এবং সে ইজমার বিরোধিতা করেছে।

(৭) জান্নাতে নবীগণের পরই তদীয় সহধর্মিণীগণের স্থান হবে। সাহাবাগণের স্থান হবে নবীগণের পবিত্র আযওয়াজের পর। (৪৪ পৃঃ)

(৮) রূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত (ফানা) হয় না ; অন্য কোন শরীরে ও স্থানান্তরিত হয় না ; সবসময়ই আছে এবং তার মধ্যে জ্ঞান (عقل) ও অনুভূতিও (احساس) আছে। সে তার আমল অনুসারে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করতে থাকে। কেয়ামত পর্যন্ত তার এই অবস্থাই

† হযরত ঈসাকে সাময়িকভাবে মৃত্যুদান করার পর আকাশে উত্তোলিত করা হইয়াছে এবং কিয়ামতের পূর্বে তিনি পুনরায় দুনিয়ায় অবতরণ করিবেন—ইমাম ইবনেহযমের এই অভিমত তাঁহার পূর্ববর্তী বিদ্বানগণেরও কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন [ইবনেজরীর ও দুররেমনসুর দ্রষ্টব্য]। কিন্তু মৃত্যুর পর হযরত ঈসাকে পুনর্জীবিত করা হইবে, ইহার কোন অকাট্য প্রমাণ নাই। ইমাম ইবনেহযম সুরত আলেইমরান ও সুরত আলমায়েদার অন্তর্গত "ওফাত" শব্দ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহাদ্বারা হযরত ঈসা নিদ্রার ওফাত বুঝাইতে চাননাই। কিন্তু কেন বুঝাইতে চাননাই, তাহার কারণ ইমাম ইবনেহযম উল্লেখ করেননাই, অথচ স্বয়ং কুরআনেই নিদ্রার অর্থে ওফাতের প্রয়োগ রহিয়াছে এবং ইমাম সাহেব সে-আয়তটিও উল্লেখ করিয়াছেন। ওফাতের অর্থ নিদ্রা বা 'পূর্ণরূপে ধারণ করা' গ্রহণ করিলে হযরত ঈসার মৃত্যুর পর তাঁহাকে পুনর্জীবিত করার প্রয়োজন হয়না আর ইহা কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নতেরও বহির্ভূত। ইমাম সাহেবের এই অভিমত মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ প্রবাদ বাক্যেরই শামিল—তর্জুমান-সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

চল্‌বে। কেয়ামতের দিন প্রত্যেক রূহ নিজ নিজ দেহে প্রবেশ করতঃ জান্নাত অথবা জাহান্নামে যাবে। একমাত্র নবী ও শহীদগণের রূহ মৃত্যুর পরেপরেই জান্নাতের আরাম উপভোগ করার অধিকারী হয়। (২৫—২৬)

সর্ববাদীসম্মত মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করে ইমাম ইবনে-হায্‌ম যাহেরী যেসব মতামত পেশ করেছেন তন্মধ্যে একটি অদ্ভুত মত হল এই যে, তিনি সিহাহসেত্তার অন্যতম প্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থ তিরমিযীর সংকলক ইমাম আবুঈসা তিরমিযীকে অজ্ঞাত ও অপরিচিত (مجهول) বলে আখ্যাত করেছেন। কিন্তু মুহাদ্দেসীন একবাক্যে ইবনে-হাযমের এ মতের তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছেন যে, এটা ইমাম তিরমিযী সম্বন্ধে ইবনেহাযমের অজ্ঞতারই পরিচায়ক। আবু আবদুল্লাহ আয্‌যহাবী স্বীয় মিযানুল-এতেদাল গ্রন্থে লিখেছেন :—

"হাফেযুলইসলাম আবু ঈসা তিরমিযীর জ্ঞানগরিমা সর্ববাদীসম্মত। তাঁর সম্বন্ধে আবু মুহাম্মদ বিন হাযম যে-মত প্রকাশ করেছেন তা' ভ্রূক্ষেপেরও যোগ্য নয়। আসল কথা এই যে, ইবনে হাযম ইমাম তিরমিযী ও তাঁর গ্রন্থ জামে তিরমিযীর সহিত মোটেই পরিচিত ছিলেননা। (১)

হাদিস শাস্ত্রের বিখ্যাত সমালোচক ও নবম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেস হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী স্বীয় তাহযীবুততাহযীব গ্রন্থে ইমাম তিরমিযীর বৈশিষ্ট ও গুণাবলী লিপিবদ্ধ করার পর লিখেছেন :—

আবু মহাম্মদ বিন হাযম ইমাম তিরমিযীকে "অপরিচিতি" বলে আখ্যাত করে স্বীয় অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি ইমাম তিরমিযী সম্বন্ধে কিছুই জান্‌তেননা এবং তাঁর গ্রন্থাবলী সম্বন্ধেও কোন খবর রাখ্‌তেন না। এ ধরণের বেশামাল উক্তি তিনি আরও কয়েকজন বড় বড় বিশ্বস্ত ইমাম সম্বন্ধে করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম আবুল কাসেম বগভী, ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ সফ্‌ফার ও আবুল আব্বাস আল আসম—এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।" এপর্যন্ত লিখার পর ইবনে-হাজার বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন যে, "এটা সত্যিই বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, হাফেয ইবনুল ফারাযীর আল মু'তালাফ ওয়াল মুখ্‌তালাফ নামক গ্রন্থে ইমাম তিরমিযী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা থাকা সত্ত্বেও ওটা কি করে ইবনে হাযমের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল!" (২)

একটী সন্দেহ ও তার অপনোদন

এখানে এ'বিষয়ের অবতারণা হয়ত "ধান ভানতে শিবের গীত" বলে বিবেচিত হবেনা যে, তিরমিযীর সংকলক ইমাম আবুঈসা তিরমিযী ছাড়া আরও দু'জন মুহাদ্দেস তিরমিযী নামে পরিচিত। এঁদের একজন হলেন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী ওরফে হাকিম তিরমিযী আর দ্বিতীয় জন হলেন আবুল হাসান আহমদ বিন হাসান তিরমিযী। হাদিসশাস্ত্রে হাকিম তিরমিযীর "নাওয়াদেরুল উছুল" একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

শাহ আবদুলআযীয মুহাদ্দেস দেহলভী স্বীয় "বুসতানুল মুহাদ্দেসীন" নামক গ্রন্থে তিরমিযিত্রয়ের বর্ণনায় লিখেছেন :—

"হাকিম তিরমিযী আর আবুঈসা তিরমিযী এক ব্যক্তি নন। হাকিম তিরমিযীর "নাওয়াদেরুলউছুল গ্রন্থের অধিকাংশ হাদিসই অবিশ্বস্ত। অনভিজ্ঞেরা অনেক সময় হাকিম তিরমিযীকে আবু ঈসা তিরমিযী মনে করে, হাকিম তিরমিযীর অবিশ্বস্ত হাদিসগুলি ইমাম তিরমিযীর সহিত সম্পর্কিত করে থাকে। এ দু'জনের মধ্যে পার্থক্য করা একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।" (৩)

আবুল হাসান তিরমিযী একজন উঁচু দরের মুহাদ্দেস ছিলেন। তিনি ছিলেন হাম্বলী মতের পরিপোষক। ইমাম বুখারী, তিরমিযী ও ইবনে মাজা প্রভৃতি বড় বড় মুহাদ্দেস তাঁর নিকট হাদিস শ্রবণ করেন। ২৪০ হিঃতে তাঁর এন্তেকাল হয়। (৪)

১) মিযানুল এ'তেদাল ৩য় খণ্ড ১১৭ পৃঃ

২] তাহযীবুততাহযীব ৯ম খণ্ড ৩৮৮

৩] বুসতানুল মুহাদ্দেসীন ৬৮ পৃঃ

৪] তযকিরাতুলহুফ্‌ফায ২য়খণ্ড ১১৭ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

الاسئلة والمسائل — জিজ্ঞাসা ও উত্তর

الحمد لله رب العالمين' والصلوة والسلام على سيدنا محمد امام المرسلين وعلى آلـه وصحبه نجوم المهتدين
سبحانـك لاعلم لنا الاما علمتنا انـك انت العليم الحكيم

উত্তরদাতা : মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী
আল্‌কুরায়শী

১। রামাযানে অমুসলিম প্রতিবেশী-গণের নিমন্ত্রণ

জিজ্ঞাসাকারী : কফীলুদ্দীন আহমদ
জোতাবাজার, রাজশাহী।

الحمد لله وحده

অমুসলমান প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার ইসলাম-ধর্মে নিষিদ্ধ নয়, অবশ্য যদি তাহারা মুসলমানদের সহিত বিদ্বেষপরায়ণ নাহয় তবেই। কুরআন-পাকের সুস্পষ্ট নির্দেশ :

لاينها كم الله عن الذين لـم يقاتلوكم فى الدين ولـم يخرجوكم من ديار كم ان تبرو هم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين –

অর্থাৎ যেসকল অমুসলমান তোমাদের সঙ্গে ধর্মের ব্যাপারে কলহ ও সংগ্রাম করেনা আর তোমাদিগকে তোমাদের বাসভূমি হইতে বিতাড়িত (করার ষড়যন্ত্র) করেনা, তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার ও ইহ্‌সান করিতে আল্লাহপাক নিষেধ করেননা, পক্ষান্তরে আল্লাহ সদ্ব্যবহার-কারীদের ভালবাসেন।

কিন্তু সকলসময়ে মুসলিম ও অমুসলিমের পার্থক্য স্মরণ রাখিতে হইবে। মুস্‌লিম প্রতিবেশীদের দ্বিবিধ হক রহিয়াছে :—একটি প্রতিবেশীর হক। এই হকে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিবেশী উভয়েই শামিল আর মুস্‌লিম প্রতিবেশীর দ্বিতীয় হক হইতেছে সামাজিক ও জামাতি হক। এই হক অমুস্‌লিম প্রতিবেশীদের লাভ করার অধিকার নাই আর তাহারাও মুসলমানদিগকে তাহাদের সামাজিক হক প্রদান করেনা আর এই হক তাহারা স্বীকারও করেনা। সুতরাং হিন্দুদের জন্য জামাতি দাওয়াতে মুসলমানদের তুল্যাধিকার কখনও স্বীকৃত হইবেনা। এই দিক দিয়া হিন্দুদিগকে সামাজিক ভাবে একত্রিত করিয়া খাওয়ান উচিত হইবেনা।

রামাযান শরীফের দাওয়াত ও ইফতার শুধু মুসলমানদের প্রাপ্য, কারণ উহা ইবাদত পর্যায়ভুক্ত। রামাযানের দাওয়াতে হিন্দুদিগকে খাওয়ান জায়েয হয়নাই। জানিয়া শুনিয়া এ কার্য কেহ করিয়া থাকিলে সে গোনাহ-গার হইয়াছে, তজ্জন্য তাহার তওবা করা কর্তব্য।

ব্যক্তিগতভাবে কোন অমুসলমানকে নিমন্ত্রিত করিয়া খাওয়ান বা তাহার নিমন্ত্রণে যোগ দেওয়া মুবাহ। অবশ্য খাদ্যবস্তু হালাল হওয়া চাই আর শির্‌কের সংমিশ্রণ হইতে পবিত্র হাওয়া অত্যাবশ্যক।

যেসকল অমুসলমান মুসলমানদের অস্পৃশ্য মনে-করে, তাহাদিগকে কাঁচাসিধা দিয়া খাওয়ান জাতীয় অবমাননার নামান্তর। কোন গায়রতমন্দ মুমিন-মুসলমানের পক্ষে ইহা বরদাশত করা উচিত নয়। আর যাহা প্রকৃত সঠিক তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

২। গর্ভবতী ব্যভিচারিণীর বিবাহ

জিজ্ঞাসাকারী : মুহাম্মদ মকসদআলী
সরঞ্জাই, রাজসাহী।

الحمد لله وحده

ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ফলে কোন নারী গর্ভবতী হইলে, যে পুরুষ তাহার সহিত ব্যভিচার করিয়াছিল, উক্ত নারী গর্ভিণী অবস্থায় সেই পুরুষের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে কিনা আর বিবাহের পর তাহা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দের যৌনমিলন বৈধ কিনা, এ সম্পর্কে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন।

ইমাম মালিক ইব্নে আনস ও ইমাম আহ্মদ ইব্নে-হাম্বল এরূপ বিবাহকে অসিদ্ধ আর ইমাম আবুহানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবুইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল-হাসান, ইমাম দাউদ যাহেরী ও হাফিয ইব্নেহয্ম প্রভৃতি সিদ্ধ বলিয়াছেন। *

হাফিয ইব্নেহয্ম বলেন, যেনারী ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার দরুণে গর্ভবতী হইয়াছে.....তাহার পক্ষে সন্তান প্রসব করার পূর্বেই বিবাহিতা হওয়া জায়েয কিন্তু প্রসব না করা পর্যন্ত উক্ত নারীর সহিত তাহার স্বামী যৌনসম্ভোগ করিতে পারিবেনা। এরূপ বিবাহের সিদ্ধতা দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুকের ফত্ওয়া দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে। ইমাম মালিক আবুয্যুবায়রের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি জনৈকা নারীকে বিবাহ করার জন্য তাহার ভ্রাতার কাছে পয়গাম দেন, কিন্তু পরে জানিতে পারেন, সে নারী ব্যভিচার করিয়াছে। হযরত উমর তাঁহাকে আদেশ করেন,—তুমি বিবাহ কর আর চুপ থাক। তোমার সহিত ব্যভিচারের ঘটনার কি সম্পর্ক? চুপ থাকার অর্থ হইতেছে উক্ত নারী সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত উহার সহিত যৌনসম্ভোগ করিওনা। †

অন্যলোকের পক্ষে ব্যভিচারিণীর সহিত বিবাহের পর যৌনসম্ভোগ নিষিদ্ধ হইলেও যে পুরুষ উক্ত নারীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছিল, আর যাহার কর্তৃক উক্ত নারী গর্ভিণী হইয়াছে, সেব্যক্তির পক্ষে উক্ত নারীকে বিবাহ করাই শুধু জায়েয হইবেনা, তাহার সহিত যৌনসম্ভোগও জায়েয হইবে। কারণ অপরের দ্বারা যেনারী গর্ভবতী হইয়াছে, শুধু তাহার সহিত যৌনসম্ভোগ নাজায়েয ও নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। হাফিয ইব্নে হযম বলেন, এরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ হইবার কোন প্রমাণ নাই আর যাহার দ্বারা গর্ভ সঞ্চারিত হইয়াছে, সেব্যক্তি ব্যতীত অন্যলোকের পক্ষে গর্ভিণী নারীর সহিত যৌনসম্ভোগ স্পষ্ট প্রমাণ অনুসারে হালাল নয়। এই ফত্ওয়ার স্বপক্ষে বিশুদ্ধ হাদীস ও হযরত উমরের প্রমাণিত ফত্ওয়া মওজুদ রহিয়াছে। ইমাম তিরমিযী রুওয়ায়ফি ইব্নে সাবিতের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি আল্লাহকে আর পরকালকে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে অপরের সন্তানকে স্বীয় পানি পান করান জায়েয নয়। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসকে হাসান বলিয়াছেন। ¶ সুফ্য়ান বিন উআয়না ইব্নেবিবাহের ঘটনা আবুইয়াযীদের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি জনৈকা নারীকে বিবাহ করেন। উক্ত নারীর পূর্ব-স্বামীর ঔরসজাত একটি কণ্যাসন্তান ছিল আর ইব্নে ইয়াযীদেরও অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত একজন পুরুষ সন্তান ছিল। ছেলে আর মেয়ে পরস্পর ব্যভিচারে লিপ্ত হয় আর মেয়েটি গর্ভবতী হইয়া পড়ে। মেয়েটি জিজ্ঞাসিতা হইলে সমস্তই স্বীকার করে এবং ঘটনাটিকে হযরত উমরের গোচরে আনা হয়। ছেলে মেয়ে উভয়ে স্বীকৃত হওয়ায় তাহাদিগকে ব্যভিচারের শাস্তি দেওয়া হয়। অতঃপর হযরত উমর উভয়ের বিবাহের জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করেন, কিন্তু ছেলেটি অসম্মতি প্রকাশ করে।

হাফিয ইব্নেহযম বলেন, দেখ, হযরত উমর সমুদয় সাহাবার সম্মুখে ব্যভিচারের দ্বারা গর্ভবতী নারীর বিবাহ বৈধ করিতেছেন আর একজন সাহাবীও তাঁহার প্রতিবাদ করিতেছেননা। অথচ সাহাবাগণ ব্যভিচার সম্বন্ধে কিরূপ কঠোর ছিলেন, তাহা সর্বজনবিদিত। এই বিবাহের অবৈধতার কোন প্রমাণ তাঁহা-

* যাদুলমাআদ (৪) ৩০ পৃঃ; মুহাল্লা (১০) ২৬ পৃঃ।

† মুহাল্লা [১০] ২৮ পৃঃ।

¶ তিরমিযী, সুনন, নিকাহ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দের জানা থাকিলে তাঁহারা কি হযরত উমরের সিদ্ধান্তে মৌনাবলম্বন করিতেন? *

প্রতিপক্ষের কথা, অবৈধ ভাবে গর্ভবতী নারীকে বিবাহ করা যাঁহারা নাজায়েয বলেন, তাঁহারা সূরত-আত্তালাকের নিম্নলিখিত আয়তটি তাঁহাদের দাবীর পোষকতায় উপস্থিত করিয়া থাকেন। আল্লাহপাক আদেশ করিয়াছেন, আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দত হইতেছে তাহাদের সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পর পর্যন্ত। কিন্তু আমি মনে করি, এই বিধান তালাকদত্তা নারীর উপরই প্রযোজ্য। সূরত আলবাকারায় সাধারণ মুতাল্লাকাদের জন্য বলা হইয়াছে যে, তাহারা তিনবার ঋতুমতী হইয়া পরিচ্ছন্নতালাভ করা পর্যন্ত আত্মসম্বরণ করিয়া থাকিবে। এই বিধান অন্যান্য শ্রেণীর নারীদের প্রতি প্রযোজ্য নয়। এই প্রসঙ্গে সূরত-আত্তালাকে বলা-হইয়াছে, তোমাদের স্ত্রী-দের মধ্যে যেসকল নারী ঋতু সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছে, যদি তোমা-দের সন্দেহ হয়, তাহা-হইলে তাহারা তিনমাস পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিবে আর যেসকল বালিকা এখনও ঋতুমতী হয়নাই, তাহাদের জন্যও তালাকের ইদ্দতের অনুরূপ ব্যবস্থা। আর যাহারা গর্ভবতী তাহাদের তালা-কের ইদ্দত তাহাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। তালাক-দত্তা নারীর বসবাসের ব্যবস্থা সম্বন্ধে উল্লিখিত আয়তের পরেপরেই বলা হইয়াছে, তোমরা যেভাবে বসবাস কর, তোমাদের সাধ্য-মত মুতাল্লাকাদেরও সেই ভাবে রাখ আর জব্দ করার জন্য তাহাদিগকে অনর্থক কষ্ট দিওনা। আর যদি তাহারা গর্ভ-বতী হয়, তাহাহইলে প্রসবকাল পর্যন্ত তাহাদের ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয় করিতে থাক,—৪ ও ৬ আয়ত।

والاحمال اجلهن ان يضعن حملهن -

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء -

واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و واللائى لم يحضن' واو لات الا حمال اجلهن ان يضعن حملهن -

اسكنو هن حيث سكنتم من وجد كم ولا تضارو هن لتضيقوا عليهن' وان كن اولات حمل' فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن الخ -

* মুহাল্লা (১) ২৮ পৃঃ।

স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, এই নির্দেশগুলি সমস্তই তালাক-দত্তা নারীর জন্য দেওয়া হইয়াছে।

ফলকথা, যিনার গর্ভবতীকে বৈধগর্ভবতী তালাক-দত্তা নারীর সহিত কিয়াস করা যুক্তিসঙ্গত নয়। অত-এব যে নারীর স্বামী নাই, যাহার জন্য শরীআতে ধরা-বাঁধা ইদ্দত নাই, অথচ যে নারী ক্রীতদাসীও নয়, সেরূপ গর্ভবতী নারীর বিবাহ জায়েয আর যে পুরুষ তাহাকে গর্ভবতী করিয়াছে, তাহার সঙ্গেই উক্ত নারীকে বিবা-হিতা করা উত্তম আর যাহা প্রকৃত সঠিক, তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

ব্যভিচারের শাস্তি, ব্যভিচারী ও ব্যভি-চারিণী উভয়ের জন্যই শরীআতের নির্ধারিত দণ্ড গ্রহণ করা অবশ্যকর্তব্য। ব্যভিচারীকে বিবাহের পূর্বেই দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে আর গর্ভবতী ব্যভিচারিণীকে সন্তান-প্রসবের পর দণ্ডগ্রহণ করার মত অবস্থা ফিরিয়া পাও-য়ার জন্য মুহলত দিতে হইবে। রসূলুল্লাহ (দঃ) গর্ভিণী নারীর ব্যভিচারের জন্য এই ভাবেই শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। শরীআতের নির্ধারিত দণ্ড কাহারো ফত্ও-য়ায় বাতিল করার উপায় নাই আর যাহা প্রকৃত সত্য, তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

জিজ্ঞাসাকারীগণের স্মরণ রাখা উচিত যে, শরী-আতের যেসকল অস্পষ্ট মস্আলায় বিদ্বানগণের মতভেদ রহিয়াছে, সেসকল বিষয়ে কলহ বিবাদ আর দলাদলি করা নিষিদ্ধ।

৩। দুগ্ধ-সম্পর্ক আর নাবালেগার বিবাহ

জিজ্ঞাসাকারী ঃ মৌঃ আবদুল ওয়াহ্হাব
পরাণপুর—মান্দা—রাজশাহী।

الحمد لله وحده

রক্তসম্পর্কিত যেসকল আত্মীয়ের সহিত বিবাহ হারাম, দুগ্ধসম্পর্কিত সেই সকল আত্মীয়ের সঙ্গেও বিবাহ হারাম ও নিষিদ্ধ। বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও দারেমী প্রভৃতি মুস্লিমজননী আয়েশার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, প্রজনন দ্বারা যে সম্পর্ক-গুলি হারাম হয়, স্তন্য-

ان الرضاعة تحرم ماتحرم الولادة

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দানেও সেই সম্পর্কগুলি হারাম হইয়া যায়। এরূপ বিবাহ ঘটিয়া থাকিলে তাহা বিবাহ বলিয়া গণ্য হইবেনা। যে স্ত্রীলোকটির স্তন্য ছেলে ও মেয়ে পান করিয়াছে, এবিষয়ে তাহার সাক্ষ্যই অগ্রগণ্য হইবে। বুখারী উক্‌বা-তুলহর্‌সের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি আবুআহাবের কণ্যাকে বিবাহ-করিলে জনৈকা স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট আগমন করিয়া বলে, আমি উক্‌বাকে আর যে স্ত্রীলোককে সে বিবাহ করিয়াছে, উভয়-কে আমার স্তন্য পান করাইয়াছি। উক্‌বা বলেন, তুমি যে আমাকে স্তন্য দিয়াছিলে, তাহা আমি অবগত নই আর তুমিও একথা আমাকে জানাওনাই। অতঃপর উক্‌বা সোওয়ারীতে আরোহণ করিয়া মদী-

عن عقبة الحرث انه تزوج ابنة لابى اهاب' فاتته امراة' فقالت انى قد ارضعت عقبة والتى تزوج بها - فقال لها عقبة : ماعلم انك ارضعتنى ولا اخبر تنى' فركب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة - قال عقبة : فقلت تزوجت فلا نة بنت فلان فجاء تنا امراة سوداء' فقالت لى : انى قد ارضعتكما' وهى كاذبة - فاعرض عنى' فاتيته من قبل وجهه' فقلت انها كاذبة - قال النبى صلى الله عليه وسلم : كيف بها' وقد زعمت انها ارضعتكما' دعها عنك -

নায় রসূলুল্লাহর (দঃ) নিকট উপস্থিত হন এবং বলেন, আমি অমুকের কণ্যা অমুককে বিবাহ করিয়াছি! কিন্তু জনৈকা কৃষ্ণাঙ্গী নারী আসিয়া বলিতেছে, আমি তোমা-দের দুইজনকে স্তন্যপান করাইয়াছি, অথচ সে মিথ্যা বলিতেছে। উক্‌বা বলিতেছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমার কথা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তখন আমি তাঁহার সম্মুখে গিয়া পুনরায় বলিলাম, সে মিথ্যাবাদিনী! তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কেমন করিয়া তুমি উহার কথা উড়াইয়া দিবে, সেতো দাবী করিতেছে যে, তোমাদের উভয়কে সে স্তন্য দিয়াছে? দেখ, তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর। স্তন্যদায়িনী ব্যতীত উহাদের দুগ্ধপান যাহারা প্রত্যক্ষ্য করিয়াছে, তাহাদের সাক্ষ্যও কার্যকরী হইবে। শুধু মেয়েটির স্তন্যপান করার দাবী গ্রাহ্য হইবেনা, কারণ অত শৈশবের ব্যাপার মনে রাখা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। বিশেষতঃ বিবাহকালে একথা উচ্চারণ না করিয়া এখন এতকাল পর স্বামীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়া তাহার এরূপ দাবী করার কোন মূল্য নাই।

তথাপি জিজ্ঞাসিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ভাবে উত্তমরূপে তদন্ত করিয়া দেখা উচিত যে, তাহারা উভয়ে একই নারীর স্তন্যপান করিয়াছে কিনা? কারণ ইহা হালাল হারামের ব্যাপার।

আর বালেগা ও নাবালেগা কুমারীর বিবাহ তাহার পিতা জোর করিয়া দিলেও ইমাম হাসান বস্‌রী ও ইমাম ইবরাহীম নখ্‌য়ীর ফত্‌ওয়াসূত্রে সিদ্ধ হইবে। ইমাম মালিক বিবাহের জন্য নাবালেগা কণ্যার অনুমতি গ্রহণ-করা পিতার পক্ষে আবশ্যক মনে করেননা। ইমাম আবুহানীফা ও ইমাম দাউদ বিনে সুলায়মান নাবালেগা কণ্যা সম্প্রদান করার অধিকার তাহার পিতাকে দিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম বুখারীও এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। নাবালেগা কণ্যা ঋতুমতী হইবার পর পিতার প্রদত্ত বিবাহ ছিন্ন করার অধিকারিণী নয়। অবশ্য মেয়ে যদি বালেগা হয় আর তাহার পিতা কণ্যার অনুমতি ছাড়াই যোর করিয়া তাহাকে পাত্রস্থ করে, তাহাহইলে বিশুদ্ধ হাদীস সূত্রে স্বামীর সহিত গৃহবাসের পূর্বে সে মেয়ে তাহার বিবাহ ছিন্ন করিতে পারে। কারণ নসয়ী প্রভৃতি হযরত জাবিরের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, জনৈক ব্যক্তি তাহার কুমারী কণ্যাকে বিবাহ দিয়াছিল, কিন্তু তাহার অনুমতি সে গ্রহণ করেনাই। মেয়েটি রসূ-

ان رجلا زوج ابنته' وهى بكر من غير امرها' فاتت النبى صلى الله عليه وسلم' ففرق بينهما -

লুল্লাহর (দঃ) নিকট বিচার প্রার্থনা করায় তিনি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করিয়া দিয়াছিলেন। এই হাদীসে কুমারীর (বিক্‌র) তাৎপর্য বালেগা কুমারী। কারণ নাবালেগার অনুমতির কোন মূল্য নাই। হাদীসে যে ত্রিবিধ ব্যক্তির অপরাধ ধর্তব্য বিবেচিত হয়নাই, তন্মধ্যে নাবালেগকেও উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং নাবালেগার সম্মতি আর অসম্মতি দ্বারা বিবাহের সিদ্ধতা ও অসিদ্ধতা প্রতিপন্ন হয়না। সকল অবস্থায় বালেগা নারীর বিবাহের সিদ্ধতা তাহার অনুমতি সাপেক্ষ। বুখারী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রভৃতি হযরত আবুহোরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ বলিয়াছেন, ক্ষত-যোনি নারীর নিকট হইতে যতক্ষণ আদেশ আর বালেগা কুমারীর নিকট হইতে যতক্ষণ অনুমতি গৃহীত না হইবে, ততক্ষণ বিবাহ সিদ্ধ হইবেনা। মুসলিম প্রভৃতি হযরত ইবনেআব্বাসের প্রমুখাৎ বালেগা কুমারীর অনুমতির স্বরূপ সম্বন্ধে রসূলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, কুমারীর পিতা স্বয়ং তাহার নিকট হইতে অনুমতি লইবে আর কুমারীর মৌনভাব তাহার সম্মতির লক্ষণ বিবেচিত হইবে।

لاتنكح الايم حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستاذن

والبكر يستاذنها ابوها فى نفسها واذنها صماتها -

জিজ্ঞাসায় উল্লিখিত বার বৎসর বয়সের মেয়ের পক্ষে বালেগা ও না বালেগা উভয় অবস্থাই সম্ভবপর। যদি বালেগা হয়, তাহাহইলে যে বিবাহ তাহার পিতা দিয়াছে, তাহা বলবৎ থাকিবে। কারণ তাহার পিতা যখন বিবাহকালে তাহার অনুমতি চাহিয়াছিল, তখন সে অস্বীকার করেনাই, অন্ততঃ মৌনা থাকিয়া তাহার সম্মতি ব্যক্ত করিয়াছে আর আদৌ যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা না হইয়া থাকে, তাহাহইলে স্বামীর সহিত গৃহবাস করার পূর্বেই তাহার পক্ষে স্বীয় অসম্মতি জ্ঞাপন করা কর্তব্য ছিল। দীর্ঘদিন স্বামীর সহিত ঘরকন্না করার পর এখন তাহাকে পিতা জোর করিয়া বিবাহ দিয়াছে—এ আপত্তি শরীআতে বাতিল ও অগ্রাহ্য।

জিজ্ঞাসিত স্ত্রীলোকটি পরনারী "মুহ্সনাৎ" বলিয়া গণ্য, তাহার সহিত অন্যপুরুষের বিবাহ অসিদ্ধ ও হারাম। যে স্ত্রী-পুরুষ প্রকাশ্য ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছে, মুমিন-মুসলিমগণ তাহার সহিত সামাজিক সম্পর্ক কায়েম রাখিতে পারেনা।

যে ইমামের উপর তাহার মুক্তদীরা সন্তুষ্ট নয়, তাহার পক্ষে জোর করিয়া ইমামত করিতে থাকা জায়েয নয়। দারকুত্নী হযরত ইবনেআব্বাসের প্রমুখাৎ রসূলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তোমরা তোমাদের মধ্যে যাহারা সাধু, তাহাদিকে তোমাদের প্রতিনিধি ইমাম বানাও। কারণ তোমাদের আর তোমাদের প্রভুর মধ্যে তাহারা তোমাদের প্রতিনিধিতুল্য। যে ইমাম মুক্তদীদের বিরাগভাজন, সে তাহাদের প্রতিনিধি হইবে কেমন করিয়া? অবশ্য দায়ে পড়িয়া যালিম ও ফাসিকের পিছনে নমায পড়িলেও মুক্তদীদের নমায বাতিল হইবেনা আর জামাতে কলহ ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি হইবার আশংকা থাকিলে যালিম ইমাম পরিবর্তন করার চেষ্টা করাও উচিত হইবেনা। এরূপ আশংকা না থাকিলে সমবেতভাবে দুষ্ট ইমামকে পদচ্যুত করা কর্তব্য।

اجعلوا ائمتكم خياركم فانهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم -

والله اعلم بالصواب واليه المرجع والماب

সাদাকাতুলফিত্রের বণ্টন

জিজ্ঞাসাকারী : মোহাম্মদ মনযুররহমান বি, এ,
টিকরামপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ।

الحمد لله وحده

সাদাকাতুলফিত্র ধনের যাকাতের মতই ফরয। বুখারী ও মুসলিম আবদুল্লাহ ইব্নে উমরের আর আবুদাউদ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এবং নসয়ী আবুসঈদ খুদ্রীর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) রামাযানের ফিত্রার যাকাত ফরয করিয়াছেন। মুসলিমের রেওয়ায়তে বর্ধিত শব্দে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য রসূলুল্লাহ (দঃ) ফিত্রার যাকাত ফরয করিয়াছেন। অত-এব, যাঁহারা বলেন, ফিত্রা ফরয নয়, উহা সুন্নত মাত্র, আর যাঁহারা বলেন, ফিত্রার আদেশ কেবল ধনবানদের উপর প্রযোজ্য, আর যাঁহারা বলেন. ধনের যাকাতের আদেশ দ্বারা ফিত্রার আদেশ রহিত হইয়াছে, উপরিউক্ত হাদীসের সাহায্যে তাঁহাদের সকলের উক্তি বাতিল সাব্যস্ত হইয়াছে।

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان -

على كل نفس من المسلمين

০০ ০০ ০০

ফিত্রার যাকাত ধনের যাকাতের মত ফরয হইলেও ধনের যাকাত বণ্টন করার যেব্যবস্থা কুরআন-পাকে উল্লিখিত রহিয়াছে, ফিত্রাও অনুরূপ নিয়মে বণ্টন করিতে হইবে কি না, সেসম্বন্ধেও বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন :

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম ইব্নেতয়মিয়া, হাফিয ইব্নুলকাইয়েম, আল্লামা মুহাম্মদ বিন ইস্মাঈল ইয়ামানী এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম কর্খী ফিত্রাকে শুধু ফকীর মিস্কীনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন[১]। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী, ইমাম ইবনে কুদামা, ইমাম খরকী, হাফিয যরকশী, হাফিয ইব্নেহয্ম, আল্লামা শওকানী আর হানাফী মযহবের বিদ্বানগণের উক্তি মত এবং শায়খ আবদুলহক মুহাদ্দিস দেহলভীর সাক্ষ্য অনুসারে চারি-মযহবের প্রকাশ্য ফত্ওয়া সূত্রে ফিত্রার যাকাত ধনের যাকাতের নিয়মানুযায়ী বণ্টন করিতে হইবে[২]।

যাঁহারা ফিত্রাকে শুধু ফকীর মিস্কীনের জন্য সীমাবদ্ধ রাখিতে চান, তাঁহারা দারকুত্নী, বয়হকী ও হাকিম প্রভৃতি কর্তৃক ইবনেউমরের একটি হাদীস তাঁহা-দের দাবীর সমর্থনে উপস্থিত করিয়া থাকেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) আদেশ اغنو هم عن طواف هذا اليوم করিয়াছেন, ইদুলফিত্রের দিনে তোমরা ফকীরগণের লোকের দ্বারে দ্বারে ঘোরার প্রয়োজন মিটাইয়া দাও।[৩] কিন্তু এই হাদীসের অন্যতম বর্ণনাদাতা আবুমা'শর নুজায়হ বিন আবদুর্রহমান সিন্ধীকে ইমাম আহমদ, ইয়াহ্য়া বিন মঈন, বুখারী, নাসায়ী, আবুদাউদ, ফাল্লাস, সাজী, দারকুত্নী ও ইব্নেহয্ম প্রভৃতি দুর্বল ও মুনকার বলিয়াছেন[৪]। সুতরাং এরূপ হাদীসের সাহায্যে কুরআনে উল্লিখিত যাকাত বণ্টনের ব্যাপক ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ করা যাইতে পারেনা। সীমাবদ্ধ বণ্টনের ব্যবস্থাদাতাগণ আবুদাউদ, ইব্নেমাজা, দারকুত্নী ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এই মর্মের আরও একটি হাদীস তাঁহাদের দাবীর পোষ-কতায় পেশ করিয়া طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين থাকেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ফিত্রাকে সিয়ামের ত্রুটিবিচ্যুতির শোধনকারী আর মিস্কীনদের খাদ্য বলিয়াছেন[৫]। উপরিউক্ত হাদীসে ফিত্রাকে শোধনকারী বলা হইয়াছে আর যাকাতের অর্থও তাই। সুতরাং ধনের যাকাত ধনের শোধনকারী হওয়া সত্ত্বেও যেমন উহা বিভিন্ন খাতে বণ্টন করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তেমনি এই একই অভিন্ন কারণে ফিত্রার বণ্টনব্যবস্থায় ব্যতিক্রম করা সঙ্গত হইবেনা। অবশ্য হাদীসের শেষাংশ দ্বারা ফিত্রায় দীন দরিদ্রের হক অগ্রগণ্য করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ধনের যাকাতেও অনুরূপ ব্যবস্থা বলবৎ রাখা হইয়াছে।

ফলকথা, ফিত্রা ও ধনের যাকাত উভয় বস্তুই রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র মুখে "সাদাকাত" নামে আখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং সাদাকাত বণ্টন করার যে নির্ঘণ্ট কুরআন-পাকে উল্লিখিত আছে, ধনের যাকাত ও ফিত্রার যাকাত তদনুসারেই বণ্টন করা কর্তব্য।

•• •• ••

যেসকল শ্রেণীর লোক যাকাত ও ফিত্রার অংশ পাওয়ার হকদার, তাহারা আট প্রকার। সূরত-আত্তাও-বার ৬০ নং আয়তে ইহাদের সন্ধান প্রাদত্ত হইয়াছে। আল্লাহ বলেন,

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعا ملين عليها والمولفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم —

দেখ, সাদাকার মাল অন্য কেহই পাইতে পারেনা, ইহা শুধু ফকীরদের জন্য, মিস্কীনদের আর যাহাদিগকে উহা আদায় করার জন্য নিয়োজিত করা হইয়াছে আর যাহাদের অন্তর ইস্লামের পথে আকর্ষণ করা আবশ্যক আর যাহাদের স্কন্ধ দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ আর যাহারা সর্বস্বান্ত আর আল্লাহর পথে আর নিঃসম্বল ভ্রমণকারী ব্যক্তির জন্য (ইহা ব্যয় হইবে) এ'ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহর নির্ধারিত; তিনি জ্ঞানময় প্রজ্ঞাবান।

ফকীর আর **মিসকীন** উভয় বিশেষণ অভাবগ্রস্তদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইলেও ফক্রের (فقر)

১) ইব্নেতয়মিয়া ফতাওয়া—[২] ৮২ পৃঃ; মানারেলে ইমাম আহমদ ৮৬ পৃঃ; যাদুলমাআদ [১] ২১৫ পৃঃ; বহ্রুর্রায়েক [২] ২৭৫ পৃঃ।

২) শাফেয়ী, উম [২] ৫৯ পৃঃ; মুহাল্লা [৬] ১৪৪ পৃঃ; দুরারে-বহিঈয়া [রওযা সহ] ১৪২ পৃঃ; বহ্রুর্রায়েক [২] ২৭৫ পৃঃ; উম্-দাতুররিআয়া [১] ২২৭ পৃঃ; শরহে সিক্রুস্সাআদা, ৩৬৯ পৃঃ; মুগ্নী [৩] ৭৮ পৃঃ।

৩) দারকুত্নী [১] ২২৫ পৃঃ; সুননেনেকুবরা [৪] ১৭৫ পৃঃ।

৪) তহযীবুত্তহযীব [১০] ৪১৯ পৃঃ।

৫) আবুদাউদ [২] ২৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

তাৎপর্য ব্যাপক আর মস্কনতের (مسكنت) অর্থ সীমাবদ্ধ।

যাহার কাছে জীবিকা ও জীবনরক্ষার কোন সম্বল নাই, যে দিন ভিক্ষা দ্বারা তনুরক্ষা করিয়া থাকে, যেব্যক্তি অভাবের দায়ে মানুষকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার নিকট হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে, তাহাকে **ফকীর** বলা হয়।

আর যার অভাব এখনও এরূপ চরম সীমায় উপনীত হয়নাই কিন্তু বিহিতব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে অনতিকাল মধ্যে তাহাকেও পথে বাহির হইতে হইবে, সমাজের অন্তর্ভুক্ত এরূপ কতিপয় মানুষ যাহারা বিভিন্ন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া সম্বলহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা জীবিকার কোন সংস্থানই করিতে পারিতেছেনা, এখনও তাহাদের দেহে ফর্সা কাপড় রহিয়াছে, তাহাদের গৃহে কিছু আসবাবপত্রও দেখিতে পাওয়া যায়, পকেটেও হয়ত দু'চার টাকা আছে, আজ খাওয়ার কিছু না পাইলেও তাহারা অনশনে থাকিবেনা কিন্তু কালও যদি না পাওয়া যায়, তাহাহইলে থালা বাসন বেচিবে আর পরশুও যদি না মিলে তবে কাপড়-চোপড় বিক্রয় করিবে কিন্তু তারপর যে কি হইবে, সেকথা তাহারা নিজেরাই জানেনা, উপার্জনের কোন পথই তাহাদের সম্মুখে মুক্তনাই, তাহারা **মিস্‌কীন**।

ফকীর আর মিস্‌কীনের মধ্যে আরও একটি তফাৎ রহিয়াছে। ফকীর যাচ্ঞা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেনা, কিন্তু যার অভাব পূরণের কোন উপায় নাই, যার অভাব এরূপ প্রকাশ্য নয় যে, লোকেরা তাহাকে দান করিবে আর সে নিজেও যাচ্ঞার জন্য লোকের কাছে দাঁড়ায়না, তাহার নাম **মিস্‌কীন**।

الذى لايجد غنى يغنيه، ولا يفطن فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسال الناس।

মিস্‌কীনের এই ব্যাখ্যা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (দঃ) প্রদান করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে সূরত-আল্‌বাকারার ২৭৩ নং আয়তের ইংগিত দিয়াছেন, অর্থাৎ তাহাদের আত্মমর্যাদাবোধের জন্য অজ্ঞব্যক্তি তাহাদিগকে ধনবান মনে করে, কিন্তু

يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم - لايسالون الناس الحافا -

তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের মুখ দেখিয়া চিনিয়া লইতে পার। তাহারা কোন মানুষকে চাপিয়া ধরিয়া যাচ্ঞা করেনা।—বুখারী ও মুস্‌লিম।

আবার যেসকল বিদ্বান, সূরত-আল্‌বাকারার উল্লিখিত আ'য়ত অনুসারে

الذين احصروا فى سبيل الله لايستطيعون ضربا فى الارض

দ্বীনের পঠন ও পাঠন আর সেবায় এমনভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন যে, জীবিকার সন্ধানে ব্যপৃত হইবার তাঁহাদের সুযোগ নাই, তাঁহারাও সন্দেহাতীত ভাবে **মিস্‌কীনের** মধ্যে গণ্য। অবশ্য যদি তাঁহারা অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় বিদ্যা না শিখেন বা না শিখান আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ না করেন আর সাদাকাতের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে লালায়িত না হন আর যাচ্ঞা না করেন, তবেই[১]। প্রকৃতপ্রস্তাবে ধর্মীয় বিদ্যাই হউক আর লৌকিক বিদ্যাই হউক, উদ্দেশ্য যদি অর্থোপার্জন হয়, তাহাহইলে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকেনা। অনুরূপ ভাবে যাহারা ধর্ম ও জাতির সেবায় সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিবে, জীবিকার সংস্থান যদি তাহাদের না থাকে, তাহাহইলে তাহারা সকলেই মিস্‌কীনের মধ্যে গণনীয় হইবে।

সূরত-আত্‌তওবার উল্লিখিত আয়তটি মনোযোগ দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে ইহা অনুভব করিতে পারাযায় যে, জাতীয় দারিদ্রের অবসান আর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা—এই দুইটি মাত্র উদ্দেশ্য সাধনকল্পেই সাদাকাত বা যাকাতের ব্যবস্থা ফরয করা হইয়াছে। ফকীর ও মিস্‌কীনের মত দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ (رقاب) সর্বস্বান্ত (غارمين), আর যে পর্যটকের পাথেয় নিঃশেষিত (ابن السبيل) হইয়াছে ইহারা সকলেই কি দীন দরিদ্রের অন্তর্ভুক্ত নয়? কতকগুলি কৃত্রিম আতুর আর ব্যবসায়ী ভিক্ষুক সৃষ্টি-করা ইস্‌লামের উদ্দেশ্য ছিলনা, পক্ষান্তরে সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে পুঁজিবাদী আদর্শের অনুকরণে অফুরন্ত ধনাঢ্যতা আর সীমাহীন দারিদ্রের আকাশ পাতাল প্রভেদ যাহাতে নাথাকে, তজ্জন্যই ইস্‌লামে যাকাতের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল কিন্তু সামাজিক জীবনের বিশৃংখলার সঙ্গেসঙ্গে দুর্ভাগ্যবশতঃ যাকাত ও ফিত্‌রার উদ্দেশ্যও পণ্ড হইতে চলিয়াছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাকাত

১) আবুলকালাম, তর্জুমানুলকুরআন [২] ১২৯পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ও ফিত্‌রা দ্বারা পেশাদার ভিক্ষুক আর পেটুকদেরই পরিপুষ্টি সাধিত হইতেছে।

আমিলের বহুবচন **আমিলীন**। রাষ্ট্রের অধিনায়ক যাহাদিগকে যাকাত ও সাদাকাত আদায় করার জন্য প্রেরণ করিয়া থাকেন তাহাদিগকে السعاة والجباة الذين يبعثهم لتحصيل الزكاة - আমিলীন বলা হয়। হযরত ইব্‌নেআব্বাসের বিশিষ্ট ছাত্র মুজাহিদ আর ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন, আমিলকে ঠিক অষ্টমাংশই দিতে হইবে কিন্তু ইমাম আবুহানীফা এবং তদীয় সহচরগণ আমিলকে তাহার সংগৃহীত অর্থের অনুপাতে যাকাতের তহবিল হইতে পারিশ্রমিক প্রদান করার ব্যবস্থা দিয়াছেন[১]।

যাকাত বণ্টনের নির্দেশে **আমিলের** অংশ নির্ধারিত থাকায় প্রতিপন্ন হয় যে, যাকাত ও ফিত্‌রা আদায় করার শরয়ী অধিকার ইস্‌লামিরাষ্ট্রের অধিনায়কদেরই এবং ইস্‌লামিরাষ্ট্রের অধিনায়ক কর্তৃক নিয়োজিত আদায়কারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে **আমিলের অংশ** দাবী করার আর জনগণের পক্ষে তাহাকে আমিলের অংশ প্রদান করার অধিকার নাই। ইমাম ইবনেহয্‌ম লিখিয়াছেন, উম্মতের সমুদয় বিদ্বান এবিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, আমিল বলিয়া দাবী করিলেই কাহারও পক্ষে **আমিল** হইবার উপায়নাই—কারণ রসূলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, যে আমল সম্বন্ধে আমার আদেশ নাই, কোন ব্যক্তি সেরূপ **আমল** (কার্য) করিলে তাহা প্রত্যাখ্যাত মর্দুদ হইবে। সুতরাং যে অধিনায়কের আনুগত্য ওয়াজিব. এরূপ অধিনায়ক (ইমাম) যাহাকে আমিল নিযুক্ত করেননাই, সেব্যক্তি

قد اتفقت الامة على انه ليس كل من قال انا عامل عاملا - وقد قال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، فكل من عمل من غير ان يوليه الامام الواجبة طاعته فليس من العاملين عليها، ولا يجزئ دفع الصدقة اليه، وهى مظلمة، الا ان يكون يضعها مواضعها، فتجزئ حينئذ لانها قد وصلت الى اهلها - •

কোনক্রমেই যাকাতের আমিলের পর্যায়ভুক্ত হইবেনা আর তাহার হস্তে সাদাকাত যাকাত সমর্পণ করাও জায়েয হইবেনা, সে যালেম বলিয়া গণ্য। অবশ্য যাকাত-দাতা যদি স্বয়ং অংশীদারদের মধ্যে তাহার যাকাত বিতরণ করিয়া দেয়, তাহাহইলে জায়েয হইবে। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে হকদারদের কাছে তাহাদের প্রাপ্য অংশ পৌঁছিয়া গেল[২]। এ অবস্থায় সাদাকাত ও যাকাত সা'ত প্রকার হকদারদের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে।

কুরআনে ইস্‌লামের পথে মানুষের **হৃদয় আকর্ষণ করার** (المولفة قلوبهم) কার্যেও যাকাত বণ্টনের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। বুখারী প্রভৃতি আবুসঈদ খুদ্‌রীর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, হযরত আলী ইয়ামান হইতে রসূলুল্লাহর (দঃ) নিকট স্বর্ণ প্রেরণ করিয়াছিলেন, হযরত (দঃ) উক্ত স্বর্ণ আকরা বিন হাবিস হন্‌যলী, আল্‌কামা আমেরী উআয়না ফাযারী ও যয়েদ তাইয়ের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই নজ্‌দের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। কুরায়েশ ও আন্‌সারদের প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন, আমি ইহাদের প্রীতিঅর্জন - اتألفهم মানসেই এ ধন তাহাদিগকে দিয়াছি। হযরত উমর, হাসান বস্‌রী ও শা'বী বলেন, ইস্‌লাম প্রতিষ্ঠালাভ করার পর এই শ্রেণী আর অবশিষ্ট নাই। মালেকী ও হানাফী বিদ্বানগণ এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। আর ইমাম যুহরী ও একদল বিদ্বানের অভিমত অনুসারে "মুওয়াল্লাফাতুল কুলুব" শ্রেণীর লোক এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, আর ইহাই সঠিক। ইমাম ফখ্‌রুদ্দীন রাযী ইমাম ওয়াহেদীর উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, ইস্‌লামিরাষ্ট্রের অধিনায়ক যদি মুসলমানদের জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ কল্পে কোন দলের সহিত মৈত্রী স্থাপনের জন্য আবশ্যক বিবেচনা করেন, তাহাহইলে এই খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা বৈধ হইবে[৩]। আল্লামা শওকানীও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

فان راى الامام ان يولف قلوب قوم لبعض المصالح التى يعود نفعها على المسلمين جاز -

১) ফত্‌হুলকদীর [২] ৩৫৫ পৃঃ

২) মুহাল্লা [৬] ১৪৯ পৃঃ

৩) কবীর [৪] ৬৮০ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমি বলিতে চাই, ইস্‌লামের আহ্বান শ্রবণ করার জন্য অনেকেই উদ্‌গ্রীব রহিয়াছে, কিন্তু এই আহ্বান যাহাতে তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে, তাহার সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য জাতীয় অর্থ-ভাণ্ডারের সাহায্য আবশ্যক। যাহারা সত্যগ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবে, তাহাদের সাহায্যকল্পেও অর্থ আবশ্যক। এই প্রয়োজনগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে, এরূপ ধারণা পোষণ করা সমীচীন নয়। হযরত উমরের যুগে ইস্‌লাম যখন প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন হয়তো অমুসলমান আর "নামকে ওয়াস্তে মুসলমান"দের হৃদয় আকর্ষণ করার জন্য জাতীয় ধনভাণ্ডারের অর্থ ব্যয় করা তিনি সমীচীন মনে করেননাই। কিন্তু আজ মুসলমানগণ ধর্মীয় আর আন্তর্জাতিক দিক দিয়া যেপরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে এই বাবতে অর্থ ব্যয়ের আবশ্যকতা পূর্বাপেক্ষাও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে।

আর্‌রিকাব (الرقاب) "রাকাবা"র প্রকৃত-অর্থ স্কন্ধ দেশ, কিন্তু ক্রীতদাসের অর্থে ইহার প্রয়োগ প্রসিদ্ধ। সূরত আলবলদে ক্রীতদাস মুক্ত করার কার্যকে "ফাক্‌কোরাকাবা" বলা হইয়াছে—১৩ আয়ত। فِي الرِّقَابِ সাদাকাত ও যাকাত ব্যয়ের তালিকার ইহা পঞ্চম দফা। দাসদিগকে যাকাতের অর্থে ক্রয় করিয়া স্বাধীনতা দেওয়া ইহার অন্যতম তাৎপর্য। ইব্‌নেআব্বাস ও ইব্‌নে উমরের অভিমত ইহাই। ইমাম মালিক, আহমদ বিন হাম্বল, ইস্‌হাক বিন রাহুওয়ে ও আবুউবায়দ কাসিম বিন সাল্লাম এই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। আর হাসান বস্‌রী, মুকাতিল বিন হাইয়ান, খলীফা উমর বিন আবদুলআযীয, সঈদ বিদ জুবায়র, ইব্‌রাহীম নখয়ী, যুহ্‌রী ও ইব্‌নেযয়েদ বলেন, যেসকল ক্রীতদাস তাহাদের প্রভুদের সহিত এরূপ চুক্তি করিয়াছে যে, এই পরিমাণ অর্থ দিলে তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে মুক্তি দিবে অর্থাৎ "মাকাতিব" দাসদের সাহায্যকল্পে যাকাতের এক অংশ ব্যয় করিতে হইবে। ইহা ইমাম শাফেয়ী আর হানাফী বিদ্বানগণের পরিগৃহীত সিদ্ধান্ত। বস্তুতঃ সঠিক কথা এই যে, ইস্‌লাম দাসত্বপ্রথা রহিত করার জন্য যেসকল স্থায়ী ব্যবস্থাগ্রহণ করিয়াছে, যাকাতের অর্থে দাসমুক্তির জন্য অংশ নির্ধারণ করা সেগুলির অন্যতম। সুতরাং যুদ্ধের বন্দী হউক অথবা যেকোন শ্রেণীর দাস হউক, তাহাদের সকলের মুক্তিসাধনের কার্যে "রিকাবের" অংশ ব্যয় করা চলিবে। ইমাম আবু-হানীফা, সঈদ বিন জুবায়র ও নখ্‌য়ী বলেন, "মকাতিব-দাসদের" চুক্তির সমস্ত অর্থই এই দফা হইতে ব্যয় হইবে না, আংশিক সাহায্য প্রদত্ত হইবে মাত্র[১]।

গারিম (غارم) "গরম" শব্দের আভিধানিক অর্থ হইল আর্থিক ক্ষতি, الغرم ماينوب الانسان في ماله من ضرر لغير دণ্ড, খেসারত। বিনা অপরাধে বা বিনা বিশ্বাস-جناية منه او خيانة ঘাতকতায় আর্থিক ক্ষতি সাধিত হওয়াকে "গরম" বলে[২]। শস্যহানির সংঘটে পতিত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে কুরআনে কথিত আছে যে, তাহারা নিজেদের মুগ্‌রম বলিয়া থাকে—। انا لمغرمون —আল্‌ওয়াকেআ, ৬৬ আয়ত। অপরের জন্য দায়ী হওয়ার কারণে অনর্থক অর্থদণ্ড পোহানকেও গরম বলে। ঋণগ্রস্তকেও গরীম ও গারিম বলা হয়। ফলকথা, আকস্মিক বিপদে সর্বস্বান্ত হইয়াছে যে, অথবা এরূপ ঋণগ্রস্ত যাহার সমস্ত ধন দিয়াও ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করার তাহার উপায়নাই, তাহাকে **গারিম** বলা হইবে। হাফিয ইব্‌নেহযম লিখিয়াছেন, নিজের ধনের সাহায্যে যে ব্যক্তি ঋণমুক্ত হইতে পারে, সে গারিম নয়[৩]। ইমাম রাযী লিখিয়াছেন, পাপাচরণের দরুণ যে ঋণগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার জন্য যাকাতের তহবীল হইতে অর্থব্যয় করা চলিবেনা, কারণ সূরত তওবার উল্লিখিত আয়তের উদ্দেশ্য হইতেছে সহায়তা করা আর পাপাচরণ সহায়তালাভের যোগ্য নয়। জীবিকার জন্য অথবা সৎকার্য সম্পন্ন করিতে গিয়া অথবা অপরের বোঝা বহন করিতে অগ্রসর হইয়া অথবা আপোষ সন্ধি ঘটাইতে গিয়া যদি কেহ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহাহইলে তাহাকে **গারিমের** অংশ হইতে সাহায্য করা চলিবে। অনুরূপ ভাবে আকস্মিক বিপদে, যেমন আগুণ লাগিয়া, নৌকাডুবিয়া বা শস্যহানি ঘটিয়া সাময়িকভাবে যে সর্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহাকেও গারিমের প্রাপ্য অংশ হইতে যাকাতের অর্থ দেওয়া দুরস্ত হইবে।

---

১) কবীর [৪] ৬৮০ পৃঃ; ফত্‌হুলকদীর [২] ৩৫৬ পৃঃ।
২) মুফরাদাত, ৩৬৫ পৃঃ।
৩) মুহাল্লা [৬] ১৫০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ফি-সবীলিল্লাহ, (فى سبيل الله) আল্লাহর পথে যেসকল বাবতে যাকাত ও সাদাকাত ব্যয় করার নির্দেশ কুরআন পাকে প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে সপ্তম দফা হইতেছে আল্লাহর পথে। আল্লাহর পথ বলিতে কি বুঝায়? ধর্ম ও জাতির হিফাযত ও পরিপুষ্টি কল্পে যাহা সরাসরিভাবে সহায়ক হয়, কুরআনের পরিভাষায় এরূপ সমুদয় কার্য "ফি-সবীলিল্লাহ"র অন্তরভুক্ত। ধর্ম ও জাতির সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য তরবারির সংগ্রামের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্ম-যুদ্ধের অর্থেই ফি-সবীলিল্লাহ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব সত্যসত্যই যদি ইস্‌লামিরাষ্ট্রের রক্ষার কাজ উপস্থিত হইয়া থাকে আর ইস্‌লামি রাষ্ট্রের অধিনায়ক যদি যাকাতের তহবীল হইতে এই কার্যের জন্য সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করেন, তাহাহইলে এই দফায় যাকাত ও সাদাকাত অবশ্যই ব্যয় করিতে হইবে। পক্ষান্তরে কাল্পনিক জিহাদের ভাঁওতা সৃষ্টি করিয়া কতকগুলি পরান্নভোজী পরগাছার পরিপুষ্টিকল্পে এই দফার নির্ধারিত অর্থ অপব্যয় করা কিছুতেই সঙ্গত হইবেনা। ধর্মীয় জাতীয়কল্যাণের বহুবিধ কার্য রহিয়াছে, যথা, কুরআন, সুন্নাহ ও ইস্‌লামি বিদ্যাসমূহের প্রচার ও প্রসার, ধর্মীয় শিক্ষায়তনগুলির প্রতিষ্ঠা, ইস্‌লামের প্রচারক বাহিনীর সংগঠন ও তাহাদিগকে বিভিন্নস্থানে প্রেরণ করা, কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক হিদায়তের ব্যাপক ব্যবস্থা ইস্‌লামবিরোধীদলের অপপ্রচারণা ও ও প্রতারণার প্রতিরোধকল্পে সৎসাহিত্যের সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যগুলি সমস্তই ফি-সবীলিল্লাহর শামিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনেআব্বাস হজ্জের জন্য ফি সবীলিল্লাহর অংশ হইতে যাকাতের টাকা প্রদান করা দোষাবহ মনে করিতেননা বলিয়া ইব্‌নেআবিশয়বা রেওয়ায়ত করিয়াছেন[১]। তরবারির জিহাদ আল্লাহর পথের শ্রেষ্ঠতম কার্য হইলেও শুধু তরবারির জিহাদের জন্য ফি-সবীলিল্লাহকে সীমাবদ্ধ রাখার কোন বলিষ্ঠ প্রমাণ নাই। ইমাম কফ্‌ফাল তাঁহার তফ্‌সীরে কতিপয় বিদ্বানের অভিমত উধৃত করিয়াছেন যে, তাঁহারা মৃত অনাথ মুসলমানের কফন দফন, দুর্গনির্মাণ ও মসজিদপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সমুদয় জনকল্যাণের কার্যে যাকাতের মাল ব্যয় করা বৈধ মনে করিতেন এবং ফি-সবীলিল্লাহকে ব্যাপকভাবে সমুদয় হিতকর কার্যের অর্থে গ্রহণ করিতেন[২]। আল্লামা শওকানী লিখিয়াছেন, "ফি-সবীলিল্লাহ" শব্দটি ব্যাপক সুতরাং উহাকে শুধু এক প্রকার সৎকার্যে সীমাবদ্ধ রাখা জায়েয নয়। মৃতের কফন-দফন, পুল ও দুর্গ নির্মাণ আর মসজিদপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সমুদয় জনহিতকর কার্য "সবীলিল্লাহ"র শামিল[৩]।

ان اللفظ عام، فلا يجوز قصره على نوع خاص، ويدخل فيه جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد وغير ذلك -

ফত্তাওয়ায় যহীরিয়ার সংকলয়িতা লিখিয়াছেন, المراد طلبة العلم সবীলুল্লাহর তাৎপর্য হইতেছে বিদ্যার্থীগণ। আল্লামা কাসানীও সমুদয় জনকল্যাণের কার্যকে সবীলুল্লাহর শামিল করিয়াছেন। আল্লামা নওয়াব সৈয়েদ সিদ্দীকহাসান তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "সবীলুল্লাহ"র অর্থ আল্লাহর পথে, শুধু জিহাদের জন্য যাকাতের এই অংশকে সীমাবদ্ধ রাখার কোন দলীল নাই। পক্ষান্তরে আল্লাহর যাবতীয় পথে এই মাল খরচ করাই সঠিক। আয়তের আভিধানিক অর্থ ইহাই। কারণ এসম্পর্কে শরীআতের যেসকল দলীলের সাহায্যে শুধু তরবারির জিহাদের জন্য ব্যয়কে সীমাবদ্ধ করা হইয়া থাকে, সেগুলি বিশুদ্ধ ভাবে প্রমাণিত নয়. সুতরাং আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করাই ওয়া-

واما سبيل الله' فالمراد هنا الطريق اليه عزوجل - والجهاد وان كان اعظم الطرق الى الله عزوخل لكن لادايل على اختصاص هذا السهم به' بل يصح صرف ذلك فى كل ما كان طريقا الى الله - هذا معنى الآيه لغة - والواجب الوقوف على المعانى اللغوية حيث لم يصح النقل هنا شرعا - ومن جملة سبيل الله الصرف فى العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية فان لهم فى مال الله نصيبا......بل الصرف فى

১) মুহাল্লা [৬] ১৫১ পৃঃ।

২) তফ্‌সীর কবীর [৪] ৬৮১ পৃঃ।

৩) নায়লুল আওতার [৪]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জিব। আল্লাহর পথে ব্যয় করার অন্যতম তাৎপর্য হইতেছে, যেসকল আলিম মুসলমানদের ধর্মীয় কল্যাণের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জন্য ব্যয় করা, কারণ আল্লাহর মালে তাঁহাদেরও অংশ রহিয়াছে। বরং এই পথে ব্যয় করার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। কারণ উলামা নবীগণের স্থলাভিষিক্ত, তাঁহারাই দ্বীনের ধারক আর তাঁহাদের দ্বারাই ইস্‌লামের মৌলিকতার আর রসূলুল্লাহর (দঃ) শরীআতের হিফাযত হইয়া থাকে। বিদ্বান সাহাবীগণ তাঁহাদের জীবিকার প্রয়োজন এরূপ দানের সাহায্যেই মিটাইতেন[৪]।

هذه الجهة من اهم الامور لان العلماء ورثة الانبياء وحملة الدين وبهم تحفظ بيضة الاسلام وشريعة سيد الانام وقد كان علماء الصحابة ياخذون من العطاء مايقوم بما يحتا جون اليه -

ফিসবীলিল্লাহর যে ব্যাপক তাৎপর্য প্রদত্ত হইল, তদনুসারে 'মাদ্‌রাসা-মক্তবে'র আর 'উলামা ও তালাবায়-ইল্‌মে'র সাহায্যকল্পে সাদাকাত ও যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়েয হইবে বটে, কিন্তু যেসকল 'মক্তব-মাদ্‌রাসা'র জন্য এই অর্থ প্রদত্ত হইবে, সেগুলির উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিশেষ সাবধনতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, সেগুলি "ফি-সবীলিল্লাহ"র পর্যায়-ভুক্ত কিনা, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে, কারণ অর্থকরী উদ্দেশ্যে স্থাপিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি 'ফিসবীলিল্লাহ'র অন্তরভুক্ত নয়। "উলামা ও তালাবা" সম্বন্ধেও উপরিউক্ত নিয়ম প্রযোজ্য হইবে। যেসকল উলামা ও তালাবা শুধু ধর্মার্থে বিদ্যাদান অথবা বিদ্যা অর্জন করিবেন, তাঁহারা অভাবগ্রস্ত হইলে কেবল তাঁহাদিগকেই সাদাকা ও যাকাতের অর্থ হইতে সাহায্য করা চলিবে। ব্যবসা বা অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে যেসকল বিদ্যালয় স্থাপিত হয় অথবা এই উদ্দেশ্যে যাহারা শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন, যাকাত ও সাদাকাতে সেই সকল বিদ্যালয় বা সেরূপ উস্‌তায ও তালাবার কোন অংশ নাই আর যাহা প্রকৃত সঠিক, তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

ইব্‌নুস্‌সবীল, ابن السبيل : সবীলের অর্থ পথ। যে প্রবাসী তাহার গন্তব্যস্থান হইতে বহুদূরে পতিত হইয়াছে, المسافر البعيد عن منزله ইমাম রাগিব তাহাকে "ইব্‌নুস্‌সবীল" বলিয়াছেন[৫]। ইমাম শাফেয়ী বলেন, এরূপ 'ইব্‌নুস্‌সবীল'কে যাকাতের হকদার করা হইয়াছে, যাহার বৈধকার্যের জন্য সফর করা আবশ্যক অথচ অর্থাভাবের দরুণে সে করিতে পারিতেছেনা। অর্থাৎ অবৈধ ও অনর্থক কার্যের জন্য যে গৃহত্যাগী হইবে, সে **ইব্‌নুস্‌সবীল** বলিয়া গণ্য হইবেনা আর সে মুসাফির যাকাতের হকদার বিবেচিত হইবেনা[১]। আল্লামা শওকানী বলেন, কোন ব্যক্তি স্বদেশ ও আবাসভূমি হইতে প্রবাসে বাহির হইয়া যদি নিঃসম্বল হইয়া পড়ে তাহাকে **ইব্‌নুস্‌সবীল** বলা হইবে আর সেব্যক্তি নিজের দেশে যদি ধনবানও হয়, তথাপি তাহাকে যাকাতের তহবীল হইতে সাহায্য করা চলিবে। ইমাম মালেক বলেন, যদি বিনাসুদে তাহার পক্ষে ঋণ পাওয়া সম্ভব-পর হয়, তাহাহইলে যাকাত হইতে তাহাকে সাহায্য দেওয়া চলিবেনা[২]। ফলকথা, যেব্যক্তির স্বগৃহে ও গন্তব্যস্থানে ধন রহিয়াছে কিন্তু মধ্যপথে সম্বলহারা হইয়া পড়িয়াছে আর ধার হাওলাতও সে পাইতেছেনা, যাকাতের অর্থ হইতে তাহাকে পাথেয় প্রদত্ত হইবে!

المراد الذى انقطعت به الاسباب فى سفره عن بلده ومستقره فانه يعطى منها ان كان غنيا فى بلده

اذا وجد من يسلفه فلا يعطى -

ব্যক্তিগত ও বিধিসঙ্গত পার্থিব কার্যের জন্য নিজের গৃহ হইতে বাহির হইয়া যেব্যক্তি প্রবাসে নিঃসম্বল হইয়াছে, তাহার জন্য যেরূপ **ইব্‌নুস্‌সবীলের** অংশ রহিয়াছে, অন্যান্য সৎকার্যের জন্য গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাহার পাথেয় রাস্তায় ফুরাইয়া গিয়াছে বা পাথেয় অভাবে সে গৃহ হইতে বহির্গত হইতেই পারিতেছেনা, তাহাকেও তেমনি ইব্‌নুস্‌সবীলের অংশ প্রদান করিতে হইবে। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস সম্বন্ধে মুজাহিদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, انه كان لايرى باسا ان

৪) রওযাতুন্‌নদীইয়া, ১৩৫ পৃঃ।

৫) মুফরদাতুল কুরআন, ২২১ পৃঃ।

১) কবীর [৪] ৬৮১ পৃঃ।

২) ফতহুলকদীর [২] ৩৫৬ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তিনি তাঁহার যাকাত হজযাত্রীকে দিতেন আর ইহাদ্বারা দাসদাসীও মুক্ত করিতেন,—ইব্‌নেআবিশয়বা। সাহাবীগণের কেহ ইব্‌নেআব্বাসের বিরোধিতা না করিলেও হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী বিদ্বানগণ হজের যাত্রীকে যাকাতের টাকা প্রদান করার অনুমতি দেননাই। আর যেসকল বিদ্বান পাথেয় অভাবে ইস্‌লাম প্রচারোদ্দেশ্যে বিভিন্নস্থানে গমনাগমন করিতে পারেননা অথবা কোনস্থানে গিয়া পথিমধ্যে সম্বলহীন হইয়া পড়েন, তাঁহারা **ইব্‌নুস্‌-সবীলের** অংশ অবশ্যই পাইতে পারেন। অনুরূপ-ভাবে যেসকল মুসলমানকে কাফেরদের রাষ্ট্রে বাস্তত্যাগী হইতে বাধ্যকরা হইয়াছে অথচ তাহারা মুসলমানদের রাজ্যের সীমান্তে প্রবেশ করার পরও কোন ঠাঁই ঠিকানা পাইতেছেনা পথেপথে ঘুরিয়াই তাহাদিগকে জীবনপাত করিতে হইতেছে, তাহারাও **ইব্‌নুস্‌সবীলের** জাঁর হইতে যাকাতের মাল প্রাপ্ত হওয়ার অধিকারী হইবে।

يعطى الرجل زكاته فى الحج وان يعتق منها النسمة

বিশেষ দ্রষ্টব্য

সূরত-আত্‌তাওবার যাকাত বণ্টন সম্পর্কিত আয়তে যেসকল অংশীদার উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের ব্যাখ্যা ও পরিচিতি সমাপ্ত হইলেও একটি লক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টিনিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। এই আয়তে 'ফকীর', 'মিস্‌কীন', 'আমিলীন' ও 'মুওয়াল্লাফাতুলকুলুব' এই চারি শ্রেণীর বেলায় অধিকার বাচক **লাম** অব্যয়-পদ ব্যবহৃত হইয়াছে আর 'রিকাব,' 'গারিমীন,' 'সবীলুল্লাহ' আর 'ইব্‌নুস্‌সবীলে'র বেলায় **ফি** অব্যয়ের প্রয়োগ হইয়াছে। এই দ্বিবিধ প্রয়োগের উদ্দেশ্য অভিন্ন নয়। অধিকারবাচক অব্যয়পদ দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে, প্রথমোক্ত চতুর্বিধ ব্যক্তিগণের হস্তে তাহা-দের জন্য যাকাতের নির্ধারিত অংশ সমর্পণ করিতে হইবে আর তাহারা উহা যদৃচ্ছভাবে ব্যয় করিতে পারিবে আর শেষোক্ত চতুর্বিধ ব্যক্তিগণের হস্তে সরাসরি-ভাবে যাকাত সমর্পিত হইতে আর তাহারা উহা যদৃচ্ছ-ভাবে ব্যয় করিতে পারিবেনা। এই সকল বিভা-গের টাকা শুধু উল্লিখিত চতুর্বিধ কার্যেই ব্যয় করিতে হইবে। যেমন দাসমুক্তির অংশের টাকা যুদ্ধের কোন বন্দীর হস্তে যদৃচ্ছ ব্যয়ের জন্য দেওয়া চলিবেনা, কেবল দাসমুক্তির কাজেই উহা ব্যয় করিতে হইবে। অনুরূপ ভাবে ঋণগ্রস্ত, মুজাহিদ ও সম্বলহারা পথিকগণের হস্তে সরাসরিভাবে না দিয়া যাহাতে যাকাতের অর্থ উল্লিখিত আবওয়াবগুলিতে যথাযথ ভাবে ব্যয় হয়, তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

•• •• •• ••

সাদাকাত ও যাকাতের বণ্টন সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন এই যে, উহা সমান আটভাগে বিভক্ত করিয়া বণ্টন করিতে হইবে, না অংশের মধ্যে কম বেশী করা চলিবে? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, যাকাত ও সাদাকাত সকল শ্রেণীর অংশীদারকে দিতে হইবে, না দুই এক শ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে?

উল্লিখিত বিষয়গুলিতেও বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়া-ছেন: সাহাবাগণের মধ্যে হযরত ইব্‌নেআব্বাস, ইব্‌নে-উমর, রাফে' ইব্‌নে খদীজ, আর তাবেয়ী বিদ্বানগণের মধ্যে আতা বিন আবি রিবাহ, ইবরাহীম নখ্‌য়ী, ইক্‌রিমা, আবুওয়ায়েল, উমর বিন আবদুল আযীয ও ইব্‌নেশিহাব যুহরী বলেন যে, সাদাকাত ও যাকাত আট শ্রেণীর মধ্যেই ভাগ করিয়া দিতে হইবে[১]। অনুসরণীয় ইমাম-গণের মধ্যে শাফেয়ী, দাউদ বিন সুলায়মান যাহেরী ও ইব্‌নেহয্‌মও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেন, যাকা-তের মালের পরিমাণ যদি আট হাজার টাকা হয়, তাহাহইলেপ্রত্যেক

ان كان المال ثمانية آلاف فلكل صنف الف، لايخرج عن صنف منهم من الالف شئ -

শ্রেণীর হকদার এক হাজার করিয়া পাইবে, একশ্রেণীর এক হাজারের অংশ অন্যশ্রেণীর জন্য কিছুতেই ব্যয় করা চলিবেনা[২]। শাহ ওলীওল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী লিখিয়া-ছেন, ইমাম শাফেয়ীর নিকট যাকাত ঠিক আট শ্রেণীর মধ্যেই ভাগ করা ওয়াজিব, অবশ্য সেস্থানে যদি সরকারি কলেক্টর থাকে তবেই। নচেৎ সমান সাত ভাগে বণ্টন

১) মুহাল্লা [৬] ১৪৫ পৃঃ; আবুউবায়দ, আম্‌ওয়াল ৫৭১, ৫৭২ পৃঃ; ৫৭৭ ও ৫৭৮ পৃঃ; তফসীর আলমানার [১০] ৫১১ পৃঃ তফসীর কবীর [৪] ৬৭৫ পৃঃ।

২) কিতাবুল উম [২] ৬৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিতে হইবে আর গ্রহীতাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান সমান দেওয়া ওয়াজিব নয়[৩]। যেসকল শ্রেণীর মধ্যে যাকাত বণ্টন করিতে কুরআনে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোন শ্রেণীকে, মওজুদ থাকা সত্ত্বেও যদি অংশ না দেওয়া হয়, তাহাহইলে বণ্টনকারী-কে নিজস্ব টাকা হইতে তাহা পূরণ করিয়া দিতে হইবে বলিয়া ইমাম শাফেয়ী ফতওয়া দিয়াছেন[৪]। হাফিয ইবনেহযম বলেন, প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্গত অন্ততঃ তিন জন করিয়া হকদারদের মধ্যে যাকাত বণ্টন করা আব-শ্যক[৫]।

পক্ষান্তরে হযরত উমর ফারূক, হুযায়ফা বিনুল ইয়ামান, হযরত আলী ও মুআয ইবনেজবল প্রভৃতি সাহাবাগণ বলেন, যে আট শ্রেণী যাকাতের হকদার, তাহাদের মধ্যে যেকোন এক শ্রেণীর মধ্যে যাকাত বণ্টন করিলেই যথেষ্ট হইবে। সমুদয় শ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করা আবশ্যক নয়। হযরত ইবনেআব্বাসের প্রমুখাৎ অনুরূপ দ্বিতীয় রেওয়ায়ত কাযী আবুইউসুফ, আবুউবা-য়দ ও ইব্‌নেজরীর প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন[৬]। তাবেয়ী বিদ্বানগণের মধ্যে সঈদ ইবনে জুবায়র, হাসান বস্‌রী আবুলআলীয়া, যাহ্‌হাক, ময়মুন বিন মিহ্‌রাণ ও শা'বী প্রভৃতি উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। আতা ইবনে আবি রিবাহ ও ইবরাহীম নখ্‌য়ীর বাচনিকও উপ-রিউক্ত অভিমত বর্ণিত হইয়াছে[৭]। অনুসরণীয় ইমাম-গণের মধ্যে ইমাম আবুহানীফা এবং তাঁহার সহ-চরগণ, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, সুফ-য়ান সওরী, আবুউবায়দ কাসিম বিন সল্লাম ও আবু-জা'ফর তাবারী, শায়খুলইস্‌লাম ইব্‌নেতয়মিয়া প্রভৃতি উল্লিখিত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। কুরআনের ভাষ্য-কারগণের মধ্যে ইব্‌নেকসীর, ইমাম ফখ্‌রুদ্দীন রাযী আর কাযী বয়যাভীও উপরিউক্ত অভিমত গ্রহণ করি-য়াছেন[৮]।

উভয়পক্ষ স্বস্ব দাবীর পোষকতায় কুরআন ও সুন্নতের প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন এবং সুদীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নিরপেক্ষ মনে সমুদয় দলীল ও আলো-চনা পাঠ করার পর আমি দ্বিবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হই য়া'ছি। প্রথমতঃ বণ্টনের ব্যবস্থা ধনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ উহা যদি প্রচুর ও পর্যাপ্ত হয় আর সকল শ্রেণীর মধ্যে বিতরণ করা সম্ভবপর হয়, তাহাহইলে যাকাতের মাল কুরআনে উল্লিখিত আট শ্রেণীর মধ্যেই বণ্টন করা উত্তম। ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, কোন শ্রেণীর কাহারই প্রয়োজন না মিটে, এরূপভাবে যাকা-তের ছিটেফোঁটা বণ্টন করা শরীআতের অভিপ্রেত নয়। অন্ততঃ পক্ষে একশ্রেণীর অভাব বিদূরিত হওয়া আবশ্যক। যেমন, যে ফকীর বা মিস্‌কীনকে যাকাত দেওয়া হইবে, তাহার সর্বনুন অভাব দূর করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে পুনরায় তাহার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করিতে না হয়। অর্থাৎ যাকাতের উদ্দেশ্য জাতীয় দারিদ্রের ক্রামশিকভাবে অবসান ঘটান, সমাজে একটা স্থায়ী ভিক্ষুক শ্রেণী গঠন করা নয়। অতএব যাকাতের পরিমাণ যদি অল্প হয় আর সকল শ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করিতে গেলে যদি কাহারও প্রয়োজন না মিটে, তাহাহইলে যেকোন এক শ্রেণীর মধ্যেই সমস্ত যাকাত বিতরণ করা জায়েয হইবে, সমুদয় শ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করা আবশ্যক হইবেনা।

দ্বিতীয়তঃ যাকাতের হকদারদের মধ্যে যখন যে-শ্রেণীর প্রয়োজন অত্যধিক হইবে, তখন সেই শ্রেণীকে অগ্রগণ্য করিতে হইবে। যেমন ইস্‌লামি রাষ্ট্রে যদি শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিয়া বসে আর দেশরক্ষার জন্য যদি প্রয়োজন বিবেচিত হয়, তাহাহইলে সমস্ত যাকাত দেশরক্ষার কার্যে ব্যয় হইবে, অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে যাকাত বণ্টন স্থগিত

৩) মুসাউওয়া শরূহে মুওয়াত্তা [১] ২২০ পৃঃ।

৪) তফসীর আলমানার [১০] ৫১০ পৃঃ।

৫) মুহাল্লা [৬] ১৪৬ পৃঃ।

৬) কিতাবুল খিরাজ ৯৬ পৃঃ; আম্‌ওয়াল ৫৭৭ পৃঃ; তফ-সীর তাবারী [১০ ১১৫ ও ১১৬ পৃঃ; ফত্‌হুলকদীর শরূহে হিদায়া [২] ১৮ পৃঃ; আহ্‌কামুলকুরআন জস্‌সাস [৩] ১৭২ পৃঃ।

৭) তফসীর তাবারী [১০] ১১৬ পৃঃ; বুলুগোল আমানী [৯] ৭২ পৃঃ।

৮) আহ্‌কামুল কুরআন ৩] ১৭২ পৃঃ; হিদায়া, ফত্‌হুলকদীর সহ [২] ১৮ পৃঃ; ফত্‌হুলকদীর, শাওকানী [২] ৩৫৫ পৃঃ; আওনুল-মা'বুদ [২] ৩৬ পৃঃ; মাসায়েলে ইমাম আহমদ ৮২ পৃঃ; তফসীর কবীর [৪] ৬৭৫ পৃঃ; তফসীর বয়যাভী [২] ২৮৮ পৃঃ; ফতাওয়া-ইব্‌নেতায়মিয়া [২] ৮৪ ও ৮৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

থাকিবে অথবা যদি ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তাহাহইলে সমস্ত যাকাত ক্ষুধার্ত ও অনুক্লিষ্টদের মধ্যেই বিতরিত হইবে।

ফলকথা, যাকাতের বণ্টন কুরআনপাকে উল্লিখিত আট প্রকার লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। উল্লিখিত আট শ্রেণীর বহির্ভূত কোন কার্যে যাকাত ব্যয় করা জায়েয হইবেনা। মনে রাখিতে হইবে যে, যাকাত কাহাদের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে, স্বয়ং আল্লাহ তাহা-নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, রসূলল্লাহ (দঃ) কে পর্যন্ত আল্লাহ এ অধিকার দান করেননাই। সুতরাং গ্রাম ও মহল্লার প্রধান ও মাতব্বরগণ আর পীর সাহেবানের যাকাতের মাল লইয়া ছিনিমিনি খেলা কোনক্রমেই উচিত নয়। সমাজের অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্যে ধনবান ও বিত্ত-শীলদিগকে মুক্তহস্তে অর্থদান করা আবশ্যক। কেবল যাকাত ও ফিত্‌রা ছাড়া মুসলমানদের ধনে সমাজের হক নাই, এরূপ ধারণা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক।

সর্বশেষ কথা এই যে, যাকাত নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার শুধু ইস্‌লামি রাষ্ট্রের অধিনায়কেরই। যদি ইস্‌লামি রাষ্ট্র কায়েম নাথাকে অথবা তাঁহারা কুরআন ও সুন্নাহর ব্যবস্থা মত যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তাহাহইলে মুস্‌লিমসমাজকেই ইহার জন্য ব্রতী হইতে হইবে। প্রত্যেক অঞ্চলে গণতান্ত্রিক নিয়মে বয়তুলমাল স্থাপন করিয়া কুরআন ও সুন্নতের বিধান মত যাকাত নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। মনে রাখিতে হইবে, মুসলমানদের অর্থনৈতিক সমস্যা একমাত্র বয়তুলমালের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার উপরেই নির্ভর করিতেছে।

وليكن هذا آخر الكلام والصلوة والسلام على سيد الانام وعلى آله وصحبه البررة الكرام، والحمد لله اولا و آخرا، ظاهرا وباطنا ـ

পাগল স্বামীর স্ত্রীর তালাক

জিজ্ঞাসাকারী : মুহাম্মদ হাফীযুররহমান খোন্দকার
তিতপরল, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

الحمد لله وحده

স্বামী যদি পাগল হইয়া যায়, তাহাহইলে তাহার স্ত্রী তাহার সহিত সংসার করিবে কিনা, ইহা স্ত্রীর ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফত্‌ওয়া দিয়াছেন, পাগল তাহার স্ত্রীর সহিত নিরর্থক ব্যবহার করিলে পাগলের ওলীরা তাহার পক্ষ হইতে তালাক দিবে। পাগলের তালাক বা দস্তখতের কোন মূল্য নাই। হাফিয ইব্‌নেহযম বিশুদ্ধ সনদের সহিত উপরিউক্ত ফত্‌ওয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন[১]। ইমাম মালেক হযরত উমরের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, উন্মত্ততা, কুষ্ঠরোগ ও ধবলরোগের জন্য স্ত্রীর বিবাহ ছিন্ন হইবে। সঈদ বিন্‌ল মুসাইয়েব প্রভৃতি বলেন, কোন স্ত্রীলোকের যদি এরূপ পুরুষের সহিত বিবাহ হয়, যে-পুরুষটি পাগল অথবা দুষিত ব্যাধিগ্রস্ত, সে স্ত্রীলোকের ইচ্ছার উপরেই উক্ত পুরুষের সহিত তাহার সংসার করা বা না করা নির্ভর করিতেছে। সে ইচ্ছা করিলে পাগল বা দুষিত ব্যাধি-গ্রস্ত স্বামী লইয়া থাকিতে পারে আর ইচ্ছা করিলে বিবাহ ছিন্ন করিতে পারে। ইমাম মালিক এই ফত্‌ওয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন[২]। ইমাম মালিক বলেন, নারী পাগল হইলে বা কুষ্ঠ, ধবল অথবা নারীর যৌন অঙ্গে পীড়া থাকিলে আর তাহা পুরুষের অজ্ঞাত থাকিলে বিবাহ ছিন্ন হইবে, পুরু-ষের বেলাতেও এই বিধান প্রযোজ্য হইবে[৩]। ইমাম লয়েস বিন্ সঅদ ও ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম হাসান বিন হাই প্রভৃতিও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

ইমাম আবু হানীফা, কাযী আবু ইউসুফ ও কাযী ইব্‌নে আবিলায়লা বলেন, পাগল অথবা কুষ্ঠরোগী তালাক না দেওয়া পর্যন্ত তাহার স্ত্রীর পক্ষে অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ জায়েয হইবেনা। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পাগলের তালাকের কোন মূল্য নাই। সুতরাং তালাক

১) মুহাল্লা [১০] ১১২ পৃঃ।
২) মুদাউওয়ানাতুল কুবরা (৪) ৬২ পৃঃ।
৩) ঐ (৪) ৬২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ঐতিহাসিক তাবারী

আফ্‌তাব আহমদ রহমানী এম, এ,

হিজরী সনের তৃতীয় শতকের প্রথম ভাগে তাবারিস্তানের প্রসিদ্ধ আয়েল নামক শহরের একটি ধনাঢ্য পরিবারে এক শিশুসন্তান জন্মগ্রহণ করে। কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণদেহ এ শিশুটি যখন জন্মগ্রহণ করল, তখন কে জানত যে এ-শিশুই অদূর ভবিষ্যতে ইস্‌লামি জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় একটি অদ্বিতীয় মানবরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, কালাম, ইতিহাস, ব্যাকরণ ইত্যাদি যে বিষয়েই তিনি লিখনী ধারণ করেছেন তা' দেখলে মনে হয় যে, এটা কোন সুপণ্ডিতেরই কলম হতে বেরিয়ে আসছে। ইনি হলেন ইসলাম জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র আবুজাফ'র মুহাম্মদ বিন জারীর আত্‌তাবারী।

নাম ও বংশ পরিচয় :—নাম মুহম্মদ, কুনিয়াত (Surname) আবুজাফর।

খতিব ও সুবকীর মতে তাঁর বংশ পরিচয় নিম্নরূপ :—(১) মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ বিন কাছির বিন গালেব আত্‌তাবারী।

ইবনে খাল্লেকান তাঁর বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন :—(২) আবুজাফর মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ বিন খালেদ আত্‌তাবারী।

জনৈক ব্যক্তি স্বয়ং ইবনেজারীর তাবারীর নিকট তাঁর বংশ পরিচয় জানতে চাইলে তিনি "মুহাম্মদ বিন জারীর" বলে চুপটী মেরে বস্‌লেন। লোকটী বারম্বার জিজ্ঞেস করায় তিনি নিম্নোক্ত কবিতাটী পাঠ করেছিলেন :—

قد رفع العجاج ذكرى فادعنى
باسمى اذ الانساب طالت يكفينى

আমার নাম ধুলিকণার সঙ্গে বিস্তৃত। অতএব তোমরা আমাকে শুধু নাম ধরেই ডাকবে। কারণ বংশতালিকায় শুধু দীর্ঘ সূত্রতাই বাড়ে।(৩)

প্রাথমিক জীবন :—ইবনে জারীর সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে কুরআনেহাকিমের আদ্যোপান্ত মুখস্থ করে ফেলেন। তাঁর পিতা জারীর একদা স্বপ্নযোগে স্বীয় পুত্রকে আঁহযরত (দঃ)-এর দরবারে দেখ্‌তে পেলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যাকাররা বল্লেন, "যদি এ ছেলে জীবিত থাকে

১) খতিব ২য় খণ্ড, ১৬২ পৃঃ ; তাবাকাতুশ্‌শাফেয়ীয়াহ—সুবকী ২য় খণ্ড ১৩৫ পৃঃ।

২) ইবনে খাল্লিকান ওয়াফিয়াতুল আয়ান ২য় খণ্ড ৩২ পৃঃ

৩) মু'জামুল উদাবা ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪২৮ পৃঃ

হইলে পাগলের ওলীর (বাপ বা চাচা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, যাহার তত্ত্বাবধানে সে রহিয়াছে, তাহার) নিকট হইতে তালাক লইতে হইবে৪।

জিজ্ঞাসায় উল্লিখিত ব্যক্তির পাগল হওয়া সত্যই যদি প্রমাণিত হইয়া থাকে, তাহাহইলে ৮।৯ বৎসর পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন থাকার পর তাহার স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ জায়েয হইয়াছে। ইহাই ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর পরিগৃহীত সিদ্ধান্ত। তালাক যদি নাও লওয়া হইয়া থাকে, তথাপি ইহা জায়েয হইবে। আর শুধু পাগলের নিকট হইতে তালাক লওয়া হইয়া থাকিলে, তাহা তালাক বলিয়া গ্রাহ্য হইবেনা আর তাহার ওলীদের নিকট হইতে তালাক গ্রহণ করা হইলে তালাকের পর ইদ্দত পালন করিতে হইবে। কারণ ইদ্দতের ভিতর বিবাহ সিদ্ধ নয়।

ফলকথা, স্ত্রীলোকটি পাগল স্বামীর সহিত যদি একান্তই বসবাস করিতে অসম্মত থাকে, আর সত্যই যদি পুরুষটি পাগল হয়, তাহাহইলে কথা না বাড়াইয়া তাহার বর্তমান দ্বিতীয় বিবাহ ঠিক রাখাই কর্তব্য, এ বিষয়ে গণ্ডগোল করা সমীচীন নয়। আর যাহা প্রকৃত সঠিক তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

هذا ما حققناه فى هذه المسئلة والحمد لله فى البداية والنهاية والله اعلم بالصواب وعنده علم الكتاب

৪) ইমামগণের রেওয়ায়তগুলি মুহাল্লা হইতে সংকলিত।

Contents

তা হলে শরীয়তে-মহাম্মদীর একজন বিশিষ্ট খাদেম ও পৃষ্ঠপোষক হবে।" (৪)

ইবনেজারীর স্বীয় মাতৃভূমিতেই তাঁর বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করেন। কৈশোরে পদার্পণ করার সঙ্গেসঙ্গেই তিনি মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে জ্ঞানার্জনার্থে বিদেশ যাত্রা করেন। সর্বপ্রথম তিনি "রই" নামক স্থানে যান। অতঃপর পালাক্রমে বসরা, কুফা, মিসর, ফুসতাত ও সিরিয়া হতে জ্ঞান আহরণ করেন।

ইবনে জারীরের উস্তাদগণের নামের তালিকা হতে আমরা নিম্নে সমধিক প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম উদ্ধৃত করলাম :—মুহাম্মদ বিন হামিদ রাযী, মুসাল্লা বিন ইবরাহীম উবলি, আহমদ বিন হাম্মাদ দুলাবী, মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার, আবু কুরাইব মুহাম্মদ বিন আলা আল্‌হামদানী।

জ্ঞানার্জনে ইবনে জারীর যে পরিশ্রম ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন তা' দেখে সত্যিসত্যিই চমৎকৃত হ'তে হয়। যে যুগে তিনি "রই" শহরে পাঠাভ্যাস করতেন সে যুগে শহরের দূরবর্তী এক নিভৃত প্রান্তে আহমদ বিন হাম্মাদ দুলাবী নামক একজন বড় মুহাদ্দেস বাস করতেন। ইবনে জারীর তাঁর নিকট শিক্ষালাভের জন্য যেতেন এবং ওখানকার পাঠ সমাপ্ত করে দৌড়াতে দৌড়াতে শহরে ফিরতেন যেন এখানকার শিক্ষালাভ হতে বঞ্চিত না হন। (১)

ধীশক্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং শিক্ষালাভে পরিশ্রম ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা তাঁকে স্বীয় উস্তাদগণের প্রিয়পাত্র করে তুলেছিল। কুফায় অবস্থানকালে একবার তাঁর উস্তাদ আবু-কুরায়ব স্বীয় ছাত্রবৃন্দকে দাওয়াত করেছিলেন। সকলে উপস্থিত হলে উস্তাদ তাদেরকে কতকগুলি প্রশ্ন করলেন। সব ছাত্রই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু তারা কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল আর কতকগুলির পারলনা। আবার যেগুলির উত্তর দিল তার কতকগুলি ঠিক হল আর কতকগুলি হলনা। একটী মাত্র ছাত্র প্রত্যেকটী প্রশ্নের সঠিক ও সহিহ উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি হলেন আমাদের আবুজাফর মুহাম্মদ বিন জারীর আত্‌তাবারী। (২)

বলাবাহুল্য, উস্তাদ তাবারীর প্রতি অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট হলেন এবং সেদিন হতে তাঁর স্থান হল সবার উপরে।

দীর্ঘদিন শিক্ষালাভের পর তাবারী জন্মভূমিতে ফিরে আসলেন কিন্তু বিধির বিধান ছিল অন্যরূপ। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল যে, তাবারী এমন এক কেন্দ্রস্থানে থাকবেন যেখানথেকে তাঁর অগাধ জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের পিপাসুর দল তৃষ্ণা নিবৃত করতে সক্ষম হবে।

ঘটনা হল এই যে, তাবারী যখন তাবারীস্তানে প্রবেশ করলেন তখন দেখতে পেলেন যে ওখানে শিয়াদের প্রভাব অপরিমিত। বড় বড় সাহাবায়ে কেরামদেরকে অশ্লীল ও অকথ্য ভাষায় গালাগালি করাকে পুণ্যের কাজ বলে মনে করা হচ্ছে। এতদ্‌দর্শনে সাহাবাকেরামদের সাফাই গাওয়াকে ইবনেজরীর স্বীয় কর্তব্য বলে মনে-করলেন। তিনি হযরত আবুবকর (রঃ) ও হযরত উমরের (রঃ) ফজিলত ও বৈশিষ্ট সম্বন্ধীয় হাদীসগুলির প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করলেন। ফল হল এই যে, তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট তাঁর উপরে চটে গেলেন এবং তাঁকে দেশ হতে বহিষ্কৃত করে দিলেন। তখন থেকে তিনি বগ্‌দাদে বসবাস করতে লাগলেন। (৩)

ইবনে জারীর বাগদাদে অবস্থান পূর্বক সারাজীবন ইসলামের সেবা ও আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত রাখার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেগেছেন। বাগদাদের শাসনকর্তারা বার বার এ আকাঙ্খা জানিয়েছিলেন যে, তাবারীকে কিছু আধিক সাহায্য দান করে তাঁর খেদমত করেন। কিন্তু তাবারীর খুদী (আত্মপ্রত্যয়) এতই প্রবল ছিল যে, তিনি কখনও তা স্বীকার করেননি। খাকানী তাঁর মন্ত্রীত্ব কালে একটা মোটা অঙ্ক তাঁর খেদমতে পেশ করতে গিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরেছিলেন। অতঃপর তিনি তাবারীকে চীফজাষ্টিসের পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। এবারও তাঁর দরখাস্ত না-মঞ্জুর করা হয়। মঙ্গলাকাঙ্খীরা তিরস্কারের সুরে তাবারীকে জানিয়েছিলেন যে, এ পদ প্রত্যাখ্যান করা তাঁর ঠিক হয় নি। তাবারী অসন্তুষ্ট হয়ে উত্তর দিয়ে ছিলেন যে, আমি আশা করিতেছিলাম যদি আমি চাকুরী গ্রহণে

৪) ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪৩০ পৃঃ

(১) মু'জামুল উদাবা ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৩০ পৃঃ।

[২] Ibid ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৩১ পৃঃ।

[৩] Ibid ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৫৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

উদ্যোগী হই তাহলে তোমরা আমায় বাধা প্রদান করবে কিন্তু এখন দেখি তোমরাই আমায় চাকুরী-গ্রহণে প্ররোচিত করছ (১)।

পূর্বেই বলেছি, শিয়াদের বিরুদ্ধে নির্ভিক প্রচারণার জন্য ইবনেজরীর মাতৃভূমি হতে নির্বাসিত হয়ে বাগদাদে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর অবস্থান নিরঙ্কুশ হয়নি। এখানে তাঁকে রাফেযী বা চরমপন্থী শিয়া হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। অদৃষ্টের কি পরিহাস! শিয়াদের বিরুদ্ধে প্রচারণার দায়ে যিনি নির্বাসিত হলেন তাঁকেই শিয়া বলে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। একেই বলে "যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর!"

বাগদাদে অবস্থান কালে ইবনেজরীরকে যেসব কঠিন সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছিল হাম্বলীদের বিরুদ্ধাচরণ ছিল তার অন্যতম। হাম্বলীদের সহিত তাঁর মতবিরোধের কারণ ছিল এই যে, তিনি "ইখ্‌তেলাফুল-ফুকাহা" নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন কিন্তু সে গ্রন্থে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের উল্লেখ করেননি। কারণ ইবনেজরীরের মতে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ছিলেন মোহাদ্দেস, ফকিহ নয়। এই সামান্য ব্যাপারকে কেন্দ্র-করে বাগদাদের হাম্বলী মতাবলম্বীদের মধ্যে বিদ্বেষের আগুন ধুমায়িত হতে থাকে (২) এবং অবস্থা এতদূর চরমে উঠে যে, একদিন হাজার হাজার হাম্বলী তাঁর বাড়ী অবরোধ করতঃ গৃহাভিমুখে ইট পাট্‌কেল ইত্যাদি ছুঁড়তে থাকে। অবস্থা চরমআকার ধারণ করিলে পুলিসের সহায়তায় হাঙ্গামাকারীদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়।(৩)

হাম্বলীদের বিরুদ্ধাচরণের অথবা শত্রুদের মিথ্যা অভিযোগের ফলে ইবনেজরীরের মর্যদা কোনদিন ক্ষুণ্ণ হয়নি। বাগদাদের ধনিক শ্রেণীর চিরদিন এ অভিলাষ ছিল যে, ইবনেজরীর কর্ত্তৃক তাঁদের উপঢৌকন গৃহীত হোক আর আলেমশ্রেণীর অভিলাষ ছিল যে, তাঁরা যদি ইবনে জরীরের শাগ্‌রিদ হতে পারতেন।

বাগদাদের অধিবাসীদের অন্তরে ইবনেজরীর যে কি স্থান অধিকার করেছিলেন এঘটনা হতে তার কিছুটা আঁচ করা যায় যে, তাঁর মৃত্যুর পর কয়েক মাস ধরে অগণিত লোক তাঁর সমাধির নিকট এসে জানাযার নমায পড়তে থাকেন, বহু আলেম এবং সাহিত্যিক তাঁর শোক-গাথা রচনা করেছেন, তন্মধ্য হতে নিয়ে আমরা মাত্র দু'টী কবিতা উদ্ধৃত করছি :—

কবি ইবনে সাঈদ বিন আরাবী বলেছেন :—

قام لناعى العلوم اجمع لما -
قام ناعى محمد ابن جرير

(মুহাম্মদ বিন জরীরের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মৃত্যু-সংবাদেরই নামান্তর ছিল।)-

কবি ইবনেদুরায়দ বলেছিল :—

ان المنية لم تتلف به رجلا -
بل اتلفت علما للدين منصوبا

(মুহাম্মদ বিন জরীরকে সংহার করে মৃত্যু কোন মানুষকে ধ্বংস করেনি, প্রকৃতপক্ষে সে ধর্মের একটী উড্ডীয়মান পতাকাকেই অবনমিত করেছে।) (৪)

৩১০ হিজরী ২৫শে শওয়ালের দিবাবসানের কিছুক্ষণ পূর্বে ইব্‌নেজরীর ইহলোক পরিত্যাগ করেন এবং ২৬শে শওয়াল তাঁকে বগ্‌দাদেই কবরস্থ করা হয়। ইব্‌নেখাল্লি-কান তাঁর প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন যে, ইবনে-জরীরের কবর বলে প্রসিদ্ধ মিসরের একটি সমাধিতে দৈনিক হাজার হাজার ভক্তের ভক্তি-অর্ঘ নিবেদিত হচ্ছে। কবরটীর গায়ে লিখা আছে "এটী ইব্‌নেজরীরের কবর।" লোকে মনে করে থাকে যে, ইনি ঐতিহাসিক ইব্‌নেজরীর। কিন্তু আসলে তা' নয়। কারণ ঐতি-হাসিক ইব্‌নেজরীর বগ্‌দাদেই কবরস্থ হয়েছেন।"

ইব্‌নেজরীরের দেহ বগদাদের মাটীর নীচে বিলীন হয়ে গেছে বটে, কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অপরি-সীম দান আজও তাঁর নামকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রত্যেকটী শিক্ষিত মানুষের নিকট স্মরণীয় করে রেখেছে।

ইব্‌নেজরীরের গ্রন্থাদি :—ইব্‌নেজরীর প্রণীত মোট ২৯ খানা গ্রন্থের মধ্যে দুর্ভাগ্যবশতঃ মাত্র ৬ খানা মুদ্রিত বইয়ের সন্ধান আমরা জানি যথা,—(১) তফসীর ইব্‌নেজরীর (২) তারিখ ইব্‌নেজরীর (৩) আসারুল

[১] তাবাকাত শাফেয়ীয়া।
[২] তারিখে কামেল ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৯৮ পৃঃ।
[৩] মু'জামুলউদাবা ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৩৬ পৃঃ।
[৪] তারীখ খতীব বাগদাদী।

www.ahlehadeethbd.org

বাকিয়া আনেল কুরুনিল-খালিয়া, (৪) যয়লুল মুখাইয়াল, (৫) ইখ্তেলাফুল ফুকাহা ও (৬) আল-ই'তেকাদ। তাঁর তাহযিবুল আসার সম্বন্ধে আমরা এতটুকু জানি যে, তার কতক অংশ ইস্তাম্বুলের লাইব্রেরীতে আছে।

ইলমে কিরাত :—ইব্নে জরীর একজন উচ্চাঙ্গের কারী ছিলেন এবং অতি চমৎকার কোরআন তেলাওয়ত করতে পারতেন। তাঁর কোরান তেলাওয়ত শুনার জন্য লোক বহু দূর দূরান্তর হতে তাঁর পিছনে নমায পড়তে আস্তেন। একদা আবুবকর বিন মুজাহেদ তারাবীর নমায পড়াবার জন্য তাঁর মসজিদে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি এক মসজিদে ইব্নে জারীরের তেলাওয়ত-ধ্বনি শুন্‌তে পেলেন। তিনি দাঁড়িয়ে শুন্‌তে লাগ্‌লেন এবং শুন্‌তে শুন্‌তে এতই তন্ময় হয়ে পড়লেন যে, কর্তব্যজ্ঞান-হীন হয়ে পড়লেন। অনেক বিলম্বের পর যখন ইব্নে-জরীরের তেলাওয়ত শেষ হল তখন তিনি গন্তব্যস্থানের দিকে ছুটলেন। অপেক্ষমান নমাযীরা ততক্ষণ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে পড়েছে। জনৈক শাগ্‌রেদ জিজ্ঞেস করল, হুজুর আপনি এমন কল্পনাতীত দেরী করলেন কেন?" তিনি বল্লেন, "তোমরা কি জানবে জরীর তাবারীর মত সুন্দর ও সুললীত কোরআন পাঠক ও আল্লাহ দুনয়ায় সৃষ্টি করে রেখেছেন।"

আবু আলী হাসান বিন আলী লিখেছেন যে, ইব্নে-জারীর ইলমে কিরাত সম্বন্ধে একখানা বই লিখেছেন, যা আট খণ্ডে বিভক্ত। বইখানার মধ্যে তিনি প্রসিদ্ধ (مشهور) ও অপ্রসিদ্ধ (شاذ) সব রকম কিরাতেরই আলোচনা করেছেন। (২)

ইয়াকুত স্বীয় মু'জামুল উদাবা নামক গ্রন্থে ইব্নে-জারীরের "আল-ফসল বায়নাল-কিরাত" নামক গ্রন্থখানার উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থখানায় কারীদের কোরআনের অক্ষর সম্বন্ধীয় মতভেদগুলি আলোচিত হয়েছে এবং মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা ও সিরিয়ার কারীদের বিশদ আলোচনা রয়েছে। ইব্নে জরীর যেখানে যে কিরাতকে অগ্রগণ্য বলে বিবেচনা করেছেন সেখানে তার দলিল প্রমাণাদিও উপস্থাপিত করেছেন। এ' কিতবখানা সম্বন্ধে আবুবকর বিন মুজাহেদ বরাবরই বলতেন, "এ বিষয়ে এমন বই আর ইতিপূর্বে লিখা হয়নি।"

তফসীর :—ইব্নে জরীরের তফসীর সম্বন্ধে কিছু লিখার পূর্বে তাঁর যুগ পর্যন্ত তফসীর সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে দুটী কথা আলোচনা করা আমরা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি। কারণ এতে করে ইব্নে জরীরের তফসীর সম্বন্ধে সঠিক মতামত গঠন করার সুবিধা হবে।

ইব্নে জরীরের পূর্ব পর্যন্ত তফসীর সাহিত্যের যুগকে তিনটী স্তরে (stage) বিভক্ত করা যেতে পারে।

(ক) প্রথম যুগ সাহাবা কেরামদের যদিও সাহাবা-কেরামরা আরবী ভাষাভ'ষী ছিলেন এবং তাঁদেরই মাতৃভাষায় কোরান অবতীর্ণ হয়েছিল তথাপিও তাঁরা কোরানের ব্যাখ্যায় নিজেদেরকে রসূলুল্লাহর (দঃ) মুখাপেক্ষী মনে করতেন। যখনই কোন শব্দের বিশ্লেষণের প্রয়োজন মনে করতেন আঁ-হযরতকে জিজ্ঞাসা করে তৃষ্ণা নিবারিত করতেন। হজ্ব ফরয হওয়ার আয়াত যখন নাযেল হল তখন জনৈক সাহাবা দণ্ডায়মান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন? ألعامنا هذا يارسول الله ام للابد (এ ফরয কি শুধু এই বৎসরের জন্য না চিরকালের জন্য?) হযরত তাঁর সন্দেহ ভঞ্জন করে বল্লেন بل للابد (বরং চিরদিনের জন্য)। অনেক সময় এমনও হত যে আঁ-হযরত নিজেই সাহাবা কেরামদেরকে কোন একটী আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতেন এবং পরে তার ব্যাখ্যাও করে দিতেন।

এ ছাড়া সাহাবা কেরামরা অনেক সময় কোরানের নিগূঢ় রহস্যাদি উদ্ঘাটিত করতেন, আরবদের পৌরাণিক সাহিত্যের সাহায্যে কোরানের অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত শব্দাবলীর (غرائب القرآن) ব্যাখ্যা করতেন; শানে নযুল বর্ণনা করতেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এভাবে তফসীর সাহিত্যের সব চেয়ে বিশ্বস্ত ভাণ্ডার জমা হয়েছিল সাহাবা কেরামদের যুগে। এ যুগের তফসীর সাহিত্যে "ইসরাঈলী রেওয়ায়ত" খৃষ্টান ধর্মের কিংবদন্তীগুলির প্রভাব খুব কম ছিল। "খুব কম" বলছি এ জন্য যে, এ যুগের তফসীরের মধ্যেও আমরা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ও কাআব আল আহবারের মত খৃষ্টান

১) ইবনে খাল্লিকান ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান ২য় খণ্ড ৩৩২ পৃঃ।

২) মু'জামুল উদাবা; ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪২৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাদ্‌রীদের কিছু কিছু রেওয়ায়ত দেখ্‌তে পাই। সাহাবা কেরামদের মধ্যে তফসীর সাহিত্যে দশ জনের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন :—

[১] আবু বক্‌র, [২] উমর, [৩] উস্‌মান, [৪] আলী, [৫] আবদুল্লাহ বিন মস্‌উদ, [৬] আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, [৭] উবায় বিন কা'আব, [৮] যয়দ বিন সাবেত, [৯] আবু মুসা আশ'আরী এবং [১০] আবদুল্লাহ বিন যুবায়র [রাযিআল্লাহু আনহুম]। এ-ছাড়া হযরত আনস, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ বিন উমর, জাবের এবং আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস প্রমুখও কোরআনের ব্যাখ্যায় অংশ গ্রহণ করেছেন[১]।

সাহাবাকেরামদের মধ্যে তফসীর সাহিত্যে সব-চেয়ে বেশী দান রয়েছে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের। দ্বিতীয় স্থান হযরত আলীর এবং তৃতীয় স্থান হযরত আবদুল্লাহ বিন মস্‌উদের।

আলোচ্য যুগের একখানি তফসীরকে হযরত উবায় বিন কা'আবের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাকিম স্বীয় "মুস্‌তাদরাকে" এবং ইবনে জরীর তাবারী স্বীয় তফসীরে উক্ত গ্রন্থখানার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেছেন[২]।

তফসীর সাহিত্যের ক্রমবিকাশের দ্বিতীয়যুগ আরম্ভ হয়েছে তাবেয়ীগণের সময় থেকে। এ যুগে মক্কা আর কুফা তফ্‌সীর সাহিত্যের কেন্দ্র বলে পরিগণিত হত। মক্কায় হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের শিষ্য হযরত মুজাহেদ (মৃঃ হিঃ ১০২—১০৩) হযরত সাঈদ বিন জুবায়র (মৃঃ হিঃ ৯৪), হযরত ইকরামা (মৃঃ হিঃ ১০৬-১০৭), হযরত তাউস (মৃঃ হিঃ ১০৬), হযরত আতা বিন আবিরবাহ (মৃঃ হিঃ ১১৪), আর কুফায় হযরত আবদুল্লাহ বিন মস্‌উদের শিষ্য হযরত আলকামা বিন কয়স (মৃঃ হিঃ ১০২), হযরত আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ (মৃঃ হিঃ ৭৫), হযরত ইবরাহীম নখ্‌য়ী (মৃঃ হিঃ ৯৫), এবং ইমাম শা'বী (মৃঃ হিঃ ১১৫) প্রমুখ কোরানের বড় বড় ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাতাগণ এ গুরুদায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

উল্লিখিত কয়েকজন ছাড়া এ যুগের বড় বড় ভাষ্যকারগণের মধ্যে হযরত হাসান বস্‌রী (মৃঃ হিঃ ১২১), আতা বিন আবু সালমা খুরাসানী, মুহাম্মদ বিন কাআব আল-কারাযী (মৃঃ হিঃ ১১৭), আবুল আলিয়া রফী বিন মেহরান (মৃঃ হিঃ ৯০), যাহ্‌হাক বিন মাযাহিম (মৃঃ হিঃ ১০৫) আতিয়া বিন সাঈদ আলআওফী (মৃঃ হিঃ ১১১) কাতাদা বিন ওয়ামা (মৃঃ হিঃ ১১৭), আবু মালিক, যায়দ বিন আসলাম, রবী' বিন আনস সুররাহ হামদানী (মৃঃ হিঃ ৭৬) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

এ যুগের তফ্‌সীরে প্রধানতঃ সাহাবাগণ কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়ত ও তাঁদের উক্তি (اقوال) গুলি স্থানপ্রাপ্ত হয়েছে। এ ছাড়া তাবেয়ীগণের উক্তি এবং তাঁদের ইজ্‌তেহাদ ও গবেষণা প্রসূত বহু সমস্যার সমাধান এতে পরিলক্ষিত হয়। ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ্ গ্রন্থে এ যুগের আভিধানিক ব্যাখ্যাগুলি যত্রতত্র উদ্ধৃত করেছেন। এ-যুগের তফসীরগুলির সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট হল এই যে, এ-গুলোতে আহ্‌লেকিতাবদের কিংবদন্তীগুলি খুব বেশী পরিমাণে স্থানপ্রাপ্ত হয়েছে। আহলেকিতাবদের ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষালাভের ফলে তৌরাত ইঞ্জিল প্রভৃতি পূর্ববর্তী গ্রন্থ এবং উহার ভাষ্য ও টীকা হতে প্রচুর পরিমাণ কিংবদন্তী সংগৃহীত হয়ে কোরানের ব্যাখা স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু এসব কিংবদন্তী জনসাধারণ খুব উৎসাহ সহকারে শুন্‌তেন সেজন্যই ইবনে জুরায়জের (এঁর পূর্ব পুরুষগণ খৃষ্টান ছিলেন) তফ্‌সীরখানা এ যুগীয় অন্যান্য তফ্‌সীরগুলির মধ্যে সব চেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

ইবনুল ওয়াযীর কৃত ইসারুল হক আলাল খালক নামক গ্রন্থে তাবেয়ীগণের যুগে লিপিবদ্ধ যেসব তফ্‌সীরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তা'তে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের শিষ্য আলী বিন তালহা হাশেমীর একখানি তফ্‌সীরের নাম দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেছেন যে, মিসরে ইহার একখানি পাণ্ডুলিপি আছে। কেহ যদি মাত্র উক্ত পাণ্ডুলিপি-খানির অনুসন্ধানে সুদূর মিসরের সফর করে তা'তে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই"। আবুজাফর নাহ্‌হাস (মৃঃ হিঃ ৩৩৮) স্বীয় "আন্‌নাসেখ ওয়াল মন্‌সুখ" নামক গ্রন্থে এবং ইবনে জরীর তাবারী স্বীয় তফ্‌সীরে উক্ত পাণ্ডুলিপি হতে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করেছেন[১]।

১) ইতকান ২য় খণ্ড ১৮৭ পৃঃ।

২) মাবাদিত তফ্‌সীর ১১ পৃঃ।

১] মির আতুহুতফ্‌সীর ১১৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম তিরমিযী

মুনতাছির আমহদ রহমানী

ইসলামগগনের যেসকল জ্যোতিষ্কের আলোকসম্পাতে হযরত মোহাম্মদ মুস্তফার (দঃ) হাদীসসমূহ জাতির দৃষ্টিপথে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া উঠিয়াছে আর প্রলয়দিবস পর্যন্ত হাদীসশাস্ত্রের তীর্থযাত্রীদের দিকদিশারী হইয়া থাকিবে, **ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী** হইতেছেন তাঁহাদের পুরোগামীদের অন্যতম। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমরা তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিব।

হাদীসের যে ছয়খানা গ্রন্থ "ছিহাহ্ ছিত্তা" নামে মুসলিম জাহানে খ্যাতিলাভ করিয়াছে, সেই বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী, নাছায়ী ও ইবনেমাজার মধ্যে তিরমিযীর সহিত অপরিচিত লোকের সংখ্যা অতি-বিরল। এই মহাগ্রন্থের সংকলয়িতা ছিলেন মুহাদ্দিসকুল-শিরোমণি ইমাম আবুঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী রহেমাহুল্লাহু।

নাম ও বংশ পরিচয় :—

আবু ঈসা উপনাম (كنيت) মুহাম্মদ নাম ঈসা পিতার নাম এবং ছওরাহ্ পিতামহের নাম ছিল। আব্বাসী খলিফা আবদুল্লাহ আল-মামুনের শাসনকালে খুরাসান প্রদেশের তিরমিয জেলার অধীনস্থ বূগ নামক গ্রামে ২ শত হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আল্লামা বেকায়ী বলেন, ইমাম তিরমিযীর পৈত্রিক বাসস্থান ছিল মার্ওয়া নামক স্থানে। লয়ছ বিন ছাইয়ারের শাসনকালে তাঁহার পিতামহ ছওরাহ্ তথা হইতে হিজরত করিয়া তিরমিয শহরের উপকণ্ঠে বিখ্যাত বূগ অঞ্চলে বসবাস করিতে থাকেন এবং এই স্থানেই ইমাম তিরমিযী জন্মগ্রহণ করেন ও লালিতপালিত হন। তিরমিয শহরটি জয়হুন নদীর তীরে অবস্থিত। তথা হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত বূগ নামক জনপদে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া ইমাম তিরমিযীকে বূগীও বলা হইয়া থাকে। তাঁহার বংশতালিকা নিম্নরূপ :—আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন ছওরাহ্ বিন মূসা বিন যহ্হাক ছলমী যরীর বূগী তিরমিযী رضى الله عنه[১]।

তিরমিয (ترمذ) শব্দের পঠন প্রণালী :—ত্রিবিধ রূপে এইশব্দ উচ্চারিত হইতে পারে :

(ক) প্রথম অক্ষর 'তা' যবরযুক্ত এবং তৃতীয় অক্ষর 'মীম' যেরযুক্ত অর্থাৎ তারমিযী।

(খ) ১ম অক্ষর তৃতীয় অক্ষরের ন্যায় যেরযুক্ত। যথা, তিরমিযী।

(গ) প্রথম ও তৃতীয় অক্ষরদ্বয় 'পেশ' যুক্ত। যথা, তুরমুযী।

আল্লামা ছাম্আনী বলিয়াছেন, ১ম রূপটি স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল কিন্তু দ্বিতীয় রূপটি অত্যধিক পরিচিত। মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আন্সারী ৩য় মতের সমর্থক ছিলেন[২]।

শিক্ষা :—ইমাম তিরমিযী তাঁহার জন্মভূমি তিরমিযেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। অতঃপর উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষতঃ হাদীসশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তিনি দেশান্তরে গমন করিয়াছিলেন। শাহ আবদুল আযীয মোহাদ্দিস বলেন, ودربصره وكوفه وواسط وري وخراسان وحجاز سالها درطلب علم حديث লাভ করার জন্য বসরা, কুফা, ওয়াসিত, রই, খুরাসান এবং হেজায প্রভৃতি নগরে তিরমিযী অনেক বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং উক্ত প্রদেশসমূহের মোহাদ্দেসগণের নিকট হইতে হাদীস শিক্ষালাভ করেন[৩]। বাল্যকাল হইতেই ইমাম সাহেব হাদীসানুরাগী ছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

---

১) তযকেরাতুলহুফ্ফায (২) ১৮৭ পৃঃ; শযরাতুয্যহব [২] ১৭৪ পৃঃ।

২) ঐ [২] ১৮৮ পৃঃ; তুহফাতুল আহওয়াযীর মুকাদ্দামা, ১৬৯ পৃঃ।

৩) বুস্তানুল মোহাদ্দেসীন ১২১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইমাম তিরমিযীর উস্তাদগণের তালিকা সুদীর্ঘ, নিম্নে তাঁহাদের বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি।

১। কুতায়বা বিন ছঈদ ঃ—বিদ্যাবত্তায় বিশেষভাবে হাদীসশাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান ছিল গভীর। তাঁহার শিষ্য তালিকায় ইমাম বুখারীর নাম সন্নিবেশিত আছে এবং তিনি স্বীয় ছহীহ গ্রন্থে তাঁহার বহু হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কুতায়বা ১৪৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪০ সনে পরলোকের যাত্রী হন।

২। মুহাম্মদ বিন বশ্‌শার যিনি বুন্দার উপাধিতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বিশ্বস্ত খ্যাতিসম্পন্ন মুহাদ্দেস ছিলেন ২৫২ হিজরীতে ইন্তেকাল করিয়াছেন।

৩। আলী বিন হজর বিন এয়াছ ছা'দী মরওয়াযী, বিশ্বস্ত হাফেযুলহাদীস ছিলেন। ইমাম বুখারী, মুসলিম, নাছায়ী প্রভৃতি তাঁহার নিকট হইতে হাদীস গ্রহণ করিয়াছেন। ২৪৪ হিজরীতে পরলোকগমন করিয়াছেন।

৪। মুহাম্মদ বিন আবদুলমালেক বিন আবিশ্‌শওয়ারিব উমরী বসরী ; বিশ্বস্ত হাদীসবিশারদ ছিলেন সিহাহ্‌ছিত্তার প্রণেতাগণ তাঁহার নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ২৪৪ সনে তাঁহার আয়ুষ্কালের সমাপ্তি ঘটে।

৫। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইস্‌মাঈল বুখারী পৃথিবীর বিশ্বস্ততম গ্রন্থ ছহীহ বুখারীর প্রণেতার পরিচয় অনাবশ্যক। সূর্যের জন্য সূর্যই প্রমাণ, প্রদীপ সূর্যের কি পরিচয় দান করিবে? তিনি ১৯৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ৬২ বৎসর বয়সে ২৫৬ হিজরীতে করুণানিধানের রহমতের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

৬। আবুল হাসান মুসলিম বিন হাজ্জাজ বিন মুসলিম কুশায়রী নেশাপুরী। বিশ্বস্ততম গ্রন্থ ছহীহ্ মুসলিমের সংকলয়িতা, বিশিষ্ট হাফেযুলহাদীস ও মুহাদ্দেসগণের অগ্রনায়ক ছিলেন। ইল্‌মে হাদীসের জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। ইমাম বুখারীর অন্যতম শিষ্য ছিলেন। হাদীসশাস্ত্র মন্থন করিয়া তাহার নির্যাস স্বরূপ তিনি তিন লক্ষ হাদীস হইতে চয়ন করিয়া ছহীহ মুসলিম প্রণয়ন করিয়াগিয়াছেন। ছহীহ্ বুখারীর পরেই ইহার স্থান। কেহ কেহ সংযোজনা ও সুসজ্জার দিক দিয়া ইহাকে বুখারীরও অগ্রণী করিতে চাহিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্য বহু মুহাদ্দিস তাঁহার নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী স্বীয় জামে' গ্রন্থে ইমাম মুসলিমের প্রমুখাৎ শুধু একটি হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন। তাহা এই যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, শা'বান চাঁদের হিসাব ঠিক রাখ যাহাতে احصوا هلال شعبان رামাযানের রোযা الرمضان পালনে বিঘ্ন না ঘটে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন হাদীস তিনি রেওয়ায়ত করেননাই।—ইমাম মুসলিম ২০৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৬১ সনে তাঁহার কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে।

উল্লিখিত ইমামগণ ছাড়াও ইমাম তিরমিযীর উস্তাযগণের মধ্যে ইব্রাহীম বিন আবদুল্লাহ হরবী, ইস্‌মাঈল বিন মূসা ফযারী, হাফেয আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন মূসা মরদুইয়াহ্ মৃত ২৩৫ হিজরী, ছুওয়াদ বিন নস্‌র, আবু মুছআব, আবদুল্লাহ বিন মুআবিয়া জুমাহী, আবদুল ওয়াহাব ছকফী—১৯৪ হিঃ, মুহাম্মদ বিন মুছন্না—২৫২ হিঃ হান্নাদ বিন দুরী—২৪৩ হিঃ, মুহাম্মদ বিন আবু উমর মক্কী—২৪৩ হিঃ, ছঈদ বিন আবদুররহমান—২৪৯ হিঃ ইছহাক বিন মূসা আনছারী—২৪৪ হিঃ এবং মাহমূদ বিন গয়লান আদবী(—২৩৯ হিজরী)র নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য[১]।

رضى الله عنهم اجمعين -

বিদ্যাবত্তা ও স্মরণশক্তি

বিদ্যাবত্তায় ও স্মৃতিশক্তিতে ইমাম তিরমিযী স্বীয় যুগে অদ্বিতীয় ছিলেন। ইমাম ইবনেহিব্বান স্বীয় গ্রন্থ "কিতাবুছছেকাতে" বলিয়াছেন, আবুঈসা হাদীস সংকলয়িতা ও গ্রন্থ প্রণেতা كان ابوعيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر - গণের অন্যতম ছিলেন। স্মৃতিশক্তি গুণেও তিনি বিভূষিত ছিলেন[২]।

আবুসাঈদ ইদ্‌রিসী বলিয়াছেন, ইমাম

১] তযকেরাতুল হুফফায, ইকমাল ও তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী হইতে সংকলিত।

২] তযকেরাতুল হুফফায [২] ১৮৭ পৃঃ। মুকাদ্দামায়তুহ্‌ফা ১৬৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

তিরমিযীর স্মরণশক্তি প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল[১]। كان ابو عيسى يضرب به المثل في الحفظ

ইব্‌নে এমাদ বলিয়াছেন, ইমাম তিরমিযী তাঁহার সমসাময়িকগণের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, স্মরণশক্তিতে এবং বিশ্বস্ততায় তিনি ছিলেন নিদর্শন স্বরূপ[২]। كان مبرزا على الاقران آية في الحفظ والاتقان

ইব্‌নে খল্লিকান ইমাম তিরমিযীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ইমাম তিরমিযী বিখ্যাত হাফেযুল হাদীস, হাদীসশাস্ত্রে অনুসরণীয় ছিলেন, তাঁহাকে প্রবাদ স্বরূপ ব্যবহার করা হইত[৩]। الحافظ المشهور احد ائمة الذين يقتدى بهم في الحديث وبه يضرب المثل

ইমাম তিরমিযী নিজের যে ঘটনাটি উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার স্মরণশক্তির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি বলিয়াছেন, একদা আমি মক্কার পথে যাত্রা করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে জনৈক শায়খের নিকট হইতে আমি ক্ষুদ্র দুই খণ্ডে কতকগুলি হাদীস সংকলন করিয়াছিলাম। যাত্রাকালে সেই শায়খের সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। উক্ত শায়খের নিকট হইতে সংকলিত হাদীসের কপিগুলি আমার ঝোলায় আছে বলিয়া আমার ধারণা ছিল। এই ধারণায় শায়খের সহিত হাদীসসমূহের মোকাবেলার জন্ত শায়খকে অনুরোধ করিলাম এবং শায়খ ইহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাদীসের যে দুইখণ্ড মুসাবেদা আমি ঝোলায় লইয়াছিলাম তাহা এই শায়খের নিকট হইতে সংকলিত মুসাবেদাগুলি ছিলনা। শায়খ যখন হাদীস বর্ণনা করিতে লাগিলেন তখন আমার হস্তে কয়েকটি সাদা কাগজ ছিল। অতঃপর আমার প্রতি শায়খের দৃষ্টি পতিত হইলে আমার হস্তদ্বয়ে সাদা কাগজ দেখিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তুমি কি আমার সহিত ঠাট্টা করিতেছ? আমি প্রকৃত ঘটনা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলাম এবং তাঁহাকে ইহাও জানাইলাম যে, বর্ণিত হাদীসগুলি আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি উহা শুনিতে চাহিলে আমি ধারাবাহিকভাবে হাদীসগুলি তাঁহাকে কণ্ঠস্থ শুনাইয়া দিলাম, ঠিক যেভাবে তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন। শায়খ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি পূর্বেই ওগুলি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলে? আমি বলিলাম, না। কিন্তু যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে অন্য হাদীস বর্ণনা করিয়া এখনই পরীক্ষা করিতে পারেন। শায়খ ইহা শ্রবণ করিয়া আমার অপরিচিত নূতন চল্লিশটি হাদীস আমার সম্মুখে বর্ণনা করিয়া তখনই আমাকে উহা শুনাইতে বলিলেন। আমি যথাবিহিত হাদীসগুলি শুনাইয়া দিলাম। ইহাতে শায়খ আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, তোমার ন্যায় স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি এহেনযুগে আমার দৃষ্টিগোচর হয়নাই[১]। ما رايت مثلك

আরবী কবি মুতনব্বী যথার্থই বলিয়াছেন,

مضت الدهور فما اتين بمثله
ولقد اتى فعجزن عن نظرائه

বহুকাল অতীত হইয়াগেল, আমার প্রেমাষ্পদের ন্যায় কোন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটিলনা আর যখন সে আগমন করিল তখন অদ্বিতীয়রূপেই তাঁহার আগমন ঘটিল। তাঁহার তুল্য অপর কাহারও আগমন সম্ভবপর হইলনা[২]।

ধর্মপরায়ণতা ও সাধুতা: ইমাম তিরমিযী সাধারণতঃ অনাড়ম্বর ও সাধু জীবন যাপন করিতেন। আল্লাহর ভয়ে ও পরকালের চিন্তায় তিনি সর্বদা নিমগ্ন থাকিতেন। ইমাম হাকেম বর্ণনা করিয়াছেন যে, উমর বিন আলক—বলিয়াছেন, ইমাম বুখারীর মৃত্যুর পর খুরাসান নগরে ইমাম আবুঈসা তিরমিযীর ন্যায় বিদ্যাবত্তায় স্মৃতিশক্তিতে, সাধুতায় আর বৈরাগ্যে অন্য কোন ব্যক্তিকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত রাখিয়া যান নাই। পরকালের চিন্তায় সর্বদা অশ্রুপাত করায় তাঁহার দৃষ্টিশক্তির বিলুপ্তি ঘটে এবং তিনি অন্ধাবস্থায় অনেক দিন বাঁচিয়া ছিলেন[৩]। مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل ابي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد بكى حتى عمى وبقي ضريرا سنين -

১) তযকেরাতুল হুফফায [২] ১৮৭ পৃঃ।
২) শযরাতুযযহব [২] ১৭৪ পৃঃ।
৩) ইব্‌নেখল্লেকান: শযরাতুযযহব [২] ১৭৪—১৭৫ পৃঃ।

১। তয্‌কেরাতুলহুফ্‌ফাজ (২) ১৮৭ পৃঃ ; মুকাদ্দামা ১৬৮ পৃঃ।
২। দীওয়ান মুতানব্বী ১ পৃঃ।
৩। মুকাদ্দামা ১৬৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী বলিয়াছেন, ইমাম তিরমিযীর স্মরণশক্তি প্রবাদ তুল্য ছিল তাঁহাকে ইমাম বুখারীর খলীফা বলা হইয়া থাকে। এতবড় সাধু ও বৈরাগী পুরুষ ছিলেন যে, তাহার অধিক কল্পনা করা যায়না। আল্লার ভয়ে অত্যধিক কাঁদাকাটী ও অশ্রুপাত করার জন্য তিনি অন্ধ হইয়াগিয়াছিলেন[৪]।

ترمزی را درحفظ مثل دانند واورا خلیفهٔ بخاری گفته اند تورع وزهد بحدے داشت که فوق آن متصور نیست بخوف الٰهی بسیار گریه وزاری کرد ونابینا شد -

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করা-যাইবে যে, ইমাম তিরমযী তাঁহার শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছিলেন এবং উমর বিন আলক ও শাহ আবদুল-আযীয মুহাদ্দিসের উদ্ধৃতি দ্বারা ইহাও স্পষ্ট হইয়াগিয়াছে যে, আল্লাহ-ভীতির জন্য অত্যধিক অশ্রুপাতই তাঁহার অন্ধ (ضرير) হওয়ার কারণ ছিল।

পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, قيل انه ولد اكمه ইমাম তিরমিযী জন্মান্ধ ছিলেন[৫]। কিন্তু উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা এই মতের তীব্র প্রতিবাদ হইতেছে। উপরন্তু হাফেয ইউসুফ বিন্ আহমদ বগ্‌দাদী উল্লেখ করিয়াছেন যে, اضر ابوعيسى فى اخر عمره আবুঈসা তিরমিযী তাঁহার জীবন-সায়াহ্নে অন্ধ (ضرير) হইয়াছিলেন[৬]।

আবুঈসা কুনিয়তের বৈধতা; উপরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিরমিযীর নাম মুহাম্মদ আর উপনাম كنيت আবুঈসা এবং তিনি উপনামেই খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মহাগ্রন্থ জামে'তে তিনি নিজেকে সর্বত্র আবুঈসা উপনামেই উল্লেখ করিয়াছেন। যাহারা জামে' তিরমিযী পাঠ করিয়াছে, তাহাদের ইহা অবিদিত নাই। কিন্তু আবুঈসা কুনিয়ত ধারণ করা জায়েজ কিনা, সে সম্বন্ধে সুধীবৃন্দের মতভেদ ঘটিয়াছে। একদল বলিয়াছেন যে, উহা নাজায়েয—মক্রূহ্। কারণ :—

(ক) ইব্রাহীম বিন আবিশয়বা স্বীয় মুছান্নাফে অধ্যায় রচনা করিয়াছেন "পুরুষের জন্য আবুঈসা কুনিয়ত ধারণ করা মকরূহ্" এবং উহাতে রাবী আলী প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলেন, আবুঈসা উপনামধারী জনৈক ব্যক্তিকে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন তুমি আবুঈসা? অথচ ঈসার পিতা ছিলেননা[১]। ان عيسى لا اب له

(খ) যয়দ বিন আছ্‌লাম স্বীয় পিতার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব তাঁহার জনৈক পুত্রকে আবুঈসা কুনিয়ত ধারণ করার জন্য আঘাত করিয়া বলিলেন ঈসার (আঃ) পিতা ছিলেননা[২]।

ان عمربن الخطاب ضرب ابناله اكتنى بابى عيسى فقال ان عيسى ليس له اب

কিন্তু অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন, আবুঈসা উপনাম ধারণ করায় কোন দোষ নাই। অন্যপক্ষের উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা উহার অবৈধতা বা কেরাহাত প্রতিপন্ন হয়না। কারণ :—

(ক) প্রথম হাদীসটি মুর্সাল অর্থাৎ তাবেয়ী কর্তৃক রসূলুল্লাহর উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, এইরূপ হাদীস কোন কোন ইমামের মতে হুজ্জত হইলেও অধিকাংশের মতে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণীয় নহে। আর দ্বিতীয় হাদীসটি মওকুফ অর্থাৎ ছাহাবীর উক্তি মাত্র।

(খ) উল্লিখিত হাদীসকে বিশ্বস্ত ও প্রমাণিত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও উহাতে প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য প্রতিপন্ন হইবেনা। ইহাতে আবুঈসা কুনিয়তের নিষিদ্ধ-তা নির্ধারিত হয়নাই, বরং একটি প্রকৃত বাস্তব ঘট-নার উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র যে, ঈসার পিতা ছিলেননা। হযরত রহস্য করিয়া এরূপ বলিয়াছিলেন। যেমন তিনি জনৈক উষ্ট্র যাচ্ঞাকারীকে বলিয়াছিলেন, আমি তোমাকে উষ্ট্রের বাচ্চার পৃষ্ঠে আরোহণ করাইব। انا حاملوك على ولد الناقة লোকটি বলিল, হে আল্লাহর রসূল, উটের বাচ্চা আমার কি উপকারে লাগিবে? তিনি বলিলেন, সমুদয় উষ্ট্র পূর্বে বাচ্চাই তো ছিল!

৪। বুস্তানুলমুহাদ্দেসীন ১২১ পৃঃ।

৫। শযরাত (২) ১৭৪ পৃঃ।

৬। তাহযীবুত্ তাহযীব : মুকাদ্দামায়ে তুহ্ফা ১৭০ পৃঃ।

১) মুছান্নাফ ইবনে আবিশয়বা; মুকাদ্দামা ১৭০ পৃঃ।

২] আবুদাউদ আউন সহ ৪৫৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(গ) আবুদাউদ স্বীয় ছুননে মুগীরা বিন্ শো'বার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, হযরত উমর তাঁহাকে আবুঈসা কুনিয়ত ধারণ করায় তিরস্কার করিলে তিনি বলিলেন: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني রসূলুল্লাহ [দঃ] আমাকে এই কুনিয়ত প্রদান করিয়াছেন[১]। মযদ বিন্ আসলম বলেন, একদা মুগীরা হযরত উমরের নিকট গমন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? মুগীরা বলিলেন, আমি আবুঈসা। হযরত উমর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আবুঈসা কে? বলিলেন, মুগীরা বিন শো'বা। হযরত উমর বলিলেন, ঈসার কি পিতা ছিলেন যে তুমি আবুঈসা হইয়াছ? তখন জনৈক ছাহাবী তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্যদিয়া বলিলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) মুগীরা فشهد له بعض الصحابة কে এই আবুঈসা কুনিয়ত ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكنيه প্রদান করিয়াছিলেন[২]।

ফলকথা, মুগীরার হাদীস ও অপর ছাহাবীর সাক্ষ্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আবুঈসা উপনাম ধারণে কোন দোষ নাই।

শিক্ষাগুরুগণ

ইমাম তিরমিযী সমস্ত জীবনব্যাপী হাদীস ও তফসীরের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্মভূমি তিরমিয, বাগদাদ ও অন্যান্য স্থানে তাঁহার নিকট হইতে হাদীস পিপাসু অসংখ্য ছাত্র হাদীস শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তাঁহাদের নামের তালিকা প্রকাশ করা সম্ভবপর নয় বলিয়া বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:

(১) মাহমুদ বিন্ ফযল, (২) মুহাম্মদ বিন্ মাহমুদ বিন্ আম্বর, (৩) হাম্মাদ বিন্ শাকির, (৪) আবদুল্লাহ বিন্ মুহাম্মদ, ইঁহারা সকলেই নছফী ছিলেন। (৫) আলহায়ছম বিন্ কুলায়ব শাশী, (৬) আহমদ বিন্ আলী বিন্ হাছনাওয়েহ, (৭) আবুলআব্বাছ মুহাম্মদ বিন্ মাহবুব মরওয়াযী, (৮) আবুহামীদ, আহমদ বিন্ আবদুল্লা বিন্ দাউদ মরওয়াযী, (৯) আহমদ বিন্ ইউসুফ নছফী, [১০] আবুলহারেছ আছদ বিন্ হামদুবিহ (১১) দাউদ বিন্ নছর বযদবী, (১২) আবদ বিন্ মুহাম্মদ নছফী, (১৩) মাহমুদ বিন্ সুমাইর, (১৪) মুহাম্মদ বিন্ মক্কী বিন্ নূহ, (১৫) আবুজা'ফর মুহাম্মদ বিন সুফ্ইয়ান নছফী ও (১৬) মুহাম্মদ ইবনুল মুন্যির বিন্ ছঈদ হরবী প্রভৃতি ইমাম তিরমিযীর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন[১]।

ইমাম বুখারী তিরমিযীর উস্তায হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার নিকট হইতে দুইটি হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন, প্রথম হাদীস আবদুল্লাহ বিন আব্বাছের প্রমুখাৎ এবং দ্বিতীয়টি আবুসাইদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীসদ্বয় বর্ণনা করার পর বলিয়াছেন মুহাম্মদ বিন ইছমাইল আমার নিকট سمع مني محمد بن اسمعيل هذا الحديث - হইতে উক্ত হাদীস শ্রবণ করিয়াছেন[২]। এরূপ রেওয়াতকে হাদীস শাস্ত্রের رواية الاكابر عن الاصاغر পরিভাষায় ছোটদের নিকট হইতে বড়দের বর্ণনা বলা হইয়া থাকে[৩]।

তিরমিযীর গ্রন্থাবলী ইমাম তিরমিযী যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন সেগুলির সংখ্যা নিরূপণ করা সহজ নয়। শাহ আবদুল অযীয মুহাদ্দিস বলিয়াছেন, হাদীস শাস্ত্রেই ইমাম তিরমিযীর বহু গ্রন্থ আজও তাঁহার স্মৃতি وتصانيف بسيار دريں فن شريف ازوى يادگار বহন করিয়া চলিয়াছে। তন্মধ্যে জামে'তিরমিযী است ছেহাহ্ছিত্তার তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত তফসীর, ইতিহাস, ইলমে যুহদ, রাবীদের নাম ও কুনিয়ত সম্পর্কে তাঁহার রচিত আরও বহু গ্রন্থ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কেতাবুল এলল, এলালুলকবীর ও শামাইল সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আমরা

১] আবুদাউদ আউনসহ [৪] ৪৩৬ পৃঃ।
২] এছাবা [৩] ১২৩ পৃঃ।

১] তযকেরাতুল হুফ্কায [২] ১৮৭ পৃঃ ও তাহযীব।
২] তিরমিযী, তফসীর ৪৭৫ পৃঃ; ৫৩৫ পৃঃ।
৩] শরহে নুখবা ৯১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জামে'তিরমিযীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক মনে করিতেছি। ইহাতে ইমাম তিরমিযীর মর্যাদা, বৈশিষ্ট ও জ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করা যাইবে।

তিরমিযীর নাম

এই মহাগ্রন্থখানা জামি'তিরমিযী ও ছুননে-তিরমিযী নামে সমধিক পরিচিত। ইমাম হাকিম ইহার নামও আলজামেউস্‌সহীহ্ বলিয়াছেন।

হাদীসের সংখ্যা,

আল্লামা আল্‌কোরায়শীর গণনানুসারে জামে-তিরমিযীতে মোট তিন হাজার ৮ শত বারটি হাদীস সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত হাদীসসমূহকে ইমাম তিরমিযী দুই হাজার চার শত অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন[১]।

তিরমিযীর সনদ সুধীবৃন্দের কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইমাম তিরমিযীর নিকট হইতে তাঁহার জামে' তিরমিযীগ্রন্থ কেহ শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হয়নাই। কিন্তু ইহা সত্য নহে। বিশ্বস্তসূত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই মহাগ্রন্থকে ইমাম তিরমিযীর ছয়জন শিষ্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বস্তভাবে উহাকে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। আবুল আব্বাছ মুহাম্মদ বিন আহমদ, আবু-ছাঈদ আলহায়ছম, আবুযর মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম, আবু মুহাম্মদ হাসান বিন ইব্রাহীম, আবু হামিদ আহমদ বিন আবদুল্লাহ্ ও আবুলহাসান ওয়াযিরী কর্তৃক এই মহাগ্রন্থ-খানা বিশ্বমুসলিমের নিকট পৌঁছিয়াছে।

তিরমিযী সম্বন্ধে সুধীবৃন্দের মতামত

১। শায়খুলইস্‌লাম আবু ইস্‌মাঈল হরভী বলেন, আমাদের মতে জামে'তিরমিযী ছহীহ্ বোখারী ও ছহীহ্ মুসলিম অপেক্ষাও অধিক উপকারী। কেন অধিক উপকারী জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলেন, বুখারী ও মুসলিম দ্বারা সাধারণ বা স্বল্প-জ্ঞানী লোক উপকৃত হইতে পারেনা। যাহারা পার-দর্শী ও অভিজ্ঞ তাঁহারাই কেবল উহাদ্বারা উপকৃত হইতে পারেন, পক্ষান্তরে যেহেতু তিরমিযীতে হাদীসগুলি বিশ্লেষিত রহিয়াছে তাই অভিজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, ফকীহ ও মোহাদ্দিস সকলেই উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারেন[১]।

২। হাফেয ইবনে আছীর বলিয়াছেন, জামে'-তিরমিযী সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ, অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারী। ইহা অতি উত্তমরূপে সুসজ্জিত করা হইয়াছে, পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা ইহাতে অতি অল্প, ইহাতে বিভিন্ন মযাহেব এবং প্রত্যেকের প্রমাণ পদ্ধতির বিশ্লেষণ রহিয়াছে যাহা অন্যান্য গ্রন্থে নাই। ইমাম তিরমিযী প্রত্যেক হাদীসের অবস্থাও বর্ণনা করিয়াছেন উহা ছহীহ্ না যয়ীফ? হাছান না গরীব? রাবীদের সম্বন্ধেও আলোচনা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে[২]।

৩। ইমাম তিরমিযী স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি আমার এই গ্রন্থখানা খুরাসান, ইরাক এবং হিজাযের বিদ্বানগণের নিকট উপস্থিত করিলে তাঁহারা সকলেই পছন্দ করিয়াছেন এবং উহাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, যে বাড়ীতে জামে'তির-মিযী বিদ্যমান আছে সেখানে যেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ [দঃ] কথা বলিতেছেন[৩]।

صنفت هذ الكتاب فعرضته على علماء العراق والحجاز ورضوا به ومن كان في بيته هذا الكتاب يعني الجامع الترمذي فكانما في بيته نبي يتكلم -

৪। শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস লিখিয়াছেন, ইমাম তিরমিযী একখানা বিস্তারিত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া-ছেন আর উক্ত হাদীসের অন্যান্য ছনদগুলিরও সংক্ষিপ্ত ও সরল ইংগিত দিয়াছেন, হাদীসগুলি ছহীহ্, যয়ীফ, হাছান কিনা তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে গবে-ষণাকারী ছাত্রগণ নিজেরাই কোন্ হাদীস নির্ভরযোগ্য আর কোন্ হাদীস নির্ভরযোগ্য নয় সেসম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে সক্ষম হন।

ফলকথা, জ্ঞানসাধনার পথাবলম্বীদের জন্য ইমাম তিরমিযী তাঁহার এই মহাগ্রন্থে কিছুই বাদ রাখেন-নাই। এই জন্যই বলা হয়, জামে'তিরমিযী মুজ্‌তাহিদ ও মুকাল্লিদ উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট[৪]।

১] তর্জুমান [৮ম বর্ষ] ১৬৮ পৃঃ

১) তযকেরাতুল হুফ্‌ফায [২] ২৮৮ পৃঃ।
২) মুকদ্দমায়ে তুহ্ফা ১৭৫ পৃঃ
৩) তযকেরাতুলহুফ্‌ফায।
৪] তর্জুমানুলহাদীস ৮ম বর্ষ ১৬৮ পৃষ্ঠা হইতে সংক্ষিপ্তাকারে গৃহীত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫। শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস বলেন, হাদীস-শাস্ত্রে ইমাম তিরমিযীর গ্রন্থসংখ্যা অনেক, তন্মধ্যে জামে'-তিরমিযী সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ও উপকারী বরং হাদীসের যেসমস্ত গ্রন্থ এপর্যন্ত রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইতেছে জামে'তিরমিযী। কারণ,

(ক) তিরমিযী সুসজ্জিত ও উহার হাদীসসমূহ সুসমঞ্জসভাবে রচিত এবং পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা ইহাতে অতি সামান্য।

(খ) ইহাতে ফকীহগণের মতামতের বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রত্যেকের মযহবের প্রমাণ পদ্ধতিরও বিশ্লেষণ রহিয়াছে।

(গ) হাদীসের শ্রেণীগুলি যথা ছহীহ্, হাছান, যয়ীফ, গরীব ও মুআল্লাল ইত্যাদি উহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(ঘ) রাবীদের নাম, উপাধি, উপনাম এবং রেজাল-শাস্ত্র সম্পর্কিত অন্যান্য বহু মূল্যবান তথ্যাদি এই মহা-গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে[১]।

তিরমিযীর শর্তাবলী ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইমাম তিরমিযী স্বীয় গ্রন্থে কয়েক প্রকার হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু হাদীস রেওয়ায়তে তিনি কি কি শর্তের অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট ভাবে তিনি উল্লেখ করেননাই। তিনি শুধু ইহাই বলিয়াছেন যে, ফকীহ-গণের কেহ না কেহ যে সকল হাদীসের অনুসরণ করিয়াছেন আমি কেবল সেইগুলিই আমার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি। তিরমিযীর এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিদ্বানগণ যে হাদীসকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তদনুসারে আমল করিয়াছেন, তিনি সেই হাদীস, সহীহ হউক কি না হউক তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই হাদীসটি কোন শ্রেণীর, উহা বিশুদ্ধ ও দোষবিমুক্ত কিনা, উহা পরিত্যক্ত কিনা, বিদ্বানগণ উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতিপাদিত বিষয়ে কি কি মতভেদ করিয়াছেন। উপরন্তু উক্ত বিষয়ে আর কোন্ কোন্ হাদীস রহিয়াছে তাহারও তিনি ইংগিত প্রদান করিয়াছেন। ফলকথা, ইমাম তিরমিযীর বর্ণনাপদ্ধতি হইতে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, জামে'তিরমিযীতে চারি প্রকারের হাদীস সংকলিত হইয়াছে।

১ম :— যাহার বিশুদ্ধ হওয়াতে কোনরূপ সন্দেহ নাই অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ হাদীস তিনি রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

২য় :— প্রথম শ্রেণীর নিম্নস্তরের হাদীস, যাহা মুহাদ্দেসীন কর্তৃক সমবেতভাবে পরিত্যাজ্য হয় নাই অর্থাৎ আবুদাউদ ও নাছায়ীর উল্লিখিত শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ এরূপ হাদীস।

৩য় :— যেসমস্ত হাদীসের বিশুদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হয়নাই এবং আবুদাউদ ও নাছায়ী উহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন, ইমাম তিরমিযীও উহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন যাহাতে কাহারও কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে না পারে।

৪র্থ :—ফকীহগণের মধ্যে কেহ না কেহ যাহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তদনুসারে আমল করিয়াছেন, উহা বিশুদ্ধ হউক আর না হউক, ইমাম তিরমিযী তাহা রেওয়ায়েত করিয়াছেন কিন্তু উহার যাবতীয় ত্রুটিবিচ্যুতিও তিনি উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন।

উপরোল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, তিরমিযী হাদীসশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাসম্পন্ন ইমাম ছিলেন। কিন্তু হাদীসের শ্রেণী বিভক্ত করণে ও উহার গুণাগুণ নির্দ্ধারণে তিনি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে সক্ষম হন নাই। এইরূপ কতিপয় হাদীসকে তিনি বিশুদ্ধ বলিয়াছেন, যাহার বিশুদ্ধ নাহওয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে। নিম্নে তাহার দুইটি উদাহরণ পেশ করিতেছি। (অসম্পূর্ণ)

১] বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন ১২১—২২ পৃ।

www.ahlehadeethbd.org

মানবজীবনে ধর্মের স্থান

জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খান

সদরে রিয়াসত জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খান বিগত ৩রা মে তারীখে হায়দরাবাদ সিন্ধুর অন্তর্গত টণ্ডওয়ালা ইয়ার দারুলউলুমের সমাবর্তন উৎসবে উরদু ভাষায় যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহার পূর্ণ ও বিশ্বস্ত অনুবাদ প্রকাশ করিতেছি। এই ভাষণে শুধু যে ইস্‌লাম সম্পর্কে সদরে রিয়াসতের মুটামুটি দৃষ্টিভংগী সুস্পষ্ট হইয়াছে, তাহা নয়, পাকিস্তানের উলামায়ে-দ্বীনের জন্যও ইহাতে অনেক কিছু ভাবিয়া দেখার ইংগিত রহিয়াছে—আরাফাত-সম্পাদক।

আননীয় মহোদয়গণ

আস্‌সালামো আলায়কুম,

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এত বিপুল সংখক উলামায়েকিরামকে এস্থানে সমবেত হ'তে দেখে আমার খুব আনন্দ হয়েছে। আপনারা আপনাদের বিদ্যাবত্তা ও আচরণ দিয়ে ধর্মের যেভাবে সেবা করে যাচ্ছেন, সেকথা কারুরই অবিদিত নেই। আমি আপনাদের এই সমাবেশে আলিমজনোচিত কোন বক্তৃতা দেওয়ার যোগ্য নই বটে, তথাপি আপনাদের উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে আপনাদের সঙ্গে এমন কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে আলাপ করতে চাই, যেগুলির আমাদের দেশ ও জাতির সঙ্গে সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে।

ন্যূনাধিক চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে এই দুনিয়ায় ইস্‌লাম রহমত রূপে অবতীর্ণ হয়েছিল। ইস্‌লাম শুধু একটা নূতন ধর্মই নয়, পক্ষান্তরে এমন একটি সুদৃঢ় ও প্রগতিশীল আন্দোলন যা মানুষের জীবন আর সভ্যতার গতিমুখকে অতীতে পুরোপুরি তাবেই বদলে ফেলেছিল। যতদিন এ'আন্দোলন মানবজীবনের (অবিচ্ছেদ্য) অংশ রূপে পরিগণিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত মুসলমানরা বিদ্যা আর বিজ্ঞানের জগতে এমন বিরাট কীর্তি স্থাপন করেছে, যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই। কিন্তু মুসলমানরা ক্রমে ক্রমে ইস্‌লামকে আন্দোলন রূপে দুর্বল আর ধর্মরূপে শক্তিশালী করে তুলতে লাগল। এর অপরিহার্য পরিণতি ঘট্‌ল এই যে, জীবন আর ধর্ম দুটি তিন্ন ভিন্ন খাতে ভাগ হয়ে গেল। এ'বিভাগ আমাদের জীবনকে অভিভূত করে রেখেছে। ইস্‌লাম এই পার্থক্য বিদূরিত করতে এসেছিল কিন্তু প্রকৃতির পরিহাস যে, স্বয়ং মুসলমানরাই বহু শতাব্দী ধরে এই পার্থক্যের খপ্পরে পতিত হয়েছে!

জীবন আর ধর্মের সম্পর্ক শিথিল হ'য়ে পড়্‌লে জীবন কোন না কোন পথ দিয়ে চল্‌তে থাক্‌বেই, কিন্তু এ'অবস্থায় ধর্ম এমন এক প্রতিমার রূপ পরিগ্রহ করবে, যা হবে নিশ্চল আর স্থবির। ওতে নড়াচড়া আর স্থিতিস্থাপকতার গুণ থাকবেনা একটুকুও! তখন সমস্ত দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে ধর্ম মস্‌জিদ আর খানকাতে হয়ে পড়ে বন্দী। ইস্‌লামের অবস্থাও কতকটা এই ধরণেরই ঘটান হয়েছে। দর্শন আর বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কোন্ জায়গার মানুষ কোথায় পৌঁছে গেল, কিন্তু ধর্ম পিছনে পড়ে রয়েছে শত শত বর্ষের ব্যবধানের পথে। ইস্‌লাম তার অলৌকিক শক্তি দিয়ে প্রতিমাপূজা খতম করে ফেলেছিল আর মুসলমানদের বাহাদুরি এই যে, তারা স্বয়ং ধর্মকেই প্রতিমায় পরিণত করে ফেলেছে। আমাদের চিন্তাধারায় আর জাতীয় সংস্কৃতিতে এই ঘটনার বড়ই মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

দুনিয়াদার আর দ্বীনদার,

যারা নতুন আলোকের প্রভাব স্বীকার ক'রে যুগের সাথে কদম বাড়িয়ে চলেছে, তারা "দুনিয়াদার মুসলমান" বলে কথিত আর যারা মধ্যযুগের আর গতানুগতিক ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে অতীতের দুনিয়ায় থেকে গেছে, তারা "দ্বীনদার মুসলমান" রূপে অভিহিত হচ্ছে। ক্রমে ক্রমে সম্মুখের দিকে দেখার কাজ ধর্মভ্রষ্টতা আর পিছন দিকে তাকিয়ে থাকা ধর্মপরায়ণতা বলে গণ্য হ'তে চলেছে। প্রত্যেকটি নতুন উন্নয়ন কার্য, নতুন আবিষ্কার আর নতুন শিক্ষা সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়েছে যে, এসমস্তই ধর্মদ্রোহিতা। এই কারণেই ইতিহাসের প্রত্যেক পর্যায়ে মুসলমানদের অধিকাংশ বৈপ্লবিক নেতাদের বিরুদ্ধে কুফ্‌রের ফত্‌ওয়া প্রযোজ্য হয়েছে। আজও আমি আপনাদের আহ্বান

www.ahlehadeethbd.org

করছি, প্রত্যেক জুমায় আমাদের দেশের প্রত্যেক মস্‌জিদে যে খুত্‌বাগুলি পাঠ করা হয়, আপনারা দেখুন সেই সব খুত্‌বায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ত্রুটি ধরা হয়ে থাকে, যেগুলি সম্পূর্ণ নির্দোষ—অথচ ত্রুটি ধরা হয় শুধু এই জন্য যে, বিষয়গুলি নতুন। ইস্‌লামকে এমনিকরে বস্তুতান্ত্রিক উন্নতির শত্রু আর প্রতিদ্বন্দ্বী সাজিয়ে উপস্থিত করা ইস্‌লামের সঙ্গে সব চাইতে বড় যুলুম আর এতে করে যেসব যুবক মুসলমান রয়েছে আর আজকের মডার্ণ দুনিয়ায় মুসলমানরূপেই থাকতে চায়, তাদের উপরও যুলুম করা হয়। বিংশ শতাব্দীর মানুষকে যদি এমন বাধ্যবাধকতায় ফেলা হয় যে, মুসলমান হওয়ার জন্য তাকে কয়েকশত বৎসর পিছিয়ে যেতে হবে, তাহলে এতেকরে দীন আর দুনিয়া দুইয়ের সাথেই অবিচার করা হবে।

এ অথর্বতা কেন ?

এখন প্রশ্ন হল, ইসলামের মত ব্যবহারিক ও প্রগতিবাদী ধর্মে এই অথর্বতার আবির্ভাব ঘটল কেমন করে ?

আমরা আমাদের আসল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছি, পরিবর্তিত পরিবেশ আর পরিবর্তিত মূল্যমানের মাঝে স্থায়ী ভাবে টিকে থাকতে পারে এমন ধরণের কোন রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থা আমরা সৃষ্টি করতে পারিনি বলেই কি এরূপ ঘটেছে ?

অথবা আমরা ধর্মকে জিন্ আর ফেরেশ্‌তাদের উপাখ্যান মনে করে ধর্মকে নানা প্রকারের কুসংস্কারে আবদ্ধ করে ফেলেছি আর অন্ধ গতানুগতিকতার (তক্‌লীদ) ধ্বনি উত্থিত করে মানুষের চেতনাশক্তি হতে তার সৃষ্টি আর আনুসন্ধানিক প্রতিভাকে কেড়ে নিয়েছি বলেই এরূপ অবস্থার উদ্ভব হয়েছে ?

অথবা তাসাউওফের যে আকার দুনিয়া থেকে পলায়ন করিয়ে জীবনকে হুজ্‌রা আর খানকার প্রাচীরের ভেতর কয়েদ করে বসিয়ে রেখেছে, সেই এ অবস্থার জন্য দায়ী ?

অথবা এ অবস্থার জন্য এই ভ্রমাত্মক মতবাদ দায়ী যে, আমরা এই দুনিয়ায় হাতপা না নড়িয়েও পরবর্তী দুনিয়ায় মুক্তির হকদার হতে পারব ? আমরা কি একথা বিস্মৃত হয়েছি যে, পারলৌকিক জীবন পার্থিব জীবনেরই ফল ? আর এই দুনিয়ায় আমরা যে বিষয়ের জন্য চেষ্টা আর জদ্দও জিহাদ করে থাকি, পরকালে আমাদের তাই মিলবে ?

এই প্রশ্নগুলি অশেষ গুরুত্বপূর্ণ! ইস্‌লামের উতলা ও চঞ্চল চপল আত্মাকে যেসব কারণ অনুভূতিশূন্যতা ও অকর্মণ্যতার ছাঁচে ঢালাই করেছে, সেগুলি খুঁজে বের করা অত্যন্ত দরকারী। অনুসন্ধানপথে এমনও কতক বিষয় আমাদের সম্মুখীন হবে যেগুলি অপ্রীতিকর ও তিক্ত, কিন্তু এসব তিক্ততার পরওয়া না করে অকুতোভয়ে ঈমানদারীর সঙ্গে প্রশ্নগুলি ভেবে দেখা আর সেগুলির সদোত্তর চিন্তা করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য।

সাম্প্রদায়িকতা

ইস্‌লামজগতে যে বিশৃংখলার বিভ্রাট পরিদৃষ্ট হয়, মতবাদের ফির্কাবন্দী তার একটা বড় কারণ। সঠিক বাতুল যাইহোক সাম্প্রদায়িকতা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। একে উপেক্ষা করে যাওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবেনা। মুসলমানদের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায় উত্তম আর কোন্‌টা মন্দ এবিতর্ককে অশান্তি আর গোলযোগ বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া অন্য কিছুই লাভ নেই। সঠিক পথ হচ্ছে, সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যেবিষয়গুলি সর্বসম্মত, কেবল সেইগুলির ওপর যোর দিয়ে চলা। পরস্পরের মতবাদের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পরিবর্তে একথা কি ঠিক নয় যে, মৌলিকতার দিকদিয়ে আমরা সব্বাই এক! কারণ আমাদের সকলের খুদা একই, আমাদের রসূলও এক আর গ্রন্থও এক! এধরণের সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করার সুযোগ সব চাইতে অধিক উলামায়কিরামের হাতেই রয়েছে। আপনাদের কাছে বিদ্যার ভাণ্ডার রয়েছে, ধর্মের বিশেষ বিশেষ দিকগুলি সম্পর্কে আপনাদের অভিজ্ঞতা সুদূরপ্রসারী। এই বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতাকে শুধু একটি দলীয় ঘেরায় সীমাবদ্ধ করে রাখা সঙ্গত নয়। উন্নতি ও প্রগতির আধুনিক যুগে ধর্মশাস্ত্রের বিদ্বানগণের পক্ষে বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস আর চল্‌তি অবস্থা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা অর্জন করা আবশ্যক। অনুরূপভাবে নব্যশিক্ষিতদেরও কর্তব্য যাতেকরে তাঁরা নিজেদের ধর্মের মূলনীতি ও মতবাদ সম্বন্ধে অজ্ঞ না থেকেযান। আপনারাও আপনাদের অভিনন্দনে এ'বিষয়ে যোর দিয়েছেন যে, যতদূর সম্ভব

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধর্মীয় আর পার্থিব শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা উচিত। এ'বিষয়টি বর্তমান যুগের এক অশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। আমি আশাকরি, শিক্ষা কমিশন এবিষয়ে পুরোপুরি মনোযোগ দেবে, কিন্তু শুধু শিক্ষাকমিশনের সুপারিশে এবিষয়ের সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা নেই, এ'কে সার্থক করার পুরোপুরি দায়িত্বভার স্বয়ং উলামায়েকিরামের স্কন্ধেই রয়েছে। আপনাদের কৃতিত্ব কেবল তখনই স্বীকৃত হবে, যখন আপনারা ইস্‌লামকে এরূপ ভাষায় আর এরূপ আলোকে দুনিয়ার সম্মুখে উপস্থিত করতে পারবেন, যা'হবে প্রেক্ষাগারের গবেষণাকারী বৈজ্ঞানিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর ক্ষেতের লাঙ্গলবাহী কৃষক আর কারখানার ময়ুর সকলের পক্ষেই সহজ ও বোধগম্য, আর তাদের যোগ্যতামত তাদের প্রত্যেকের মনকে ইস্‌লাম করবে অনুপ্রাণিত আর তাদের আত্মাকে করবে উন্নত।

ইস্‌লাম ও কম্যুনিজ্‌ম

মহোদয়গণ, আপনারা জানেন, আজকের দুনিয়া দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হ'য়ে পড়েছে। এ-সংঘর্ষ বস্তুতান্ত্রিক নয়, এটা আদর্শমূলক সংঘর্ষ। কম্যুনিজ্‌ম প্রাণপণে চেষ্টা পাচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গীগুলোকে পরাভূত করে দুনিয়া জুড়ে শুধু নিজের প্রতিপত্তি কায়েম করতে। পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার বৃহত্তম অংশ বস্তুভিত্তিক বলে আজ পর্যন্ত কম্যুনিজ্‌মের পুরোপুরি আর কার্যকরী জওয়াব আবিষ্কৃত হ'তে পারেনি। বস্তুতান্ত্রিক মূল্যমানগুলির গুরুত্ব তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য, কিন্তু মানুষ তার যথাসর্বস্ব ওর পিছনে উৎসর্গ করতে চাইবে, বস্তুবাদী মূল্যমান ততখানি গুরুত্বপূর্ণ নয়। দুনিয়ার কাছে এ অবস্থায় কম্যুনিজ্‌মের এক ও একমাত্র জওয়াব হচ্ছে ইস্‌লাম! কম্যুনিজ্‌মের আদর্শভিত্তিক দৃষ্টিভংগী আর পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী চিন্তাধারার মাঝখানে একমাত্র ইস্‌লামই এমন একটি স্বাভাবিক করিকল্পনা, যার সাহায্যে মানবত্বের আত্মা ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা পেতে পারে। কম্যুনিজ্‌মকে শুধু খৃষ্টান রাজ্যগুলির পক্ষে বিপজ্জনক মনে করা ভুল, মধ্যপ্রাচ্যে যে ধরণের অবস্থার উদ্ভব ঘট্‌ছে, সেসব লক্ষ্য করলে স্পষ্টই বুঝাযায় যে, ইস্‌লামজগতও কম্যুনিজ্‌মের প্রভাব থেকে সুরক্ষিত নয়। এ'বিপদের মুকাবিলা করতে হলে ইস্‌লামকে অতীতের খুপ্‌রী থেকে বের করে বর্তমানের আলোকে আর আজকের ভাষায় দুনিয়ার সম্মুখে তুলে ধরতে হবে। কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর আকারে নয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক একটি পূর্ণ আদর্শ রূপে ইস্‌লামকে তুলে ধরতে হবে। এইটাই ইস্‌লামের আসল রূপ! এ-কাজেও আমরা উলামায়েকিরামের সাহায্য ও নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী।

আমাদের লক্ষ্য

পাকিস্তানের নিজস্ব ব্যাপারগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এ'-কথা অনস্বীকার্য যে, ভিতরে আর বাইরে বহুবিধ কঠিন সমস্যার আমরা সম্মুখীন হয়ে পড়েছি। আল্লাহর অনুগ্রহে ও দয়ায় এসব সমস্যার অনেকপ্রকার সমাধানই বেরুতে পারে। তারমধ্যে সবচাইতে সহজ পথ হচ্ছে—আপনারা আপনাদের বর্তমান নেতৃত্বে আস্থাসম্পন্ন থাকুন আর সকলেই স্বস্ব কর্মে নিমগ্ন করে যান। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে মানুষের সম্মুখে কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য যদি বিদ্যমান থাকে, কেবল তখনই সে মন লাগিয়ে পরিশ্রম করতে পারে। স্মরণ রাখ্‌তে হবে, আমরা কেবল মুস্‌লমানই নই, আমরা পাকিস্তানীও বটি, শুধু পাকিস্তানী নই, আমাদের মধ্যে বাঙালীও রয়েছে, সিন্ধী আর পাঞ্জাবীও আছে আবার বেলোচী আর পাঠানও রয়েছে। আমাদের লক্ষ্যের পাত্র এত বড় বিরাট ও প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক, যাতে করে এসব স্থানীয়, জাতীয় আর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণগুলোর সংকুলন ঘট্‌তেপারে। এ'কাজ সমাধা করা কেবল তখনই সম্ভবপর হবে, যখন আমরা আমাদের জীবনকে এরূপ নীতির অনুগামী করে তুলতে পারব, যার বুনিয়াদ হবে একতা, সংগঠন, আল্লাহর ভয়, ভদ্রতা, সৌজন্য আর ঈমানদারী। এই নীতিগুলি সব যুগে আর সমস্ত মাটিতেই চিরঞ্জীবি হয়ে থাকে! সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে,এ'গুলি ইস্‌লামেরই নিজস্ব নীতি! ঐকান্তিকতা আর বিশ্বস্ততা সহকারে আমরা যদি এই নীতিগুলির অনুগামী হতে পারি, তাহ'লে ইন্‌শাআল্লাহ পাকিস্তান শুধু আমাদের জন্যেই নয়, সমগ্র জাহানে ইস্‌লামের জন্য এমন কি সম্ভবতঃ নিখিল জগতের জন্যেও শান্তি ও নিরাপত্তার নমুনা হ'তে পারবে।

এ'লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব সমুদয় পাকিস্তানীর ওপর তুল্য ভাবে ন্যস্ত থাকলেও এ দায়িত্বের বোঝা উলামায়েকিরামের ওপরেও বিশেষভাবে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ'আদর্শ আপনাদের জ্ঞানগরিমারই আমানত! এ'আমানত যদি আপনারা পরিশোধ করতে পারেন, তাহলে খুদাও আপনাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন আর দুনিয়াও চিরদিন আপনাদের স্মরণ রাখবে।

www.ahlehadeethbd.org

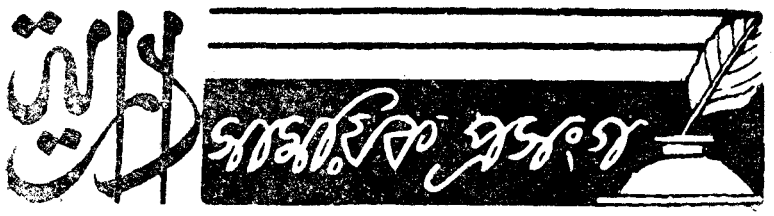

সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ভাবিয়া দেখা কর্তব্য, ইউনাইটেড নেশন্‌সের পক্ষ হইতে সম্প্রতি পৃথিবীর যে বার্ষিকী প্রকাশিত হইয়াছে, তদনুসারে বর্তমান দুনিয়ার জনসংখ্যা এক্ষণে ২শত ৮০ কোটি দাঁড়াইয়াছে। অর্ধাংশের অনেক বেশী মানুষ শুধু চীন, ভারত, রুষ আর আমেরিকায় বাস করিয়া থাকে আর অবশিষ্ট সারা দুনিয়ায় অর্ধেকেরও কম। যথা, চীনে ৬৪ কোটি, ভারতে ৪০ কোটি, রুষে ২০ কোটি, আমেরিকায় ১৭ কোটি—মোট ১ শত ৪১ কোটি। আর জাপান, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ব্রাজিল, গ্রেটব্রিটেন আর পশ্চিম-জার্মানীর মোট জনসংখ্যা ৫০ কোটি। পৃথিবীর মোট মানবগোষ্ঠির অর্ধেকের অধিক এশিয়ায় বাস করে। চল্লিশ বৎসরে পৃথিবীর জনসংখ্যার হার হইবে এশিয়ায় শতকরা ৬০ আর বাকী সমস্ত দুনিয়ায় ৪০। জন্মনিরোধ আর পরিবার নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা যদি সমানভাবে চলিতে থাকে, তাহাহইলে গোটা ইউরোপের জনসংখ্যার হার সমস্ত পৃথিবীর তুলনায় ৪০ বৎসর পর হইবে শতকরা ১০, এখন আছে ১৪।

এশিয়ায় জনসংখ্যা হুড়হুড় করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। চীনে আর রুষে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর সন্তান উৎপাদনের আন্দোলনও যোরেশোরে পরিচালিত হইতেছে। বর্তমানেও চীন আর রুষের মিলিত জনসংখ্যা হইতেছে ৮৪ কোটি আর ইহার তুলনায় আমেরিকা, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ব্রাজিল, ব্রিটেন আর পশ্চিম জার্মানীর জনসংখ্যার সর্বমোট সমষ্টি ৬৭ কোটি মাত্র! অর্থাৎ পশ্চিমী ব্লকে রুষীয় ব্লক অপেক্ষা ১৭ কোটি মানুষ কম! ভারত উভয়ের মাঝে দোদুল্যমান রহিয়াছে, কোন ব্লকেই যোগদান করেনাই। কিন্তু উহার ঝোঁক যে রুষের দিকেই, তাহা সর্বজনবিদিত।

যাঁহারা পাকিস্তানে জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য অস্বস্তি ও উৎকণ্ঠা ভোগ করিতেছেন আর জন্মনিরোধ আর ফ্যামিলী প্লানিং দ্বারা রাষ্ট্রের জনসংখ্যা হ্রাস করার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিতেছেন, তাঁহাদের এই বিষয়টি বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা কর্তব্য। সুদূর বা অদূর ভবিষ্যতে যদি পশ্চিমের সহিত পূর্বের সংঘর্ষ বাধিয়াই যায়, তখন পশ্চিমী ব্লকের পক্ষে তাহার জনশক্তির দুর্বলতা সর্বনাশের কারণ হইবে কিনা, সে-কথাও চিন্তা করা উচিত।

শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন,

দেশের অধিবাসীবৃন্দকে শুধু লিখাপড়ায় সক্ষম করিয়া তোলার নাম শিক্ষা নয়। শিক্ষা এরূপ কঠোর ও বিরামহীন সাধনার নাম, যাহা জাতিকে খুদী অর্থাৎ আত্মপ্রত্যয় দান করে। জাতির ভবিষ্যৎ যাহারা, তাহাদিগকে জীবনের মূল্যমান শিখায়, কর্তব্যপালন ও উচ্চতর লক্ষ্যের অনুসরণ কল্পে ইহা সহায়ক হয়। শিক্ষার মাধ্যমেই জাতি তাহার আদর্শ ও ঐতিহ্য পরবর্তী বংশধরদের নিকট হস্তান্তরিত করিয়া থাকে। মুখস্থ কতকগুলি বুলি রটার নাম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শিক্ষা নয়, দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক এরূপ এক তরবীয়তের (Training) নাম শিক্ষা, যাহার উদ্দেশ্য হইতেছে এমন ধরণের লোক সৃষ্টি করা, যাহারা আগামীকাল হইবে জাতির নেতা, ভবিষ্যতের শিল্পী আর জাতির ভাগ্যের রক্ষয়িতা ও নিয়ামক। ইংরাজীর বিখ্যাত প্রবাদবাক্য অনুসারে "সমর ক্ষেত্রে ওয়াটালুর সংগ্রাম জয় করা হয়নাই, ইংলণ্ডের শিক্ষাগারসমূহেই এই যুদ্ধ জিতিয়া লওয়া হইয়াছিল।"

পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যখন যে বিপ্লব ঘটিয়াছে, রাষ্ট্রিক, সমাজিক বা অর্থনৈতিক যে কোন ধরণেরই বিপ্লব হউকনা কেন, উহার অপরিহার্য পরিণতি স্বরূপ সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায়, শিক্ষার উদ্দেশ্যে আর শিক্ষার পদ্ধতিতে বুনিয়াদী পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। বিলাতে যেদিন বিপ্লব ঘটিয়াছিল, তার পরের দিন হইতে পাবলিক স্কুলের গোড়াপত্তন হইয়াছে, আমেরিকায় সিভিল ওয়ারের পর হইতেই স্বাধীন শিক্ষার যুগ সুচিত হইয়াছে। পাক-ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের ফলেই মেকোলিয়ন (Mecaulayieon) শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। রুষে বলশেভিক বিপ্লবের হস্তধারণ করিয়াই কম্যুনিস্টিক শিক্ষাব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্বেও পাকিস্তানেরা শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠিত করার কোন কার্যকরী পন্থা শাসকগোষ্ঠি এপর্যন্ত অবলম্বন করেননাই। সামরিক-বিপ্লবের পর বর্তমান সরকারকে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার কল্পে মনোযোগী হইতে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। বিপ্লবপূর্ব যুগেও শিক্ষাসংস্কারের বুলি যে শাসনকর্তাদের মুখে উচ্চারিত হয়নাই, আমরা তাহা বলিতেছিনা কিন্তু তাঁহাদের জল্পনা কল্পনা বাক্যের সীমা কোনদিন লংঘন করেনাই, বরং তাঁহাদের কষ্টকল্পনা পাকিস্তানের আদর্শবাদী নাগরিকদের মনে অবিশ্বাস ও সন্ত্রাসের ভাবই যে সৃষ্টি করিয়াছিল অধিক, আমরা তাহাই বলিতেছি। সামরিক সরকার তাঁহাদের ধিকৃত মহাজন গণপন্থার অনুসারী হইবেননা বলিয়া অনেকের মত আমাদেরও আশা রহিয়াছে। তাই এসম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে একাধিকবার অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকিলেও শেষসিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার প্রাক্কালে আমাদের শিক্ষানীতির পুনরালোচনা আমরা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি।

'ماطفل کم سواد وسبق قصه هائے دوست'
صدبار شنیده ودگر از سر گرفته ایم !

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পটভূমিকা.

পাক-ভারতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ দশকের মধ্যভাগে। লর্ড মেকলের স্মারকলিপি আর লর্ড বেন্টিঙ্কের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৩৫ সালে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়। শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার অথবা জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন শাসকগোষ্ঠির উদ্দেশ্য ছিলনা। ভারত উপমহাদেশে ইংরাজী ভাষা আর ইংরাজী সভ্যতা সম্প্রসারিত করাই ছিল লর্ড বাহাদুরদের মহত্তম লক্ষ্য। সঙ্গে-সঙ্গে শাসক ও শাসিত দলের মধ্যে একটি দোভাষী দল আর আমলা ও কেরানীদের বিরাট বাহিনী গঠন করাও ছিল মেকোলিয়ান শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য। লর্ড বেন্টিঙ্কের প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল "বৃটিশ সরকারের বৃহত্তম লক্ষ্য হইতেছে ভারতীয়দের মধ্যে ইংরাজী সাহিত্য আর বিজ্ঞানের উন্নতিবিধান করা। এই মহান উদ্দেশ্যে যে অর্থ ব্যয় করা হইবে, তার সমস্তটাই শুধু ইংরাজী শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হইবে।" লর্ড মেকলে তাঁর স্মারকপত্রে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন, "যে কোটি কোটি মানুষকে আমরা শাসন করিতেছি, আমাদের আর তাহাদের মধ্যে একটি দোভাষী শ্রেণী গড়িয়া তোলার জন্য আমাদের বিশেষভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। আমাদিগকে ভারতে এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহারা বংশপরম্পরায় আর দেহের বর্ণে ভারতীয় হইবে বটে কিন্তু রুচি, চিন্তাধারা, চরিত্র আর মানসিক দিক দিয়া তাহারা হইবে পুরাপুরি ইংরাজ।" উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সফল ও কার্যকরী করার জন্য তখনকার যুগে ভারত উপমহাদেশের প্রচলিত সমুদয় মাদ্রাসার গ্রান্ট আকস্মিক ভাবে বাতিল করিয়া দিয়া নূতন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল আর কলেজ খুলিয়া দেওয়া-হয়। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, ভারতের শিক্ষাপদ্ধতিতে তাহারই প্রতিবিম্ব রচনা করা হয় এবং সম্রাট শাহ আল-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মের সহিত যে চুক্তি করা হইয়াছিল তাহাকে রাতারাতি নস্যাৎ করিয়া দিয়া ইংরাজী ভাষার গুরুত্বকে বুনিয়াদী-ভাবে স্বীকৃতি দিয়া উহাকে শিক্ষার মাধ্যমে পরিণত করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা স্থানীয় জেলাবোর্ডগুলিকে সমর্পণ করিয়া মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা প্রাদেশিক সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করে। বিগত শতাব্দীকালের সমস্ত অংশে আর আজপর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার আকৃতি ও প্রকৃতি এই ভাবেই অব্যাহত রহিয়া গিয়াছে, অতিসামান্য ধরণেরও কোন মৌলিক পরিবর্তন কোন স্থানে সাধিত হয়নাই। যে বিষয়ে যেটুকু পরিবর্তন হইয়াছে তাহা একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য এবং শিক্ষার আদর্শ ও ফলাফলের সহিত তাহার দূরতম সম্পর্কও নাই।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ফল, মেকোলিয়ান শিক্ষাব্যবস্থার দ্বিবিধ ফল ফলিয়াছে: আমাদের দেশে ইহা পাশ্চাত্য চিন্তাধারার অনুপ্রবেশের পথ সুগম করিয়াদিয়াছে। বিগত দুই শতাব্দী ধরিয়া সমাজ, রাষ্ট্র ও শিল্পজীবনে যেসকল বিরাট পরীক্ষামূলক (Experimental) আন্দোলন ইউরোপে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার তরঙ্গ আমাদের উপমহাদেশকেও প্লাবিত করিতে ছাড়েনাই। একথা অনস্বীকার্য যে, আযাদী আর স্বাতন্ত্র্যের প্রেরণা আমাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলিরই অবদান, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা যে ইহাকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলার সহায়ক হইয়াছে সেকথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। ন্যাশনালিজ্‌ম আর ডিমোক্রেসী পাক-ভারতের ঐতিহ্যে অভিনব সামগ্রী ছিল, আর পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলেই এই চিন্তাধারাগুলি দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

মেকোলিয়ান শিক্ষাপদ্ধতি পাক-ভারতে আমলা আর কেরানীর বাহিনী সৃষ্টি করার কার্যে যেরূপ বিপুল সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাহা সর্বজনবিদিত। বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠি তাহাদের ইপ্সীত শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা যে প্রভুভক্ত ক্রীড়নকের দল সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল, তাহাদের সে উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে। এই কালা ইংরাজদিগকে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের মেরুদণ্ড বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হইবেনা।

পক্ষান্তরে ইহার তুলনায় ইংরাজদের প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের জাতীয় আদর্শ, আশা আকাংখা আর উদ্দেশ্যের পথে যেসকল প্রবল অন্তরায় খাড়া করিয়া রাখিয়াছে, শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার জন্য যাহারা বর্তমানে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক, সেগুলি পদে পদে তাহাদিগকে বাধা দিতেছে। প্রচলিত ব্যবস্থায় শিক্ষার লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থকারিতা ও বাণিজ্যিক। শিক্ষার মানবীয় আর আদর্শমূলক মূল্যমান একদম বাদ পড়িয়া গিয়াছে। শিক্ষার্থীদের নৈতিক আর সামাজিক বিকাশকে কোন গুরুত্বই দেওয়া হয়নাই, ব্যক্তিত্ব ও সৃজনশক্তির উন্মেষসাধনের কোন সুযোগই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রমণ্ডলীকে প্রদান করে-নাই, তাহাদিগকে ভাড়ার ভারবাহী বানাইয়াছে, কিন্তু ভবিষ্যতের শিল্পী রূপে গঠন করেনাই। গণজীবন, তাহা-দের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আর সমাজব্যবস্থার সহিত বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার কোন সম্পর্কই নাই। সুতরাং ইহা জীবন-ক্ষয়ী ও আঁটকুড়ে হইয়া পড়িয়াছে বরং সামাজিক পতন ও বিশৃংখলার প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক শিক্ষা সমাজকে শতধাবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলি-য়াছে। ধর্মীয় অনুভূতি ও মূল্যমানবিহীন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা যুবকদলকে ধর্মহীন, নাস্তিকাবাদী ও স্বসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন একটি স্বতন্ত্র গোঠে পরিণত করিয়াছে। পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটীর ইনকোয়ারি রিপোর্টের ভাষায় "শিক্ষাগারসমূহে অধ্যাত্মজীবন নাই, যাহার ফলে শিক্ষার্থীদের অন্তররাজ্যে জ্বালা সৃষ্টি হইবে, সামাজিক ঐক্য নাই, যাহার দরুণে তাহাদের বিশ্বস্ততা দৃঢ়তালাভ করিবে, মানসিক ও চারিত্রিক শিখা নাই, যাহা তাহা-দের মধ্যে আশা ও আকাংখার প্রদীপ জ্বালাইয়া দিবে"। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রকৃতিগত ভাবে আমা-দের নূতন বংশধরদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক আর জাতীয় খুদী লুঠ করিয়া লইতে আর তাহাদিগকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের পারিষদে ও উচ্ছিষ্টভোজীতে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর। অতএব ইহার সেই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার কবল হইতে আমাদের বংশধরগণ রক্ষা পাইবে কেমন করিয়া?

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা দেশের শিক্ষিত দলকে দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী প্রতিদ্বন্দী শিবিরে ভাগ করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দিয়াছে। একদিকে রহিয়াছে স্কুল আর কলেজের শিক্ষা এবং অন্যদিকে রহিয়াছে মাদ্‌রাসা আর দারুল-উলূমের শিক্ষা। প্রথম দলটি প্রতিপক্ষদলকে মনে করে অপদার্থ বস্তাপচা মাল আর দ্বিতীয় দলটি তাহাদের মনে করে ধর্মদ্রোহী নাপাক খেরেস্টান ও কাফেরের গোলাম! ইউরোপীয় ভেদনীতি (**Divide & Rule**) পাক ভারত উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যে বিকট প্রভাব বিস্তারলাভ করিয়াছে, অতীতে ও বর্তমানে মুস্‌লিম ও অমুস্‌লিম রাজ্যের কোন স্থানেই তার নযীর-নাই। এই দোগলা শিক্ষানীতির ফল শুধু বিভীষিকাপূর্ণই নয়, নির্ঘাৎ আত্মঘাতীও বটে। তথাকথিত সনাতন আর মডার্ণ শিক্ষার এই অশুভ ভেদরেখা যতশীঘ্র নিশ্চিহ্ন করিতে পারা যায়, ততই উহা জাতির পক্ষে মঙ্গলের কারণ হইবে। সায়েন্স আর আর্টস, ডাক্তারি আর ইঞ্জিনিয়ারিং যদি জাতির ভিতর ভেদবুদ্ধি আর রাষ্ট্রে বিকল্প শিবির সৃষ্টি করিতে না পারে, তাহাহইলে এই তথাকথিত প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষাকে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলে বিভক্ত হইবার অনুমতি দেওয়া হইবে কেন? মানবজীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োজন যতখানি, ধর্মজ্ঞানের প্রয়োজন তদপেক্ষা একটুকুও কম নয় আর ধার্মিকদের জন্য দুনিয়ার প্রয়োজনও সমস্ত মানুষের মতই অভিন্ন। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থায় নূতন আর পুরাতনের পার্থক্য দুরভিসন্ধিমূলক এবং ইহার আশু অবসান বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় আদর্শ, ঐতিহ্য আর আশা-আকাংখার সহিত সুসমঞ্জস করিয়া পুনর্গঠিত করিতে হইলে পাকিস্তানে ইস্‌লামি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ইস্‌লামি শিক্ষাব্যবস্থা বলিতে আমরা বিজ্ঞান, রাষ্ট্রদর্শন, অর্থনীতি, রসায়ন, যন্ত্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ভূগোল, খগোল ও চিকিৎসাবিজ্ঞান, ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদি বিবর্জিত ধর্মশিক্ষা বুঝিনা! শিক্ষা ইস্‌লামি শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীগণের জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য নয়, লক্ষস্থলে পৌঁছার জন্য শিক্ষা একটি বিশেষ উপলক্ষ মাত্র।

ইস্‌লামী শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে কুরআনের সূরত-ফাতিরে বিঘোষিত হইয়াছে, বস্তুতঃ আল্লাহর যেসকল বান্দা বিদ্বান, কেবল তাহারাই আল্লাহর জন্য ভীতিবিহ্বল হইয়া থাকে। এই নির্দেশ দ্বারা যুগপৎ ভাবে প্রতিপন্ন হয় যে, যে শিক্ষায় সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁহাকে ভয় করিয়া চলার ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাই ইস্‌লামি শিক্ষা আর যে শিক্ষা সৃষ্টিকর্তার প্রতি শিক্ষার্থীকে আস্থাশীল এবং তাঁহার জন্য ভীতিবিহ্বল করিয়া গঠন করিতে পারেনা, তাহা ইস্‌লামিশিক্ষার পর্যায়ভুক্ত নয়। নেতিবাচক শিক্ষাই কেবল যাহারা লাভ করিয়াছে, কুরআন তাহাদিগকে বিদ্বানের মর্যাদা দান করেনাই। উপরিউক্ত আয়তের অগ্র ও পশ্চাদবর্তী প্রসঙ্গ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। শিক্ষালাভের ফলে মানুষ তাহার স্রষ্টার প্রতি ভীতিবিহ্বল থাকিবে কেন? এই আয়তে পূর্বাপর ভাবে বৃষ্টিপাত, শস্যোদ্‌গম, উহার বৈচিত্র ও বর্ণভেদ, পর্বতমালা উহার বিচিত্র শ্বেত শুভ্র, রক্তিম আর ঘোরকৃষ্ণবর্ণ উপলখণ্ড, বিভিন্ন গঠনও বর্ণের মানুষ, পশুপ্রাণীও ও চতুষ্পদ জন্তুর বৈচিত্র এসমস্তের পর্যবেক্ষণ ও রহস্যোদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত বিদ্বানগণ সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতা ও প্রজ্ঞায় বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও ভীতিবিহ্বল হইতে বাধ্য হইবেন বলিয়া কুরআনে ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। ফলকথা, প্রকৃতির নিবিড় পরিচিতি ইস্‌লামি শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ, নাস্তিক্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে এই শুভফল লাভ করা সম্ভবপর নয়। অস্তিবাদী মনোভাবকে জ্ঞানের যাত্রাপথে সারথী করিয়া অগ্রগামী হওয়াই ইস্‌লামি শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট।

সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা স্থাপনের উপযোগী পাঠ্য ও শিক্ষাদান ব্যবস্থা অবলম্বন করার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে শিক্ষার্থীগণের চরিত্র উন্নত, নৈতিকবল দৃপ্ত, কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত, দৃষ্টিভঙ্গী প্রশস্ত আর তাহাদের মন ও মস্তিষ্ক দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, ইস্‌লামী শিক্ষাব্যবস্থায় তাহার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। কুরআন وانك لعلى خلق عظيم যাঁহার চারিত্রিক মহিমামাধুর্যের মহানতা সম্বন্ধে পঞ্চমুখ রহিয়াছে, জাতির ভাবী কর্ণধারদিগকে তাঁহারই পূত জীবনের প্রতিচ্ছায়া রূপে গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ যাহারা শিক্ষিত হইবে, তাহারা যেমন সৃষ্টিকর্তার মহিমার জন্য ও তাঁহার সম্মুখে স্বস্ব আচরণের জওয়াবদিহীর জন্য সন্ত্রস্ত ও হুশিয়ার থাকিবে, তেমনি মুস্‌লিম জাতির জনক এই শিক্ষিত দল তাঁহার ও সমুদয় নবীগণের স্থলাভিষিক্ত হইবে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াগিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org